আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৯ || সোমবার || ভাদ্র ২১ || ১৪২৯ || সফর ৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 49 || 5 September || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

মাদকের 'রাজধানী' হয়ে উঠছে সৌদি

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : ক্রমেই মাদকের অভয়ারণ্য হয়ে উঠছে সৌদি আরব। চলতি বছরের এপ্রিলে এক ঘটনার খবরে সচকিত হয়ে দেশটির গণমাধ্যম। সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



৬ সেপ্টেম্বর

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের প্রস্তুতি

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল সোমবার চার দিনের সফরে দিল্লি আসছেন। পরদিন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠক। বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে পাঁচ থেকে সাতটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে দুটি নবায়ন হবে। ঢাকা ও দিল্লির কূটনৈতিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভারত থেকে সিলেটে প্রবাহিত কুশিয়ারা নদীর পানি প্রত্যাহারে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। কুশিয়ারার পানি প্রত্যাহার ছাড়া আরও চারটি এমওইউ সইয়ের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, কুশিয়ারা নদীর পানি প্রত্যাহার, দুই দেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের মধ্যে সহযোগিতা, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা, রেলের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়ানো এবং **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

এএনআইকে প্রধানমন্ত্রীঃ তিস্তা নিয়ে ভারতের ভেতরেই সমস্যা

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশেষ করে তিস্তার পানির জন্য বাংলাদেশে চাষাবাদে সমস্যা হয়। একই কারণে আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিস্তা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। কিন্তু ভারতের ভেতরেই এ নিয়ে সমস্যা আছে। চার দিনের ভারত সফরের আগে ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিরোধী দলের নেতাদের তালিকা করছে পুলিশ

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : রাজধানীতে বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

'কান আছে শুনে যান চোখ আছে দেখে যান'

নারায়ণগঞ্জে ৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী নামে মামলা

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : নারায়ণগঞ্জে পুলিশের সাথে বিএনপির নেতাকর্মীর সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে বিএনপি নেতা রাজ আহমেদ শাওন হত্যার ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নারায়ণগঞ্জ শহর ও আশপাশ এলাকায় গতকাল শুক্রবার জনসাধারণের চলাচল ছিল কম। শাওনের মৃত্যুর ঘটনায় সাধারণ মানুষের সাথে কথা বললে অনেকে মন্তব্য করতে রাজি হননি। ঘটনার পর থেকে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সরকার পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে আছে: জাফরুল্লাহ চৌধুরী

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার কঠোর সমালোচনা করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, 'আজ পুলিশ অকারণে (বিরোধীদের) পেটাচ্ছে। গুলি করার অধিকার তাঁদের কে



দিয়েছে? মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে, রংপুরে যা হচ্ছে সেটা কি বাংলাদেশের ছবি? আর বেশি দিন সময় নেই। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা মাঠে নামুন। সরকার পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে আছে। আজ যা হচ্ছে তা বাংলাদেশের ছবি নয়। **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়**

১/১১-এ শুধু মাইনাস ওয়ানই হয়েছে : ফখরুল



ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মাইনাস করতেই দেশে ১/১১ ঘটানো হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

সড়ক দুর্ঘটনায় সিলেটে ৩ জন অন্যান্য স্থানে ৮ জন নিহত

সিলেট, ৪ সেপ্টেম্বর : সিলেটে স্বামী-স্ত্রী, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যায় শিক্ষকসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ জন নিহত হয়েছেন। সিলেট ব্যুরো ও গোলাপগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, জেলার গোলাপগঞ্জে পিকআপভ্যান চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী স্বামী-স্ত্রীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কে উপজেলার রাণাপিং ইউপির মিনা সেন্টারের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন,**(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372



Looking to start a cannabis-related business in NYC?

The NYC Department of Small Business Services (SBS) is here to help:



ASSESS BUSINESS NEEDS



CONNECT TO NO-COST RESOURCES



EXPLAIN GOVERNMENT RULES



CONNECT YOU TO FUNDING

Visit

nyc.gov/cannabis

or 888-SBS-4NYC
(888-727-4692)

NYC Small Business Services | careers businesses neighborhoods

Get the facts on New York State's cannabis law and licenses at **cannabis.ny.gov.**

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাইডেনকে 'রাষ্ট্রের শত্রু' হিসেবে উল্লেখ ট্রাম্পের

ঢাকা ডেস্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার উত্তরসূরি জো বাইডেনকে 'রাষ্ট্রের শত্রু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।শনিবার পেনসিলভেনিয়ায় এক সমাবেশে ট্রাম্প এ কথা বলেন। একইসাথে তিনি গত মাসে ফ্লোরিডায় তার বাড়িতে এফবিআই সদস্যদের অভিযানেরও সমালোচনা করে একে 'ন্যায়বিচারের নামে প্রতারণা' হিসেবে উল্লেখ করেন।ট্রাম্প বলেন, এটির এমন এক প্রতিক্রিয়া হবে যা কেউ কখনো দেখেনি। তিনি উৎফুল্ল সমর্থকদের উদ্দেশ্য আরো বলেন, গণতন্ত্রের বিপদ এসেছে উগ্রপন্থী বামদের কাছ থেকে, ডানপন্থীদের কাছ থেকে নয়।



জাতিসংঘে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি

জাতিসংঘ যেকোনো উদ্যোগে অবদান রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত

নিউইয়র্ক: 'জাতিসংঘ পুলিশ (UNPOL) এর গর্বিত সদস্য হিসেবে, টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য এর যেকোনো উদ্যোগে অবদান রাখতে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি'। গত ১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে জাতিসংঘ পুলিশ প্রধানদের সম্মেলন (UNCOPS 2022) উপলক্ষে আয়োজিত 'জাতিসংঘ পুলিশ এর অংশগ্রহণে টেকসই শান্তি ও উন্নয়ন' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে একথা বলেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি।

নিরাপত্তা ও উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং এটি পারস্পরিকভাবেই শক্তিশালী, একথা উল্লেখ কওে তিনি বলেন, 'উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুবিধার্থে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসংগত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে"।

সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর ভঙ্গুরতার মূল কারণ চিহ্নিত করে ঐ সকল দেশে মৌলিক সেবা প্রদান, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়নে দেশসমূহের সরকারি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জাতিসংঘকে সহ-য়তা প্রদানের আহবান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জাতিসংঘ পুলিশ, জাতিসংঘের কান্ট্রিটিম ও সংস্থা এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটি সুসংগত ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন'।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা খাত সংস্কারে জাতিসংঘ পুলিশিং এর ভূমিকা এবং ম্যান্ডেট অনুযায়ী আইনের শাসন জোরদার ও বিশেষায়িত পুলিশ টিমের (এসপিটি) উপর গুরুত্বরোপ করেন। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষায় মাঠ পর্যায়ে আরও অধিক নারী পুলিশ মোতায়েন এবং সিনিয়র পদে নারী পুলিশ কর্মকর্তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে দক্ষ নারী পুলিশ অফিসার এবং সুসজ্জিত পুলিশ ইউনিটগুলোতে অবদান রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশগত ঝুঁকি কমাতে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং প্রাকৃতিক আঁশ-ভিত্তিক পণ্য ব্যবহারের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'শান্তিরক্ষীগণ মোতায়েন রয়েছে এমন দেশগুলোতে এই পদক্ষেপ টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাবে'। বাংলাদেশ ইতালীর সাথে এমন একটি গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস এর নেতৃত্ব দেয় যারা জাতিসংঘের পরিবেশগত কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)





বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি























(শেষের পাতার পর)

প্রত্যয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত হলেন প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ। এ উপলক্ষ্যে সোমবার (২৯ আগষ্ট) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের উডহ্যাভেন বুলেভার্ডস্থ জয়া পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। এসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজীজ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সংগঠনের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি আব্দুল বাসিত, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাষ্টি সদস্য এম এম শাহীন, ট্রাষ্ট্রি সদস্য এডভোকেট নাসির উদ্দিন ও আজিমুর রহমান বুরহান, নবনির্বাচিত সভাপতি বদরুল হক খান, সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ শত শত জালালাবাদবাসীদের উপস্থিতিতে অভিষেক অনুষ্ঠানটি বৃহত্তর সিলেটবাসীর মিলন মেলায় পরিণত হয়। খবর ইউএনএ'র।

পবিত্র কোরআন থেকে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সেবা খাতের দুর্নীতি দূর করুন

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এমন অগ্রগতি সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। জাতি হিসেবে আমরা গর্ব অনুভব করছি। অন্যদিকে যে বিষয়টি আমাদের সীমাহীন লজ্জায় ফেলছে, আমাদের মাথা নত করে দিচ্ছে, তা হলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের লাগামহীন দুর্নীতি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশে উন্নয়নের যে ধারা সূচিত হয়েছে, তার সাফল্য অনেকাংশেই ম্লান করে দিচ্ছে প্রশাসনের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। প্রশাসনের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে দুর্নীতি হয় না। পত্রপত্রিকায় প্রতি-নয়ত এসব খবর আসছে। সর্বশেষ সেই তথ্য উঠে এসেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবির প্রতিবেদনে। তাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সেবা পেতে ৭০.৯ শতাংশ খানা বা পরিবারকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। আর ৪০.১ শতাংশ পরিবারকে সেবা পেতে ঘুষ দিতে হয়।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল নিচের দিক থেকে এক বা দুই নম্বরে। অর্থাৎ দুর্নীতিতে আমরা ছিলাম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। সেখান থেকে আমাদের সামান্য উন্নতি হয়েছে। আমাদের অবস্থান ১৭-১৮ কিংবা কাছাকাছি থাকছে। দুর্নীতি রোধে বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং অন্যান্য দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার অব্যাহত প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও সুফল দিচ্ছে। কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা অতি নগণ্য বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর সে কারণেই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ২০টি দেশের মধ্যেই থেকে যাচ্ছি। গত বুধবার রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি দেশের দুর্নীতি সম্পর্কিত এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত এই জরিপে উঠে এসেছে, রাষ্ট্রীয় সেবা পাওয়ার জন্য গড়ে প্রতিটি পরিবারকে ছয় হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। শহরের মানুষের (৩৬.৬%) তুলনায় গ্রামের মানুষকে (৪৬.৫%) বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে। ২০১৭ সালের তুলনায় বর্তমান জরিপ সময়ে দুর্নীতির শিকার হওয়া পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে। সেবা প্রদানকারী অনেক প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতার অভাব দেখা গেছে। ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও তা পুরোপুরি কার্যকর নয়। আর তারই সুযোগ নিয়ে ঘুষ-দুর্নীতি বহাল রাখা হয়েছে। এমন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে–আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআ-রটিএ ইত্যাদি। টিআইবির সেবা খাতে দুর্নীতি-২০২১ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা। এখানে সর্বোচ্চ ৭৪.৪ শতাংশ পরিবারকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

এরই মধ্যে সরকারি প্রশাসনের কিছু অংশ থেকে টিআই-বির এই প্রতিবেদনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অনেক অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। আমরাও বলছি না টিআইবির প্রতিবেদন সর্বাংশে সত্য। কিন্তু যাঁরা প্রশাসনের দুর্নীতির শিকার, সেই পরিবারগুলোর বক্তব্য পুরো অস্বীকারও করতে পারছি না। অস্বীকার করতে পারছি না বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে উঠে আসা দুর্নীতির প্রতিবেদনগুলো। তাই কেবল অস্বীকার নয়, দুর্নীতির যে অভিযোগগুলো বা ধারণাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো রোধে আরো কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেদিকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। দুর্নীতি রোধে টিআইবি যে ১০ দফা সুপারিশ করেছে সেগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। আমরা চাই, দেশ দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হোক।

আরও বর্ণবাদী হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ

ডোনাল্ড আর্ল কলিন্স

যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নাগরিকের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করে। একটি আচরণ নীতি সাদাদের জন্য, একটি কালোদের জন্য। এই দুটি নীতি সহজাতভাবেই পৃথক এবং অসম। এই দেশে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের পীড়নমূলক আচরণ এখন যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠছে। সর্বশেষ ঘটনায় ওহাইও অঙ্গরাজ্যের আকরন শহরে গত জুন মাসে একদল পুলিশ জেল্যান্ড ওয়াকার নামের একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির পিঠ ৪৬টি বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলে। একটি ছোটখাটো ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ওয়াকারকে এভাবে পুলিশ গুলি করেছিল।

এর বাইরে জনসমাগমস্থলে কালোদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের নির্বিচার গুলি চালানোর মতো ঘটনাও ঘটছে। গত ৪ জুলাই এ ধরনের সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে শিকাগোর উপকণ্ঠে। সে ঘটনায় পুলিশ সশস্ত্র অবস্থায় অভিযুক্ত খুনি রবার্ট ক্রিমোকে খুঁজে বের করে এবং একটি গুলিও না চালিয়ে তাঁকে হাজতে নিয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য বরাদ্দ বাড়াতে চান এবং স্কুল ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুরক্ষায় আরও এক লাখ পুলিশ নিয়োগ করতে চান। কিন্তু পুলিশের বর্ণবাদী মানসিকতার পরিবর্তন না হলে এ উদ্যোগ কাজে আসবে না। পুলিশের অসহিষ্ণু আচরণকে অনেক সময়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বের বাকি অংশ তো বটেই, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও টেক্সাসের উভালডে এলাকার পুলিশের সাম্প্রতিক কাপুরুষোচিত নিষ্ক্রিয়তার কথা ফলাও করে প্রকাশ পায়নি। নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কে একটি বাড়িতে তল্লাশির সময় পুলিশের 'ভুলে' ১৫ বছর বয়সী ব্রেট রোসেনাউর নিহত হওয়ার ঘটনার মতো প্রায়ই পুলিশ 'ভুল' করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্প্রতি ২০২০ সালে ব্রেওনা টেলরকে হত্যায় যুক্ত থাকার জন্য লুইসভিলের চারজন বর্তমান এবং সাবেক পুলিশ কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশিংয়ের মারাত্মক বর্ণবাদী বাস্তবতা এবং পুলিশের হাতে, বিশেষত কালোদের প্রাণ হারানোর ঘটনার সমর্থনে আমেরিকান নেতৃত্বের দৃঢ় অবস্থান সত্যিই শ্বাসরোধকর হয়ে উঠছে।

সাধারণ সত্য হলো, আইন প্রয়োগকারী মার্কিন সংস্থাগুলো কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মানবিক আচরণের যোগ্য হিসেবে আমলে নিতে চায় না। 'শ্বেতাঙ্গদের সেবা এবং সুরক্ষা সবার আগে'–এই নীতি ধরে রেখে তারা সবচেয়ে অমানবিক অপরাধ করে থাকে। এ ছাড়া 'আইনশৃঙ্খলার' নামে কাপুরুষোচিত ক্রিয়াকলাপ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে প্রবলভাবেই বিদ্যমান।

> যেকোনো কারণে যেকোনো কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে মেরে ফেলার মতো পুলিশ বাহিনী তৈরির ক্ষেত্রে মিশিগানের ফার্মিংটন হিলস একটি উদাহরণ হতে পারে। এই বসন্তে তারা তাদের বেশির ভাগ সাদা পুলিশ অফিসারকে বন্দুকের নিশানা অনুশীলনে কালো মানুষের ছবি ব্যবহার করেছিল।

যেকোনো কারণে যেকোনো কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে মেরে ফেলার মতো পুলিশ বাহিনী তৈরির ক্ষেত্রে মিশিগানের ফার্মিংটন হিলস একটি উদাহরণ হতে পারে। এই বসন্তে তারা তাদের বেশির ভাগ সাদা পুলিশ অফিসারকে বন্দুকের নিশানা অনুশীলনে কালো মানুষের ছবি ব্যবহার করেছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে চিকিৎসাকর্মী ও একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দুজন পুলিশ সদস্য আসেন। তাঁদের একজন শ্বেতাঙ্গ এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে আমাকে প্রথম মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমার মা এবং বাবার ঝগড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছিল। যখন আমার নেশাগ্রস্ত বাবা রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে আমার মায়ের দিকে তেড়ে আসেন। মা নিজেকে বাঁচাতে বাবাকে ধাক্কা দিলে বাবা পড়ে গিয়ে আহত হন। তাঁর নিজের হাতে থাকা ছুরিতে তাঁর পেটে জখম হয়। বাবা তখন কাতরাচ্ছিলেন। তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল।

যেকোনো কারণে যেকোনো কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে মেরে ফেলার মতো পুলিশ বাহিনী তৈরির ক্ষেত্রে মিশিগানের ফার্মিংটন হিলস একটি উদাহরণ হতে পারে। এই বসন্তে তারা তাদের বেশির ভাগ সাদা পুলিশ অফিসারকে বন্দুকের নিশানা অনুশীলনে কালো মানুষের ছবি ব্যবহার করেছিল।

বাবার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করার সময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা খুবই তামাশার কোনো বিষয় পেয়েছেন। আমি সে দৃশ্য কখনো ভুলব না। এটা আমার জন্য একটি রসিকতার বিষয় ছিল না। একজন অফিসার আমার মাথায় এমনভাবে থাপ্পড় দিয়েছিলেন যেন আমি কোনো হারিয়ে যাওয়া বিড়াল বা কুকুর। এই বর্ণবাদী, পিতৃতান্ত্রিক ও নারীবিদ্বেষী পুলিশিংয়ের প্রথম পাঠ আমি পেয়েছি সেদিন।

এর দুই মাস পরে ক্লাসে আমার শিক্ষক মিসেস গ্রিফিন বড় হয়ে কে কী হতে চায়, তা সবার কাছে জানতে চান। তিনি ডাক্তার, আইনজীবী, অগ্নিনির্বাপক, নার্স, পোস্টম্যান, দোকানদার, অ্যাম্বুলেন্স-ড্রাইভার এবং পুলিশ সদস্যদের ছবি প্রদর্শন করলেন। যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের মধ্যে কে কে পুলিশ অফিসার হতে চাই। প্রায় প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ে হাত তুলেছিল।

কিন্তু আমি চিৎকার করে বললাম 'না! না! না!' মাথা নাড়ানোর সময় আমাকে রাগান্বিত দেখাচ্ছিল। মিসেস গ্রিফিন জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঠিক আছি কি না। আসলে আমি ঠিক ছিলাম না, কিন্তু পুলিশ সদস্যদের সম্পর্কে আমি যে ক্রোধ অনুভব করছিলাম, তা আমি কীভাবে প্রকাশ করব বুঝতে পারছিলাম না।

যেকোনো কারণে যেকোনো কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে মেরে ফেলার মতো পুলিশ বাহিনী তৈরির ক্ষেত্রে মিশিগানের ফার্মিংটন হিলস একটি উদাহরণ হতে পারে। এই বসন্তে তারা তাদের বেশির ভাগ সাদা পুলিশ অফিসারকে বন্দুকের নিশানা অনুশীলনে কালো মানুষের ছবি ব্যবহার করেছিল।

এটি যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা তা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য জায়গাতেও এ ধরনের চিত্র দেখা যায়। ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন আরও বর্ণবাদী হয়ে উঠছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

লেখক: লয়োলা ইউনিভার্সিটি মেরিল্যান্ডের আফ্রিকান আমেরিকান ইতিহাসের ভিজিটিং প্রফেসর

কোন পথে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক?

অলোক আচার্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে, শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের সম্মানবোধ, শ্রদ্ধা কমে গেছে। কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষককে শারীরিকভাবে নিগৃহীত পর্যন্ত হতে হচ্ছে। আবার কোথাও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবকরা শিক্ষককে আঘাত করছে, অপমান করছে। অন্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার কিছুটা পার্থক্য আছে। শিক্ষকের দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ অন্য পেশার চেয়ে অনেক বেশি। সেই চ্যালেঞ্জ যেমন ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার, তেমনি তাদের বিপথে যাওয়া থেকে দূরে রাখার। সন্তান মানুষ না হলে যেমন বাবা-মা'র ওপর দায় চাপে, তেমনি শিক্ষকের দায়ও কম নয়। তাকে শেখাতে না পারার ব্যর্থতার গ্লানি বইতে হয়। আবার সফলতা এলে বি-পরীত চিত্র। এটাই শিক্ষকতা।

কিছুদিন আগে এক ছাত্রের নির্মম আঘাতে উৎপল কুমার নামের একজন শিক্ষকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। আবার সাতক্ষীরার শ্যামনগরের একটি ঘটনা পত্রিকায় দেখেছি। জানা যায়, শ্যামনগরের গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেমকে বেধড়ক মারধর করেছে শিক্ষার্থীর অভিভাবক। প্রধান শিক্ষকের লিখিত অভিযোগে যা জানা যায় তা হলো, তিনি ক্লাস নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা তার বসার চেয়ারে 'সুপার গ্লু' লাগিয়ে রাখে। ফলে শিক্ষক চেয়ারে বসে পরে উঠতে গেলে প্যান্ট লেগে যায়। এতে শিক্ষার্থীরা মজা পায়। এ কারণে শিক্ষার্থীদের মৃদুভাবে কয়েকটি চড় মারেন ওই প্রধান শিক্ষক। এরপর তিনি বাড়ি ফেরার সময় শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অভি-ভাবক তাকে মারধর করে।

বিষয়টি নিয়ে ভাবার আছে। যদি ধরে নেই, এই শিক্ষক ক্লাস নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা দুষ্টামির ছলেই তার চেয়ারে সুপার গ্লু লাগিয়েছিল, তবুও সেটা একটি গর্হিত অপরাধ। এ কারণে তাদের মৃদু শাস্তি দিয়েছেন তিনি। এটা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয় বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। কারণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শাসন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় অভিভাবকরা তাকে রাস্তায় মারধর করবে, এটা ভাবনারও অতীত। বরং তাদের উচিত ছিল সন্তানদের কর্মকাণ্ডের জন্য শিক্ষকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক অধঃপতন শুধু ছাত্রছাত্রীদের ঘটছে তা নয়, বরং তাদের অভি-ভাবকদেরও ঘটছে। মোট কথা, একটি সামাজিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে। এর পেছনে কাজ করছে নিজের ক্ষমতা জাহির করার মানসিকতা। দেশে শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। সেটা ছাত্র দ্বারা হোক বা অন্য কারও দ্বারা। এসব ঘটনার কয়টির প্রতিবাদ হচ্ছে? কোনো শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আর তাকে লাঞ্ছিত করা এক নয়। আসলে একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে আমাদের নৈতিকতার স্থানগুলো। দেশে মেধাসম্পদ তৈরি করার মূল কারিগর হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের হাত ধরেই একজন শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করে। দেশকে কিছু দেওয়ার সুযোগ অর্জন করে। একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক থাকবে আন্তরিক; থাকবে বিশ্বাস, ভালোবাসা। এটি না থাকলে আমাদের সামনে আরও খারাপ সময় অপেক্ষা করছে।

অলোক আচার্য : শিক্ষক, পাবনা

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টম্বর	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ফজর	৫.০৯	৫.১০	৫.১১	৫.১২	৫.১৩	৫.১৫	৫.১৬
সূর্যোদয়	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩২
জোহর	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫২
আসর	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৩	৫.২১	৫.২০
মাগরিব	৭.২২	৭.২০	৭.১৯	৭.১৭	৭.১৫	৭.১৪	৭.১২
এশা	৮.৩৯	৮.৩৭	৮.৩৫	৮.৩৩	৮.৩১	৮.২৯	৮.২৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

খাদ্যের অপচয় ও ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি

মো. জাকির হোসেন

খাদ্য ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। একদিকে পৃথিবীজুড়ে বাড়ছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা, অন্যদিকে স্তূপীকৃত খাবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে ডাস্টবিনে। একদিকে খাবার অপচয়ের উৎসব হয়, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষ অনাহারে থেকে মৃত্যুর প্রহর গোনে। মানবতার কী নির্মম পরিহাস! বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির হিসাব অনুযায়ী ৮১ কোটি ১০ লাখ মানুষ প্রতি রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়।

অন্যদিকে বিয়ে, জন্মদিন, পারিবারিক নানা উৎসব-আয়োজন শেষে ফেলে দেওয়া হয় বিশাল পরিমাণ খাবার। বিয়েবাড়ির একটি অতি স্বাভাবিক দৃশ্য হলো, চাটাই বা মাদুরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বসে কাজ করছেন, আর তাঁদের সামনে পড়ে রয়েছে এঁটো খাবারের বিশাল স্তূপ। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদও খাবার অপচয়ের থেকে পিছিয়ে নেই। গ্রামের মানুষও এখন আগের মতো আর প্লেট চেটেপুটে খায় না।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুসারে বিশ্বে প্রতিবছর যে পরিমাণ খাদ্য অপচয় হয় বা ময়লার ঝুঁড়িতে ছুড়ে ফেলা হয়, তার তিন ভাগের এক ভাগ খাবার দিয়ে ৮৭ কোটি ক্ষুধার্তের খুব ভালোভাবেই পেট ভরানো সম্ভব। প্রতিবছর বিশ্বে যে পরিমাণ খাবারের অপচয় হয়, তা উৎপাদনে ১৪০ কোটি হেক্টর জমি ব্যবহৃত হয়; যা বিশ্বের মোট কৃষিজমির ২৮ শতাংশ। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের প্রধান বলেছেন, সম্পদের স্বল্পতা নয়; খাদ্যের অপচয়ই বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার প্রধান কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর যত খাদ্য উৎপাদিত হয়, তারও একটি বড় অংশ ভাগাড়ে যায়। জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সংস্থা ইউনেপ ২০২১ সালে ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে বছরে এক কোটি ছয় লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। ইউনেপের ওই ইনডেক্স অনুযায়ী একজন বাংলাদেশি বছরে ৬৫ কেজি খাদ্য উৎপাদন কিংবা তৈরি খাদ্য নষ্ট করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ খাদ্য অপচয় হয় বাংলাদেশে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও গত বছর বাংলাদেশে একটি গবেষণা চালায়, যাতে দেখা যায় উচ্চ আয়ের পরিবারে প্রতি মাসে মাথাপিছু ২৬ কেজি খাদ্য অপচয় হয়। কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে চাল উৎপাদিত হয় প্রায় তিন কোটি ৮৬ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয় আড়াই কোটি মেট্রিক টনের মতো। বাকিটা বীজ, পশুখাদ্যসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। আমরা বছরে যে দুই কোটি ৫২ লাখ টন চাল খাবার হিসেবে গ্রহণ করি, তার মধ্যে ৫.৫ শতাংশ অসচেতনতা ও বিলাসিতার কারণে গৃহস্থালি পর্যায়ে অপচয় হয়। যার পরিমাণ অন্তত ১৩ লাখ ৮৬ হাজার টন। এর মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি (চাল ধোয়া, রান্না ইত্যাদি) পর্যায়ে ৩ শতাংশ বা সাত লাখ ৫৬ হাজার টন এবং পরিবেশন ও প্লেট পর্যায়ে ২.৫ শতাংশ বা ছয় লাখ ৩০ হাজার টন অপচয় হয়। সরকারি হিসাবে জনপ্রতি দৈনিক চালের ভোগ ৪০৫ গ্রাম। সেই হিসাবে গৃহস্থালি পর্যায়ের অপচয় রোধ হলে প্রায় ৯৪ লাখ মানুষের সারা বছরের ভাতের চাহিদা পূরণ হতো। আর শুধু খাবার টেবিলের অপচয় রোধ হলেই ৪২ লাখ ৬২ হাজার মানুষের সারা বছরের ভাতের চাহিদা মিটত।

অ্যাকশনএইড পরিচালিত 'ঢাকাবাসী জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস ও প্রবণতা' বিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, বিয়েতে সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় হয়। এরপরই রয়েছে রেস্টুরেন্ট। সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা অনেকেই চোখের ক্ষুধা মেটাতে অতিরিক্ত খাবার প্লেটে নিই। কিন্তু খেতে পারি না। পাশে বসা ছোট বাচ্চার প্লেটেও স্তূপ করে খাবার তুলে দিই। বুফে হলে প্লেটে খাবার নিতে নিতে পিরামিড বানিয়ে ফেলি। সম্প্রতি একটি বুফেতে তাদের এক দিনের অপচয়কৃত খাদ্য পরিমাপ করে দেখা যায়, তার পরিমাণ ২৯ কেজি, যা দিয়ে খুব সহজেই ৮৫ থেকে ৯০ জন অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো যেত। অনেক সময় এই পরিমাণ আরো বেশি হয়। একটি রেস্টুরেন্টের বুফেতে যদি ২৯ কেজি অপচয় হয়, হাজার হাজার রেস্টুরেন্টে কী পরিমাণ অপচয় হচ্ছে? রাস্তার ধারের ডাস্টবিনগুলোতে প্রতিদিন বহু খাবার জমা হতে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো আবর্জনা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো অনেক মানুষের জীবন বাঁচানোর উপাদান বটে। খাদ্যদ্রব্যের অপচয়কে এখন আর অপচয়ই মনে হয় না। সমাজের মানুষের কাছে ক্রমেই তা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এমনকি আমাদের চলচ্চিত্রেও খাবারের অপচয় দেখানো হয় অতি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে। আবেগ বা অভিমানে সিনেমার পাত্র-পাত্রীরা প্লেটভর্তি খাবারসহ থালায় হাত ধুয়ে ফেলেন কিংবা থালায় খাবার রেখে উঠে যান–এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। অনেক সিনেমায় মারামারির দৃশ্য শ্যুটিং হয় কাঁচাবাজার কিংবা খাবারের দোকানে। আর সেসব দৃশ্যে দেখানো হয় বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী নষ্ট তথা অপচয় হতে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, বন্যা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে কৃষিজমি লবণাক্ত হয়ে পড়া, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গবেষণা বলছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও পানির অপ্রাপ্যতার কারণে এশিয়ার কিছু অংশে খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। গবেষকদের মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় ফসল উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমে যাবে। তাই এখনই দরকার প্রস্তুতি। সব রকমের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ছাঁটতে হবে জীবন থেকে।

হিসাবের খাতায় চাল উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রতিবছর বাংলাদেশকে গড়ে ৩০-৩৫ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি করতে হচ্ছে। এতে ব্যয় মেটাতে হচ্ছে ১০০ কোটি ডলারের বেশি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। খাবারের অপচয় মানে বৈদেশিক মুদ্রারও অপচয়। পানিসম্পদ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং পরিবেশের ক্ষতি ও হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মাধ্যমে যে দীর্ঘ পরিভ্রমণ শেষে একটি শস্যদানা খাবার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছায়, তা কি আমরা কখনো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি? এইতো সেদিন সেচের অভাবে ধানের চারা বাঁচাতে না পেরে কৃষক অভিনাথ মারানডি ও রবি মারানডি আত্মহত্যা করেছেন। অপচয়জনিত কারণে বাড়তি খাবার উৎপাদন করতে প্রতিনিয়ত বনভূমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করা হচ্ছে। এভাবে বাড়ছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শ্রীলঙ্কার শিশুরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায় বলে সম্প্রতি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংস্থাটির পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোও একই ধরনের সংকটের দিকে যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী দিনে গোটা বিশ্বেই খাদ্যসংকট প্রবল হবে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এখনই সে অবস্থা দৃশ্যমান। ইথিওপিয়া, দক্ষিণ সুদান, দক্ষিণ মাদাগাস্কার ও ইয়েমেনে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ভয়ানক রূপ নিয়েছে। সেখানে অনাহারজনিত মৃত্যুর পরিমাণ বাড়ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন, বিশ্বজুড়ে বয়ে যেতে পারে ক্ষুধার মহাস্রোত। সামনে কঠিন সময়। মন্দা আসছে। এ বছরের শেষেও আসতে পারে, আবার ২০২৩ সালের শুরুতেও আসতে পারে। মন্দা কি তস্করের বেশে ছুরি হাতে আসবে, নাকি টর্নেডো হয়ে এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যাবে, তা হয়তো এই মুহূর্তে বলা কঠিন। বৈশ্বিক মন্দা ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব এখন দৃশ্যমান।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, বন্যা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে কৃষিজমি লবণাক্ত হয়ে পড়া, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গবেষণা বলছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও পানির অপ্রাপ্যতার কারণে এশিয়ার কিছু অংশে খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। গবেষকদের মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় ফসল উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমে যাবে। তাই এখনই দরকার প্রস্তুতি। সব রকমের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ছাঁটতে হবে জীবন থেকে। সেই সঙ্গে খাদ্য অপচয় বন্ধ করতে হবে যেকোনো মূল্যে। অনেক দেশ খাদ্য অপচয় বন্ধে সোচ্চার হয়েছে। অপচয় রোধ করতে শাস্তিমূলক আইনও তৈরি করেছে। কিন্তু খাদ্য অপচয় বন্ধ করতে চাই মানবতার প্রতি সংবেদনশীলতা, মানবগোষ্ঠীর অন্য সদস্যের প্রতি দায়িত্বশীলতা। আইন করে সংবেদনশীলতা ও মনুষ্যত্বের পুঁজি বৃদ্ধি করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

দক্ষিণ অফ্রিকার ফটো সাংবাদিক কেভিন কার্টার ১৯৯৩ সালে সুদানের দুর্ভিক্ষের শিকার একটি শিশুর ছবি তুলে বিশ্বব্যাপী হৈচৈ ফেলে দেন। এই ছবির জন্য তিনি ১৯৯৪ সালে পুলিত্জার পুরস্কারও পান। ছবিটি ছিল এ রকম–অনাহারে কঙ্কালসার, মৃতপ্রায় একটি শিশু খাদ্যের সন্ধানে বের হয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে আছে, পাশেই ওত পেতে রয়েছে একটি শকুন। শকুনটি যেন নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে শিশুটি জীবিত, না মৃত। মৃত্যু নিশ্চিত হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, শিশুটিকে তার আহারে পরিণত করবে। পুরস্কার পাওয়ার তিন মাস পর ৩৩ বছর বয়সী কেভিন কার্টার বিষণ্নতায় ভুগে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে ছবির শিশুটির বিষয়ে কেভিন তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, 'প্রিয় ঈশ্বর, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি কখনোই আমার খাবার নষ্ট করব না, তা যতই বিস্বাদ হোক এবং আমার পাকস্থলী যতই পরিপূর্ণ থাকুক না কেন। আমি প্রার্থনা করি যে তিনি এই ছোট্ট শিশুটিকে রক্ষা করবেন, পথ দেখাবেন এবং তাকে তার দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবেন। আমি প্রার্থনা করি যে আমরা আমাদের চারপাশের বিশ্বের প্রতি যেন আরো সংবেদনশীল হতে পারি এবং আমাদের নিজস্ব স্বার্থপর প্রকৃতি দ্বারা আমরা যেন অন্ধ না হই।'

কেভিন কার্টারের মতো আমরাও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, কোনো অবস্থায়ই আমরা খাদ্য অপচয় করব না। খাদ্য অপচয় মানে ক্ষুধার্তের অন্ন কেড়ে নেওয়া। আর ক্ষুধার্তকে বঞ্চিত করা মানে বিবেকের কাছে, মানবতার কাছে দায়ী হওয়া। অপচয়, অপব্যয় তাই সব ধর্মেই নিরুৎসাহ করা হয়েছে। আর ইসলাম ধর্মে তো অপচয়কে অপরাধ (পাপ) বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমরা আহার করো ও পান করো। কিন্তু অপচয় করো না। অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।' (সুরা আ'রাফ : ৩১) অন্য আয়াতে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।'(সুরা বনি ইসরাঈল : ২৭) সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো শয়তান। আমরা কি নিজেদের সেই কাতারে নিয়ে যাব?

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



মিয়ানমারের ‘উস্কানি’ এবং বাংলাদেশের করণীয়

ড. দেলোয়ার হোসেন

মিয়ানমার সম্প্রতি বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে সীমান্তে দুটি মর্টার শেল নিক্ষেপ করেছে। মিয়ানমারের দিক থেকে আকাশসীমা লঙ্ঘন অবশ্য নতুন কিছু নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়; এর আগে চীন ও থাইল্যান্ডের আকাশসীমাও লঙ্ঘন করেছে মিয়ানমার। বস্তুত এসব ঘটনা দেশটির বেপরোয়া আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা জানি, দেশটিতে চলছে সামরিক শাসন। মাঝে এক ধরনের ‘সীমিত’ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা দেখেছি। তারও আগে ৫৫ বছর একটানা সামরিক শাসনে ছিল দেশটি। ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন দেশটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বরাবরই নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে থাকে।

আমরা দেখেছি, সামরিক জান্তার স্বার্থে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতা দেশটির নাগরিকরাও ইতিবাচকভাবে নেয়নি। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই প্রতিবাদী মানুষ বাইরে নেমে আসে। প্রতিবাদকারীদের হত্যা, দমন-পীড়নের পরও তাদের আন্দোলন থেমে নেই। মিয়ানমারের নানা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সেখানকার সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘুদের ওপর হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, সহিংসতা ও নিপীড়ন চালিয়েছে। রোহিঙ্গাদের ভূমি রাখাইন রাজ্যের স্থানীয় সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের জের ধরে বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে মর্টার শেল পড়ে। স্থানীয় প্রশাসন এবং ওই এলাকার বাসিন্দাদের বরাতে সংবাদমাধ্যমে এসেছে, দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সীমান্তের ওপারে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির লড়াই চলছে। দুপক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াইয়ে সীমান্তে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমানের তৎপরতাও দৃশ্যমান।

২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকটের পর থেকে কয়েকবার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে মিয়ানমার। এবারের ঘটনার আগে ২০১৮ সালে বান্দরবান জেলার আলীকদম সীমান্তে মিয়ানমারের একটি হেলিকপ্টার বাংলাদেশের অন্তত ২ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারও আগে ২০১৭ সালে বান্দরবানের থানচি ও নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে দুবার মিয়ানমারের হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল। অবশ্য প্রতিবারই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। আমরা জানি, সীমান্তের ৮ কিলোমিটারের মধ্যে সেনাবাহিনীর যে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু তা না মেনে উল্টো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বারবার ঢুকে পড়ে তারা।

এবারের ২৮ আগস্টের মর্টার শেল দুটি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তের তুমব্রু বাজার এলাকায় পড়ে। যেখানে মর্টার শেল দুটি পড়ে সেখানে অনেকেই হতাহত হতে পারত। তবে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়নি।

> **বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে তারা আমাদের উস্কানি দিতে চায়, যাতে আমরাও সামরিক দিক থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। বাংলাদেশ যদি মিয়ানমারের সঙ্গে সামরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাতে মিয়ানমারেরই লাভ। তারা এ ইস্যুটি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথ আটকে দিতে চায়। সে জন্য মিয়ানমারের সব আচরণে বাংলাদেশ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে আসছে।**

আমাদের মনে আছে, ২০১৫ সালে যখন মিয়ানমারের যুদ্ধবিমান চীনে ঢুকে পড়ে, তখন চারজন কৃষক নিহত হয়। সে ঘটনায় চীন ব্যাপক প্রতিবাদ জানায়। মিয়ানমার তাতে চীনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। থাইল্যান্ডের আকাশসীমাও কয়েকবার লঙ্ঘন করেছে মিয়ানমার। মিয়ানমারের কারেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন নামে সশস্ত্র সংগঠন থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে শক্তিশালী ঘাঁটি গাড়ে। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরেই থাইল্যান্ডে বারবার মিয়ানমার আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। থাইল্যান্ড কিংবা চীনের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক কারণে মিয়ানমারের এক ধরনের ‘ভালো’ সম্পর্ক আমরা দেখি। তারপরও আকাশসীমা লঙ্ঘনের মতো ঘটনায় তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সর্বশেষ ৩০ জুন যখন থাইল্যান্ডের আকাশসীমায় যুদ্ধবিমান মিগ-২৯ জেট ঢুকে পড়ে, তখনও থাইল্যান্ড তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং মিয়ানমার সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

মিয়ানমারের যুদ্ধবিমানের অন্য দেশে ঢুকে পড়া কিংবা অন্য দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতের কারণে ঘটছে। এবার বাংলদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন কিংবা মর্টার শেল নিক্ষেপের ঘটনাও এর বাইরে নয়। এবার আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী আগামী বছর একটি বৈধতার নির্বাচনের ছক কষছে বলে আমরা জানি। ওই নির্বাচনে রাখাইন রাজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাখাইনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই বস্তুত আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াচ্ছে মিয়ানমার সামরিক জান্তা। সীমান্ত পরিস্থিতি হয়তো কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু মিয়ানমারের ক্ষেত্রে তা যেভাবে নিয়মিতভাবে ঘটছে, সেটাই প্রমাণ করছে, দেশটির সামরিক বাহিনী কতটা বেপরোয়া। যদিও তারা ভেতরে-বাইরে উভয় দিক থেকেই চাপের মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব মিয়ানমারের সামরিক নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে; রোহিঙ্গা গণহত্যার কারণে আন্তর্জাতিক আদালত থেকে শুরু করে বিশ্ব সম্প্রদায়ের চাপে রয়েছে; গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মিয়ানমারে যে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তা এখনও চলমান। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত সংঘাত ছাড়াও সামরিক শাসনের বাইরে মিয়ানমারের যে ঐক্য সরকার গঠিত হয়েছে, সে ঐক্য সরকারও দেশের মানুষ এবং বাইরের সমর্থন নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলছে এবং সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এত চাপের মধ্যেও মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর বেপরোয়া মনোভাবের পেছনে চীন ও রাশিয়ার সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাইওয়ান সংকট এবং ইউক্রেন যুদ্ধকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে তারা আমাদের উস্কানি দিতে চায়, যাতে আমরাও সামরিক দিক থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। বাংলাদেশ যদি মিয়ানমারের সঙ্গে সামরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাতে মিয়ানমারেরই লাভ। তারা এ ইস্যুটি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথ আটকে দিতে চায়। সে জন্য মিয়ানমারের সব আচরণে বাংলাদেশ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে আসছে।

অতীতে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও দেশটি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তারপরও মিয়ানমারকে সঠিক বার্তা দেওয়া জরুরি। সেদিক থেকে আমি মনে করি, বাংলাদেশ সঠিক পথেই রয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া মিয়ানমার যখনই বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে, তখনই আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। ২৮ আগস্টে মর্টার শেল নিক্ষেপের পরদিনই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়। নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে মিয়ানমারের এসব কর্মকাণ্ড যে বন্ধুত্বের নিদর্শন নয়- সেটি দেশটির রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এ ভাষা মিয়ানমারের বোঝা উচিত। সামরিক বাহিনীর বাড়াবাড়ির কারণে শুধু মিয়ানমারের অভ্যন্তরেই নয়; তারা গোটা অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট করছে। এর পরও যদি তারা উস্কানি বন্ধ না করে; আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তি নিশ্চয় দেশটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নিয়োজিত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আস্থার সঙ্কটে সিইসি

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

সকাল দেখেই নাকি দিনের অবস্থা বোঝা যায়। ইংরেজি প্রবাদটি এ রকম- 'Morning shows the day as child shows the man'. এখন সিইসির ব্যাপারে প্রবাদটি যেন অসত্যে পরিণত হতে চলেছে। নবনিযুক্ত সিইসি হাবিবুল আউয়াল যখন দায়িত্বে অভিষিক্ত হলেন, তখন সর্বত্রই একটি সতর্ক আশাবাদ লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রথম কারণটি ছিল স্বয়ং সিইসির সাহসী ও স্পষ্ট বক্তব্য। দ্বিতীয় কারণটি ছিল সিভিল সোসাইটির সমর্থন। ইতঃপূর্বে ইভিএম সম্পর্কে স্বয়ং সিইসির মন্তব্য ছিল এরকম- 'ইভিএম ব্যবহারে অনেকেই অভ্যস্ত নয়। মেশিনের মাধ্যমে কোনো ডিজিটাল কারচুপি হয় কি না, পৃথিবীর অনেক দেশ ইভিএম বাতিল করে দিয়েছে, কেন বাতিল করল সেটিও গবেষণা করা উচিত। এ ছাড়া যদি কোনোরকম কারচুপি হয়ে থাকে তাহলে রিকাউন্টিং করা যাবে কি না তা- এর কোনো ব্যবস্থা আছে কি না তা-ও আমাদের বুঝতে হবে।'

ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধির মতো আমরা এখন দেখলাম সিইসির গলার স্বর ক্রমেই নিম্নমুখী হয়ে আসছে। কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে হাঁকডাকের পর তার আত্মসমর্পণও লক্ষ করলাম। মানুষ যে আশা করে তার দিকে তাকিয়ে ছিল তা এখন ঝাপসা হয়ে আসছে। যদিও তার কোনো কোনো সমর্থক বলছেন, 'ওস্তাদের মাইর বেইন্না রাইতে'। অবশ্য শেষ খেলা দেখার জন্য অনেকেই উন্মুখ হয়ে থাকবেন। তবে ইতোমধ্যে হাবিবুল আউয়ালের ব্যক্তিত্বের, সুনামের ও কর্মধারার যে অবক্ষয় ঘটেছে তা ফিরে পাওয়া কঠিন। সর্বশেষ, নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো যে কাজটি তিনি করলেন তা হলো- ইভিএম নিয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত। বুদ্ধিমানরা বলে, 'ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না'। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, ইভিএম সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি আকস্মিক, আরোপিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এতগুলো শব্দের দায় এককভাবে সিইসির ওপর বর্তালে অন্যায় করা হবে- তা আমরা বুঝি। মনে হচ্ছে দশচক্রে ভগবান ভূতের মতো কিছু ঘটেছে।

আমরা লক্ষ করছি, সিইসিতে এমন সব সদস্যরাও আছেন, যারা আওয়ামী লীগের চেয়েও বড় আওয়ামী লীগার। রাখঢাক, ভদ্রতা, সৌজন্য ও সভ্যতা অতিক্রম করে একজন ইভিএমের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে এই ব্যক্তি বিব্রতকর ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে সিইসি বলেছিলেন, তার মতিবিভ্রম ঘটেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তিনি জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছেন। তিনি গত পরশু বলেছেন, ইভিএম জালিয়াতি প্রমাণ করতে পারলে ইভিএমে ভোট হবে না। অথচ গত সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সর্বোচ্চ ১৫০ আসনে ইভিএমে ভোট গ্রহণ করা হবে। বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের মতামত উপেক্ষা করে ইসি এই সিদ্ধান্ত নেয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাজনৈতিক বিতর্ক নিরসন না করে বড় পরিসরে ইভিএমে নির্বাচন করার এই সিদ্ধান্ত ইসি ও বিশেষত সিইসিকে আস্থার সঙ্কটে নিক্ষেপ করেছে। নির্বাচন ঘিরে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ আরো বাড়বে। রাজনীতির খোঁজখবর রাখেন এমন প্রবীণ লোকরা বলছেন, প্রকারান্তরে ইসি এখন ক্ষমতাসীনদের নির্বাচন উতরে যাওয়ার বাহনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের যখন এক বছরের বেশি সময় বাকি রয়েছে, তখন এত আগে নেয়া সিদ্ধান্ত সন্দেহের মাত্রা ও আধিক্য বাড়িয়েছে মাত্র।

প্রাথমিকভাবে ইসি জানিয়েছিল, তাদের হাতে যে ইভিএম আছে তা দিয়ে বড়জোর ৭০-৭৫টি আসনে ভোট নেয়া যাবে। এর চেয়ে বেশি আসনে ভোট করতে হলে ইভিএম কিনতে হবে। কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, সব নির্বাচনই ইভিএমে হবে- তখন ইসিতে নড়চড় শুরু হয় এবং অবশেষে সরকারকে আগেভাগেই আশ্বস্ত করার মানসে এত দ্রুত, এত আগে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হলো। এ দেশে নির্বাচন সংস্কৃতি ও নির্বাচন কারসাজিতে সবচেয়ে অভিজ্ঞ দল আওয়ামী লীগ। তাদের হাতে কোনো নির্বাচনই নিরপেক্ষ এমনকি ন্যূনতম মানসম্পন্ন হয়নি। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর বিপুল জনপ্রিয়তা ও আওয়ামী লীগের জয়জয় রব সত্ত্বেও তারা দুই-চারটি আসন বিরোধীদের দিতে অস্বীকার করে। সেখানে তারা প্রার্থী হাইজ্যাক থেকে হেলিকপ্টারে ব্যালটপেপার রাজধানীতে আনাসহ সব অপকর্মই করে। নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন করে। আবার যখন দেখেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে তারা কোনোদিনই জনগণের ভোটে ক্ষমতায় যেতে পারবে না, তখনই তারা আবার ডিগবাজি খেয়েছে। ২০১৪ সালে তারা নির্বাচন নির্বাসনে দিয়েছিল। ২০১৮ সালে তারা পুলিশি ব্যবস্থায় নিশীথ নির্বাচন করেছিল।



সবারই দৃষ্টি, সবারই চিন্তা ২০২৩ সালে তারা কী করবে? ইতোমধ্যে ঘটের বুদ্ধি অনেক খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং চাই নতুন ফন্দি। এই নতুন ফন্দির প্রধান কুশলী হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ইভিএমের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে প্রায় পুরো দেশের মানুষ বলেছে- ইভিএম চাই না। কিন্তু মসনদ হারানোর ভয়ে তটস্থ তারা। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, এই নির্বাচন কমিশনের কাজই হলো আওয়ামী লীগের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। কোন দল কী চাইল, জনগণ কী চাইল তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা যে আওয়ামী লীগের আজ্ঞাবহ, ইভিএম সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটেছে। অপর দিকে, এককালের রাজকীয় বিরোধী দল বলে কথিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়- ইসি নিরপক্ষেভাবে চিন্তা করছে না। সরকারবিরোধীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের মহাজোটের অংশীদার ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদও ইভিএমের ব্যবহার নিয়ে সন্দিহান। তারা মনে করে, ইভিএম নিয়ে সংশয় ও সন্দেহ দূর করেই তা ব্যবহার করা উচিত। ইসির সংলাপে ওয়ার্কার্স পার্টি বলেছিল, ইভিএম নিয়ে জনমনে অনাস্থা ও সংশয় আছে। ইভিএম হ্যাক করা যায় না বলে ইসি যে দাবি করছে তা প্রমাণিত নয়। ইভিএম হ্যাক করে ভোটের ফলাফল পাল্টে দেয়া সম্ভব। এটি ভারতের দিল্লি অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে একজন এমএলএ করে দেখিয়েছেন। ওয়ার্কার্স পার্টি ইভিএমে ভোটের ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রাইেল (ভিভিপিএটি) যুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, কিছু বিষয়ে সমাধান করলে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক দূর হবে। কিন্তু সিইসি কোনোরকম সংশোধন ও সংস্কার কার্যক্রমের অপেক্ষা না করেই অর্ধেক নির্বাচন ইভিএমে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাসদ ইভিএমকে কারিগরি ত্রুটিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করার পাশাপাশি ব্যালটেও ভোট নেয়ার প্রস্তাব করে। স্মরণ করা যেতে পারে, গত ফেব্রুয়ারীতে এই নির্বাচন কমিশন শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে সংলাপের আয়োজন করেছিল। এই ধারার প্রতিটি সংলাপে ইভিএম ব্যবহার না করার পরামর্শ এসেছে। আর যদি তা করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক মতৈক্যের মাধ্যমেই করা উচিত- এরকম মত দেয়া হয়। নির্বাচন নিয়ে বরাবর কাজ করছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, এমনিতেই নির্বাচন নিয়ে অনেক সমস্যা। বেশির ভাগ দল ইভিএমের বিপক্ষে। ক্ষমতাসীনরাসহ মাত্র কয়েকটি দল পক্ষে। এমতাবস্থায় কোন যুক্তিতে কোন উদ্দেশ্যে ইসি ইভিএমে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি আরো বলেন, এ সিদ্ধান্ত ইসির প্রতি আস্থাহীনতা আরো প্রকট করবে। এতে দেশে আরেকটি ব্যর্থ নির্বাচনের দিকে ধাবিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকেই ১৫০ বা অর্ধেক আসনে ইভিএম নির্বাচনের উদ্দেশ্য-বিধেয় নিয়ে নানা মন্তব্য করছেন। ক্ষমতাসীনরা কিভাবে কী কারণে ১৫০-এ রাজি হলো এর পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন একজন কলামিস্ট। সবাই জানি, সবাই বুঝি যে, আওয়ামী লীগ সবসময়ই যেকোনো বিষয়ে খানিকটা কুশলী, অনেকটা দূরদর্শী। গ্রামের লোকেরা যখন কূট কিছু দেখে তখন বলে, রাজনীতির মধ্যে পলিটিক্স ঢুকে গেছে। আর লেখাপড়া জানা লোকেরা 'পলিটিক্সকে' বলে পলিট্রিক্স। অর্থাৎ বহুমুখী কারসাজি। আওয়ামী লীগ মূলত ৩০০ আসনেই ইভিএম দাবি করেছিল। আর তাদের জোটসঙ্গী তরিকত ফেডারেশনকে দিয়ে দাবি করিয়েছিল ১৫০টি আসনে ইভিএমে ভোট। এখন যখন ইসি ১৫০ আসনে ইভিএম প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তখন কুশলী লোকেরা বলবে- ইসি তো আওয়ামী লীগের দাবিকে অর্ধেকে নামিয়ে দিয়েছে। এটি অবশ্যই ইসির কৃতিত্ব। আসল কৃতিত্ব পলিটিক্সের।

আপনাদের মনে আছে কি না, ইতঃপূর্বে বহু সুনামের অধিকারী সিইসি হুদার নাম প্রস্তাব করেছিল এই তরিকত ফেডারেশন। যখন তার নাম চূড়ান্ত করা হয় তখন তো কেউ বলতে পারেনি, এটি সরকারি দলের প্রার্থী। একেই বলে 'পলিট্রিক্স'। যাই হোক, এই ১৫০ সংখ্যা নিয়ে পরিসংখ্যানবিদদের বিদ্যাবুদ্ধির কসরত চলছে। অতি আওয়ামী আশাবাদীরা আশা করছেন, ১৫০ ইভিএম আসনের ১৫০টিতেই আওয়ামী লীগ জিতবে বা জেতানো হবে। তার কারণ সরকার গঠনের জন্য ১৫১ আসন দরকার। সন্দেহবাদীরা বলছেন, যদি দৈব দুর্ঘটনাক্রমে ইভিএমের কোনোটিতে আওয়ামী লীগ হেরে যায় তাহলে অভাগা দেশের হবে কী? তবে তারা নিশ্চিত যে, তাদের তাঁবেদাররা যে আসন পাবে- তাতে তাদের সরকার গঠন কঠিন হবে না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি গিয়েও আওয়ামী লীগ আ স ম রবের জাসদসহ তথাকথিত জাতীয় সরকার গঠন করেছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও জাসদের ইনুর দু'আনি, চার আনি যোগ করে ষোলকলা পূর্ণ করেছিল। এভাবে রাজনৈতিক বিরোধীদের 'স্টিক অ্যান্ড ক্যারট' বা 'লাঠি অথবা মুলা'র ভয় দেখিয়ে নিঃশেষ করার কৌশল নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক ছলা-বলা-কলাকৌশলে তাদের জুড়ি নেই। নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের মাহাত্ম্য নিয়ে আরো কথা আছে। আগের ভুয়া নির্বাচনগুলোতে বিরোধী দলের প্রার্থী, নেতা, অ্যাজেন্ট ও কর্মীদের পিটিয়ে, গুলি করে, ঘরে আটকে রেখে ও ভুয়া মামলা দিয়ে অথবা প্রকাশ্য ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দিয়ে নির্বাচন করতে হয়েছে। এবার ইভিএমের ভোজবাজিতে তা আর কিছুই করতে হবে না। উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট। অর্থাৎ গণমাধ্যমে দেখানো হবে নির্বাচন কত সুষ্ঠু ও সুন্দর হচ্ছে। বিদেশী পর্যবেক্ষণকারীরাও বাইরে দেখতে পাবেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। সুতরাং ইভিএম কারসাজি হচ্ছে গত দেড় দশকের সেরা বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সাথে সংযুক্ত হয়েছে ইসি এবং সিইসির ভীতি ও লোভের আনুগত্য।

সহজেই বোঝা যায়, নির্বাচন কমিশনের লোকেরা যে পর্যায়ে যে প্রক্রিয়ায় মনোনীত হয়েছেন তাতে সরকারি আনুকূল্য রয়েছে। অনেকে বর্তমান সিইসিকে আওয়ামী লীগের দেড় দশকের একজন বড় সুবিধাভোগী বলে চিহ্নিত করতে চান। তবে সিইসি মনোনীত হওয়ার প্রাক্কালে তার সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও সাহসের প্রশংসা করেছিলেন কেউ কেউ। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী তাদের একজন। ইতোমধ্যে হতাশ হয়ে ডা: জাফরুল্লাহ বলেছেন, যদি না পারেন পদত্যাগ করবেন। দেশের মানুষ আশাবাদী। আশায় আশায় বসতি তাদের। দেশের মানুষ আশা করে, সিইসি সব ভয়ভীতি, লোভ-লালসা ও অন্যায়-অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন। আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় আকুল থাকতে চাই। 'সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য'।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি কী হতে পারে

ড. মো. সহিদুজ্জামান

সম্প্রতি মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে মানুষের চলাচল, বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মশার বিস্তার বাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। মশাবাহিত রোগগুলোর মধ্যে বর্তমানে ডেঙ্গু রোগী মারা যাচ্ছে। প্রতিদিনই বাড়ছে এই রোগীর সংখ্যা, বাড়ছে সংক্রমণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ডেঙ্গু এখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর মশাবাহিত ভাইরাস রোগ হিসেবে বিবেচিত। বিগত ৫০ বছরে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে এটি সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বলা চলে, ডেঙ্গু বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষ সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে, আক্রান্ত হয় ১০০ মিলিয়নেরও বেশি এবং মারা যায় প্রায় ২৫ হাজার জন। বৈশ্বিক এই পরিস্থিতিতে মশাবাহিত রোগের বিস্তার রোধে নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করছে ওয়ার্ল্ড মসকিউটো প্রগ্রাম। ওয়ার্ল্ড মসকিউটো প্রগ্রাম হলো অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন কম্পানিগুলোর একটি অলাভজনক গ্রুপ, যা বিশ্বসম্প্রদায়কে ডেঙ্গু, জিকা, হলুদ জ্বর ও চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ থেকে রক্ষা করতে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা যৌথভাবে কাজ করছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মশা পরিবেশের একটি উপাদান। মশা নির্মূল করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ঠিকও নয়। আবার মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল ও সমন্বিত পদ্ধতি। তাই মশা নিধন নয়, বরং মশা দিয়ে মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ একটি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। ওয়ার্ল্ড মসকিউটো প্রগ্রাম এমনই একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সফলভাবে মশাবাহিত রোগ যেমন–ডেঙ্গু, জিকা, হলুদ জ্বর ও চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণে সফলতা পেয়েছে।

এডিস ইজিপ্টি মশা হলো ডেঙ্গু, জিকা, চিকুনগুনিয়া ও হলুদ জ্বরের ভাইরাসের প্রধান বাহক। এডিস ইজিপ্টি মশা প্রাকৃতিকভাবে ওলবাচিয়া নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বহন করে। শুধু মশা নয়, যা প্রাকৃতিকভাবে ফলের মাছি, মথ, ড্রাগনফ্লাই, প্রজাপতিসহ প্রায় ৬০ শতাংশ কীটপতঙ্গের প্রজাতিতে দেখা যায়। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষ, পশুপাখি এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না, বরং মশার দেহে ব্যাকটেরিয়াটির উপস্থিতি ডেঙ্গু, জিকা, হলুদ জ্বর ও চিকুনগুনিয়ার জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। ফলে ওই ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত মশা এসব জীবাণু ছড়াতে পারে না। ওলবাচিয়া ব্যাকটেরিয়া মশার সংখ্যা দমনসহ বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু ওলবাচিয়ায় আক্রান্ত পুরুষ মশা ব্যবহার করে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই পুরুষ মশা যখন ওলবাচিয়ায় আক্রান্ত নয় এমন স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তারা প্রজনন করতে অক্ষম হয়। ফলে মশার বংশবৃদ্ধি কমে যায় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

মশা ও মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া নিয়ে প্রতিবছরই একটি নির্দিষ্ট সময়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। এখন সারা বছর থাকে এ আতঙ্ক। কারণ শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় মৌসুমে এডিস মশা সক্রিয় থাকে, তবে বর্ষার সময় এদের বেশি দেখা যায়। তাই বছরজুড়ে নেওয়া হচ্ছে নানা কর্মসূচি। এসব কর্মসূচিতে ব্যয় করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এভাবে মশা নিধনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও কার্যত কতটুকু সাফল্য মিলছে, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। এ ছাড়া মশা নিয়ন্ত্রণ যেহেতু একটি সমন্বিত পদ্ধতি, যেখানে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার প্রয়োজন হলেও আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই তা দেখা যায় না। বিশেষ করে মশা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে তারা একে অপরের ওপর দোষ চাপিয়ে সময় পার করে দেয়।

বাংলাদেশ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করলেও তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না, বরং পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। জনবহুল এ দেশে অব্যবস্থাপনা ও অসচেতনতা ডেঙ্গু পরিস্থিতিকে দিন দিন জটিল করে ফেলছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ২০ হাজারের অধিক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিল। এ বছর এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ওয়ার্ল্ড মসকিউটো প্রগ্রামের মতো অধিক কার্যকর, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইটোলজি বিভাগে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে মশার শরীরে ওলবাচিয়া ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণে কাজ চলছে। ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেলে তা পরবর্তী সময়ে এডিস ইজিপ্টি মশার শরীরে প্রবেশের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণাগারে ওলবাচিয়া ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত মশার প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা হবে। এসব মশা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এলাকায় ছেড়ে দিলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই এলাকায় ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।

মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিধন একটি টেকনিক্যাল ও বিজ্ঞানসম্মত বিষয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মশা ও অন্য ভেক্টর বা বাহক নিয়ন্ত্রণের জন্য একক ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা অনুসন্ধান, নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে মশা ও মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমাদেরও সে রকম প্রতিষ্ঠান তৈরি করা দরকার, যারা স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জবাবদিহির সঙ্গে কাজ করে মশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। টেকসই প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, ব্যবহৃত মশার ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রেখে ক্ষমতায়িত করতে পারলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে হয়তো ভালো ফল মিলবে। দেশের প্রতিটি জেলায় ও উপজেলায় থাকবে এর শাখা-প্রশাখা, যারা সারা বছর ধরে এক ছাতার নিচে কাজ করবে।

লেখক: গবেষক ও অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

এতটা কঠিন সময়ে বিএনপি কখনো পড়েনি

(১২ পাতার পর)

অথবা নেতাদের কেউ কেউ ভিন্ন দল বা দেশের হয়ে বিএনপির ভেতর থেকেই খেলছেন। কারণ, বিএনপির অনেকের বিরুদ্ধেই সরকারি দলের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ করেন দলটির কর্মীরা। মাঠের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, এ অংশ সরকারের হয়েই বিএনপির নামে খেলছেন। তাঁদের নতুন মিশন হচ্ছে আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে নিয়ে আসা। বাজারে ১০০ আসনের একটি কথা প্রচলিত আছে এখন। বলাবলি হচ্ছে, বিএনপি আওয়ামী লীগের অধীনই ২০১৮ সালের মতো নির্বাচনে গেলে নির্বাচনে ১০০ আসনে জয় পাবে এবং খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হবে। এ ফাঁদে ফেলে বিএনপিকে আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে বিরত রাখা বা ফিরিয়ে আনাই এ অংশের কাজ বলে অভিযোগ করছেন অনেক কর্মী। বিনিময়ে তাঁরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নিশ্চয়তা পেয়েছেন আওয়ামী লীগের কাছ থেকে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, দলের বাইরে ও ভেতরে নানা দিক থেকেই বিএনপিকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এসব সমস্যা কাটিয়েই বিএনপিকে সামনে আগাতে হবে এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ নির্বাচনে কোনোভাবে পা হড়কালে বিএনপির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। ২০১৮ সালের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদে গেলে বিএনপি আবারও হাসির পাত্রে পরিণত হবে। অথবা বিএনপি নির্বাচনে গেল না, কিন্তু আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের মতো নির্বাচন করে ফেলল। এ ক্ষেত্রেও বিএনপি বিপাকে পড়বে। কারণ, দেশের অনেকেই এই গুমোট রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন চান। আরও চান এই পরিবর্তনে বড় দল হিসেবে বিএনপি নেতৃত্ব দিক। কিন্তু বিএনপির অনেকেরই অনুযোগ হচ্ছে, দেশের মানুষ মাঠে নামে না কেন। এর জবাব হচ্ছে, দেশের জনসাধারণ তো পথে নেমে বিএনপির হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবে না। বড় দল হিসেবে বিএনপিকেই বরং জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে হবে। যদি সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে না পারে, তবে বিএনপির নেতৃত্বের গুণাগুণ প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেধা নিয়ে জনমনে সংশয় দেখা দেবে। বিএনপির থেকে জনসাধারণ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। মনে রাখতে হবে, স্থান কখনো শূন্য থাকে না। নতুন কেউ জনগণকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। দেশের মানুষ তো আর অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারে না।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সেপ্টেম্বর ২০২২ এর ভিসা বুলেটিনঃ

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিতা পুত্র-কন্যাঃ ডিসেম্বর ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অবিবাহিত পুত্র কন্যা ও শিশু সন্তানেরা।

এঃ (এফ-২-এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তানেরাঃ চলতি।

বিঃ (এফ ২-বি) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদোর্ধ)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউসে সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র কন্যাঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

ব্রুকলীন থেকে এজাজ আহমেদের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আর আমার স্ত্রী একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। আমার স্ত্রী তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছেন।

এদিকে আমর স্ত্রীকে দেখার জন্য তার মা ভিজিট ভিসায় এখানে বেড়াতে এসেছেন। তিনি এখানে অবস্থানের জন্য ৬ মাসের ভিসা পেয়েছেন। ৬ মাস এখানে অবস্থানের পর তার বাংলাদেশে ফিরে যাবার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছা তার মাকে এখানে রাখার। কারণ আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। সে কারণে তার মা এখানে থাকলে তার অনেক সুবিধা হয়। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমিতো একজন ইউএস সিটিজেন সেকারণে আমি কি আমার শাশুড়ি মায়ের জন্য আবেদন করতে পারি কিনা? তার এখানে অবস্থানের মেয়াদ ৬ মাস শেষ হয়ে গেলে তিনি কোন স্ট্যাটাস নিয়ে এখানে থাকতে পারবেন কিনা? তার এখনকার অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর আবার নতুন করে অবস্থানের মেয়াদ বাড়াবার জন্য আবেদন করা যাবে কিনা? তিনি যদি স্ট্যাটাস-হীনভাবে এখানে অবস্থান করেন তবে তার জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কোন ধারণা নেই বলে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

এজাজ আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে কোন ক্যাটাগরিতে কাদের জন্য আবেদন করা যায়। একজন গ্রিনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিতদের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস, ২) অবিবাহিত সন্তান। গ্রিনকার্ডধারী অবিবাহিত সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটাগরি আছেঃ

ক) ২১ নিম্ন এবং খ) ২১ উর্ধ বয়সের।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২এ এবং ২১ উদর্ধ বয়সের সান্তানেরা ২ বি ক্যঅগারিতে। আবার একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নে উল্লেখিতদের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস, ২) বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তন, ৩) মা-বাবা এবং ৪) ভাই বোন।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, অনুর্ধ ২১ বছরের অবিবাহিত সন্তান এবং মা-বাবা সাক্ষাত



আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনার স্ত্রী একজন গ্রিনকার্ডধারী সেকারণে তিনি তার স্পাউস, অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ইউএস সিটিজেনের মত তিনি তার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারবেন না। এ কারণে আপনার স্ত্রী তার মায়ের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না। তাকে অপেক্ষা করতে হবে তার সিটিজেনশীপ পাওয়া পর্যন্ত।

ভিজিটরদের জন্যে সাধারণত এয়ারপোর্ট থেকে ৬ মাসের আই-৯৪ ইস্যু হয়ে থাকে। আর এই ৬ মাসের ভিসা আরো একবার বাড়াবার জন্য অনুরোধ করা যায়। আর স্ট্যাটাস-হীনভাবে এখানে অবস্থানের জন্য নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলতে পারেন।

কুইন্স থেকে শাহেদা খামনের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রীনকার্ডধারী। এই গ্রিনকার্ড আমি আমার স্বামীর করা আবেদনের ভিত্তিতে পেয়েছি। আমার স্বামী ইউএস এর সিটিজেন। আমি যে গ্রীনকার্ড পেয়েছিলাম সেই গ্রীনকার্ড ছিলো দুই বছর মেয়াদের জন্যে। কিন্তু আমার গ্রীনকার্ডের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেছে। আমরা আসলে বাইরে গিয়েছিলাম কিন্তু এখানে ফিরে আসার পরে জানতে পারলাম যে আমাদের গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ।

আমাকে নাকি আবার এর জন্য আবেদন করতে হবে। কিন্তু কেন আমাকের আবার করে এই গ্রীনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে হবে। কতদিন সময় লাগতে পারে?

শাহেদা খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

বিয়ের ভিত্তিতে গ্রীনকার্ড পেলে তবে দুই বছরের জন্য কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড ইস্যু হয়। এই কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার ৯০ দিন আগে কন্ডিশন রিমুভের জন্যে আই-৭৫১ ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হয়। সেই সাথে দুই বছর থেকে যে আপনারা একত্রে বসবাস করছেন তার প্রমাণ, বাচ্চা থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট, ট্যাক্স রিটার্ন, যৌথ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং পরিবারের ছবি সংযোগ করে দেবেন।

আপনার কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইমিগ্রেশনে রিমুভালের আবেদন আই-৭৫১ পৌছাতে হবে। ঠিক সময়ে ফাইল না করলে সেই অপারগতার সঠিক যুক্তি দেখাতে পারলে তবে ইমিগ্রেশন এটা গ্রহণ করতে পারে। নতুন করে গ্রীনকার্ড পাবার পরে আপনার সিটিজেনশীপের পিরিয়ড হিসেবে করা হবে। আপনার প্রথম গ্রীনকার্ড পাবার তারিখ থেকে নয়। যদিও সিটিজেনের স্পাউস হিসেবে গ্রীনকার্ড পাবার তিন বছর পর সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করা যায়।

আপনি যে জরুরী কারণে বাইরে ছিলেন সেই প্রমানপত্র অবশ্যই আবেদনের সাথে সংযোগ করে দেবেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে তার পরামর্শ নিতে পারেন। তিনি আপনার সাথে আলোচনা করে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশের কিংবদন্তি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি (অব:)

১.
চলতি বছরের পয়লা সেপ্টেম্বর ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের কালজয়ী সিপাহসালার মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, মহানায়ক বঙ্গবীর জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞ জাতি প্রায় ভুলতে বসেছি মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের এ মহানায়ককে। এ কারণেই হয়তো Rudyard Kipling লিখেছিলেন-
"God and soldier all men adore,
In times of danger and not before.
When danger is over and things are righted,
God is forgotten and poor soldier is slighted."

২.
জেনারেল ওসমানীর ৬৬ বছরের (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪) জীবন ছিল এক মহাসাগরের মতো, যার ওপর দিনের পর দিন আলোচনা বা লেখালেখি করলেও শেষ করা যাবে না।

৩.
সামরিক বাহিনীতে অনেকেই জেনারেল হন বা করা হয় বটে, কিন্তু মিলিটারি লিডার হতে পারেন না; যাদের মধ্যে অনেকেই কেবল শোভাবর্ধন বা নিজস্ব স্বার্থ হাসিল ছাড়া দেশ-জাতি তো দূরের কথা, নিজস্ব বাহিনীরও কোনো কাজে আসেন না। নিজস্ব বাহিনীর জেনারেলরা যদি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ বাহিনীর জেনারেলের তুলনায় বাস্তববাদী জাতীয়তাবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক, প্র্যাগম্যাটিক, প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী, কৌশলী, তেজস্বী, যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনায় সুদক্ষ সমরবিদ, শত্রুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন এবং সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তা ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রচন্ড আস্থাশীল না হন, তাহলে সেসব জেনারেল শুধু সামরিক বাহিনীর শোভাবর্ধনের কাজেই আসবেন। ক্রান্তিলগ্নে বা আপৎকালীন সময়ে তাদের দিয়ে দেশের কোনো উপকার হবে না এবং দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ওপর নির্ভরও করা যাবে না। কেননা, যেকোনো দেশের সামরিক বাহিনীতে জেনারেলরাই নীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও যুদ্ধ পরিচালনা করে থাকেন। এমন সফল জেনারেল যুগে যুগে, দেশে দেশে ও বিভিন্ন জাতিতে অনেক ছিলেন বলেই সেসব দেশ ও জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। যেমন- খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুহাম্মদ বিন কাসেম, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন্ বখ-তিয়ার খিলজী, নেপোলিয়ান বোন-াপার্ট, জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, বৈরাম খাঁ, মানসিংহ, জেনারেল আইসেনহাওয়ার, ফিল্ড মার্শাল আরভিন রোমেল, জেনারেল হ্যান্স গুদেরিয়ান, জেনারেল দ্য গল, ফিল্ড মার্শাল উইলিয়াম জোসেফ স্লিম, ইরানি জেনারেল কাসেম সুলেইমানি প্রমুখ। আমরাও গর্ব করে বলতে পারি, আমাদেরও এমন একজন জেনারেল আছেন যিনি বাংলাদেশ ও বিশ্বের যুদ্ধেতিহাসকে আলোকিত করেছেন এবং নিজ দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, তিনি হলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।



৪.
একটি পরাধীন দেশকে স্বাধীন দেশে পরিণত করতে হলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করার জন্য উঁচুমানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে দখলদার আগ্রাসী বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় সামরিক বাহিনী ও এর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ও দুর্ধর্ষ সামরিক নেতার। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করার জন্য আমাদের ছিলেন কিংবদন্তির মহানায়ক, অসাধারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতা সিংহপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; আর সামরিক নেতৃত্বের জন্য ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কিংবদন্তি ক্ষণজন্মা পুরুষ জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী, যিনি তার অস-াধারণ মেধা, যোগ্যতা, নিখাদ দেশপ্রেম, দূরদর্শিতা, বাস্তবসম্মত কার্যকর সমরকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বহুগুণে বেশি শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করে দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলাফলকে অনুকূলে নিয়ে আসেন, যা কল্পনাকেও হার মানায়।

৫.
বিশ্বের ইতিহাসে বিরল সম্মান, গৌরব ও ঐতিহ্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, প্রথম সেনাপ্রধান, প্রথম জেনারেল, বিশ্বের তিন-তিনটি বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও তিনটি দেশের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অবসরকালীন সময়ে দেশের ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতাযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী। তিনিই একমাত্র সামরিক অফিসার যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ১৯৬৭ সালে অবসর গ্রহণ করার চার বছর এক মাস ২৪ দিন পর পুনরায় সামরিক পোশাক পরিধান করে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন। দেশ ও পৃথিবীর ইতিহাসে সমৃদ্ধিশালী ও অত্যধিক সম্মানজনক বিরল এ অবস্থানের অধিকারী হলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।

৬.
সামরিক পোশাক ছাড়ার প্রায় চার বছর পর জেনারেল ওসমানী মাতৃভূমির এ চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে পুনরায় তা পরিধান করে বাংলাদেশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, যা বিশ্বে এক বিরল উদাহরণ। একবার চিন্তা করে দেখুন তো, সে সময়ে যদি ওসমানীর মতো কালজয়ী তীক্ষ্ণ মেধাবী, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, দক্ষ, বিচক্ষণ, তিনটি যুদ্ধের বিরল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, চতুর্মুখী গুণাবলির অধিকারী সর্বজনগ্রাহ্য সিনিয়র সামরিক নেতা দৃশ্যপটে না আসতেন তাহলে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এ যুদ্ধের কী শোচনীয় অবস্থাই না হতো! জেনারেল ওসমানী তার বলিষ্ঠ, সুদক্ষ নেতৃত্বে ও যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করে মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করে দিকনির্দেশনা, অনুপ্রেরণা এবং পরিচালনার মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করে বহু প্রত্যাশিত নতুন একটি দেশ, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় রেখেছেন অনন্য অবদান।

৭.
ইতিহাস সৃষ্টিকারী দূরদর্শী চিন্তাচেতনার অধিকারী অসাধারণ প্রতিভাবান কালজয়ী পুরুষ ওসমানীদের বারবার জন্ম হয় না। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ধূমকেতুর মতো এদের আবির্ভাব হয়। জাতির মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে তারা এ বীরপুরুষকে সম্মান করে। আর তা না হলে কালচক্রে এরা হারিয়ে যান। চিরকুমার জেনারেল ওসমানী তার সারাটি জীবন কাটিয়েছেন এ দেশের মাটি ও মানুষের মুক্তির জন্য, উন্নতির জন্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। উৎসর্গ করেছেন তার জীবন-যৌবন, সহায়-সম্পত্তিসহ সব কিছু। অবহেলিত বাঙালি মুসলমানদের ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য তিনি সব প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং এর সফলতাও অর্জন করেছেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার পথকে উন্মুক্ত করে এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর একে একে এ রেজিমেন্ট সমৃদ্ধ হতে থাকে, যা স্বাধীনতাযুদ্ধে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি কখনো পিছু হটেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে যতদিন টিকে থাকবে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী বেঁচে থাকবেন, স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে এ দেশের মাটি ও মানুষের মনের মণিকোঠায় মুক্তির সুউজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে।

লেখক: সামরিক ইতিহাসবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ব্যাচেলেটের সফর ও প্রাসঙ্গিক কথা

ডা. জাহেদ উর রহমান

আমাদের গৌরবময় ইতিহাস

হামিদ মীর

২০২২ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহ। আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ শহর অক্সফোর্ডে পৌঁছি। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমাকে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওই বিতর্ক অনুষ্ঠানের এক দিন আগে আমাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লাভাটনিক স্কুল অব গভর্নমেন্টে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সাউথ এশিয়া সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ওই অনুষ্ঠানে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দক্ষিণ এশিয়ায় মিডিয়ার স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন'। বক্তৃতা শেষ হলে বহু ভারতি, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী আমাকে ঘিরে ধরে। তাদের বেশির ভাগই পাবলিক পলিসি নিয়ে পড়ছেন। তারা দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় উগ্রতাসহ রাজনৈতিক বিদ্বেষের বাড়াবাড়ি নিয়েও চিন্তিত।

ওই বক্তৃতা অনুষ্ঠানে নতুন দিল্লির এক হিন্দু ছাত্রী ও শ্রীনগরের এক মুসলমান ছাত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই দু'জন যখন অক্সফোর্ডে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন ভারতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিজেপির দুই নেতার নবী মোহাম্মদ সা:-এর প্রতি ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। পরের দিন অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বিতর্ক অনুষ্ঠান ছিল, যার শিরোনাম ছিল 'ব্রিটিশ রাজ এখনো শেষ হয়নি'। আমি শিরোনামের পক্ষে বক্তৃতা করি। আমি বলি, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে আজো এমন অনেক ঔপনিবেশিক আইন বিদ্যমান আছে, যা আমাদের ব্রিটিশ রাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. থিয়াগা রাজন আমার অবস্থানকে খন্ডন করেন। কিন্তু যখন অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রথামাফিক হলে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেয়া হলো, তখন বেশির ভাগই আমার অবস্থানকে সঠিক বলে অভিহিত করেন। বিতর্ক অনুষ্ঠান শেষ হলো। আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের ঐতিহাসিক হল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে ঘিরে ধরে। কেউ সেলফি তুলল, কেউ প্রশংসা করল।

এক ছাত্রী বেশ বিশুদ্ধ ইংরেজিতে আমাকে বলল, স্যার, এখানে অক্সফোর্ডে আমরা না ভারতি, না পাকিস্তানি, না হিন্দু, না মুসলমান। আমাদের পরিচয় শুধুই শিক্ষার্থী। কিন্তু আমরা যখন আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবো, তখন নিজেদের ভুল ইতিহাসের কয়েদি হয়ে যাবো এবং একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অগ্নিবর্ষণ করব। ওই ছাত্রী আমাকে বলল, ভারত ও পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের ভুল ও অসম্পূর্ণ ইতিহাস পড়ানো হয়। এ ভুল ইতিহাস আমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। আপনি এই ভুল ইতিহাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। সেখানে উপস্থিত সব ভারতীয় ও পাকিস্তানি ছাত্র-ছাত্রী তাদের সঙ্গীর অবস্থানকে সমর্থন করে। এটি আমার জন্য এক মনোরম বিস্ময় ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার নতুন জেনারেশন বানোয়াট সংবাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে বানোয়াট ইতিহাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল।

এ লেখাটি বানোয়াট ইতিহাসের বিপক্ষে ভুল নিরসনের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভারত ও পাকিস্তানে কয়েকজন ইতিহাসবিদ ইতিহাসের সম্ভ্রমহানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু তাদের আওয়াজ মিডিয়াতে খুব কমই শোনা যায়। দুঃখ হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ায় যারা একে অপরের সাথে ধর্ম, গোত্র, ভাষা ও রাজনীতির ভিত্তিতে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের কয়েক হাজার বা কয়েক শত বছরের পুরনো ইতিহাস তো দূরের কথা, মাত্র কয়েক বছরের পুরনো ইতিহাস সম্পর্কেও জানাশোনা নেই। আসুন সর্বপ্রথম এটি জানার চেষ্টা করি যে, উপমহাদেশে ইসলাম কিভাবে এসেছে। এ প্রশ্ন এ জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে ভারতে হিন্দু উগ্রপন্থীরা এটা দাবি করছে যে, উপমহাদেশে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা শিহাবুদ্দীন ঘুরী, মাহমুদ গজনবী ও মোগল বাদশাহদের ইসলাম প্রসারের জন্য দায়ী করে যাচ্ছে। অপর দিকে, পাকিস্তানে এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে, যেখানে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কৃতিত্ব দেয়া হয়। ঐতিহাসিক সত্য একেবারে ভিন্ন। উপমহাদেশে ইসলাম না এনেছেন ঘুরী কিংবা গজনবী। না এনেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম কিংবা অন্য কোনো বিজেতা। উপমহাদেশে ইসলাম বণিকদের মাধ্যমে ছড়িয়েছে।

এ বণিকরা সমুদ্রপথে আরব দেশগুলোতে যাতায়াত করতেন। উপমহাদেশে প্রথম মসজিদ মুহাম্মদ সা:-এর জীবদ্দশাতেই কেরালাতে নির্মিত হয়। ভারতের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর রোমিলা থাপর তার The Past as Present গ্রন্থে সুদৃঢ় ঐতিহাসিক প্রমাণাদির মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেন যে, উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষের মূল কারণ সেসব ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ, যারা বিশেষ ঔপনিবেশিক অ্যাজেন্ডা হিসেবে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন এবং দু'টি ধর্মকে একে অপরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে 'দাঙ্গা বাধাও এবং শাসন করো'র নীতিতে কাজ করেছেন। রোমিলা থাপর ব্রিটিশ লেখক জেমস মিলের The History Of British India গ্রন্থে বর্ণিত 'ইসলাম বহিরাগত আক্রমণকারীদের সাথে এসেছে' তথ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রোমিলা থাপর লিখেছেন, মাহমুদ গজনবী সোমনাথের এক মন্দিরে ১০২৬ সালে আক্রমণ করেন। ওই এলাকায় ইসলাম আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। যে হিন্দুরাজা মাহমুদ গজনবীর মোকাবেলা করেন, তার বাহিনীতে মুসলমানও ছিল। রোমিলা থাপর লিখেছেন, সোমনাথে মাহমুদের আক্রমণের ২০০ বছর পর ১২৬৪ সালে ইরানের বণিক নুরুদ্দিন ফিরোজ সোমনাথে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থানীয় রাজা শ্রী চাড়ার কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। জমির কাগজপত্র সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় প্রস্তুত করা হয়। রোমিলা থাপর ওই কাগজপত্রের অনুবাদ তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। সব নির্ভরযোগ্য ভারতীয় ইতিহাসবিদ একমত যে, কেরালা ও ভারতীয় গুজরাটে ইসলাম তরবারি নয়, বাণিজ্যের মাধ্যমে ছড়িয়েছে। মুসলমান বণিকরা এখানে বিয়েশাদি করেন এবং এখানেই থিতু হন। পক্ষান্তরে ঘুরী ও গজনবী অনেক পরে এসেছেন।

মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টির 'বাররে সাগীর মেঁ ইসলাম কে আওয়ালিন নুকুশ' গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ সা:-এর জীবদ্দশায় আরব বণিকেরা উপমহাদেশে আসা-যাওয়া করতেন। বরং ভারতের জাট মদিনা মুনাওয়ারাতেও বিদ্যমান ছিল। ভাট্টি সাহেব হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা: এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, একবার জনৈক ভারতীয় রাজা নবীকে শুষ্ক আদা হাদিয়া পাঠান, যা রাসূলুল্লাহ সা: সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করে দেন। নবীর ইন্তেকালের পর হজরত উমর ফারুকের খেলাফতের সময় হজরত হাকীম ইবনে আবুল আস এর বাহিনী মুম্বাইয়ের সন্নিকটে থানা নামক বন্দরে এসেছিল। উপমহাদেশ অঞ্চলে ২৫ জন সাহাবি আগমন করেন। ১২ জন হজরত উমর এর যুগে, পাঁচজন হজরত উসমান রা: এর যুগে, তিনজন হজরত আলী রা: এর যুগে এবং বাকিরা হজরত মুয়াবিয়া রা: এর শাসনকালে আগমন করেন। তাঁদের সবার পরে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে আসেন এবং ওই সময় তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর।

মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টি লিখেছেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু আগমনের ৭৮ বছর আগে উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে। এটা সেই বাস্তবতা, যা ভারত-পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে সন্নিবেশিত নেই। ভারত ও পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু উভয় দেশই এখনো ব্রিটিশ লেখকদের লেখা মিথ্যা বানোয়াট ইতিহাস থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা মুম্বাই বা দিল্লিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করে যে, তোমরা তরবারির জোরে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছ, তখন মুসলমানদের কাছে কোনো শক্ত জবাব থাকে না। কেননা তাদের নিজেদের আসল ইতিহাস সম্পর্কে জানাশোনা নেই যে, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বাহিনীর হিন্দু-মুসলমান সিপাহিরা ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর ব্রিটিশ রাজ উভয়কে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামিয়ে দেয়।

১৮৬৭ সালে ইংরেজরা হিন্দুদের সাথে যোগসাজশ করে উপমহাদেশ থেকে ফার্সি ও উর্দু ভাষাকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা করলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ফার্সি ও উর্দুর বিলুপ্তিকে মুসলিম স্বকীয়তার ওপর হামলা মনে করতেন। তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা অর্জন ও ইংরেজি শিখতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মুসলমানরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে। সে সময়েই এমন আন্দোলন শুরু হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের আবার হিন্দু বানানো। তন্মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলনও ছিল, যার উদ্দেশ্য উপমহাদেশের সব মুসলমান ও খ্রিষ্টানকে হিন্দু বানিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। রামরাজ্যের অপর নাম অখন্ড ভারত। এতে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা ও শ্রীলঙ্কাসহ আফগানিস্তানকেও শামিল করা হয়। শুদ্ধি আন্দোলনের কারণে শিক্ষিত মুসলমানরা একটি পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। যেখানে তারা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৯০৬ সালে ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মুসলিম লীগ যখন গঠিত হয়, তখন আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আজম হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেকুলারিজমের নামে মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আজম নিজেদের অবস্থান নিয়ে নতুন করে ভাবেন এবং পৃথক রাষ্ট্রের দাবি শুরু করেন। কিছু বুদ্ধিজীবী দাবি করেন, কায়েদে আজম ব্রিটিশ সরকারের কথায় পাকিস্তানের দাবি করেন। এ দাবি একেবারেই মিথ্যা ও প্রতারণা। পৃথক রাষ্ট্রের দাবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল, যখন আবদুল জাব্বার খায়রী ও আবদুস সাত্তার খায়রী ইউপি, সিন্ধু, কর্নাটক, মহিশুর ও দিল্লিকে একটি পৃথক রাষ্ট্র বানানোর দাবি করেন।

১৯২৮ সালে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহ. এটাই দাবি করেছিলেন। ১৯২৮ সালে সাংবাদিক গোলাম হাসান কাজেমী অ্যাবোটাবাদে সাপ্তাহিক পাকিস্তানের ডিক্লারেশনের জন্য আবেদন করেন। কয়েক বছর পর চৌধুরী রহমত আলি 'পাকিস্তান' নাম দিয়ে স্কিম পেশ করেন। সেখানে 'আই' অক্ষর ছিল না। ছিল Pakstan| পরবর্তীতে কায়েদে আজম সেখানে 'আই' অক্ষর যুক্ত করান। শিক্ষক ও গবেষক ড. আনিস আহমদের গবেষণা মোতাবেক চৌধুরী রহমত আলির স্কিমে 'পি' অক্ষর ছিল পাঞ্জাবের জন্য, 'এ' ছিল আফগানের জন্য, 'কে' কাশ্মির, 'এস' সিন্ধু ও 'স্তান' ছিল বেলুচিস্তানের জন্য। কায়েদে আজম সেখানে 'আই' অক্ষর যুক্ত করিয়ে সেটাকে চধশরংঃধহ বানান। এখানে 'আই' অক্ষর ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে, যা অবশিষ্ট সব অঞ্চলকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করেছিল। ড. আনিস আহমদের ধারণা মতে, পাকিস্তান গঠনের পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঔপনিবেশিক ইতিহাস পড়ানো হতে থাকে। এই ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা আমাদের মাঝে জাতিগত ও ভাষাগত দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে।

সেনা স্বৈরশাসকেরা জাতীয় চিন্তাধারা পোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্বল করে দেয়। যার ফলে পাকিস্তান ভেঙে যায়। সেসব পথভ্রষ্ট লোক, যারা কায়েদে আজমকে ইংরেজদের এজেন্ট বলে অভিহিত করে, তারা এ কথা ভুলে যায় যে, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের লাহোর বৈঠকে যে প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয়, তাতে একটি প্রস্তাব ফিলিস্তিনী মুসলমানদের পক্ষেও ছিল। ওই সময় ব্রিটিশ রাজ ফিলিস্তিনকে টুকরো করার ষড়যন্ত্র করছিল। ফিলিস্তিন মুসলমানদের প্রতিনিধি মুফতি আমীনুল হোসাইনির সাথে কায়েদে আজমের যোগাযোগ হতো। কায়েদে আজম শুধুই নিয়মিত ফিলিস্তিন দিবস পালন করতেন, তা নয়, বরং তিনি ফিলিস্তিন ফান্ডের নামে অর্থ সংগ্রহ করে মুফতি আমীনুল হোসাইনির কাছে পাঠাতেন। মুফতি আমীনুল হোসাইনিকে ব্রিটিশ রাজ সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু কায়েদে আজম তাকে স্বাধীনতাকামী মনে করতেন। আফসোস বর্তমান প্রজন্মের এ কথা জানা নেই যে, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ কায়েদে আজম শুধুই একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেননি, বরং তিনি ফিলিস্তিনকে টুকরো করে দেওয়ারও বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ রাজের এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদকারী কায়েদে আজমকে ইংরেজদের এজেন্ট বলা চাঁদে থুথু নিক্ষেপের নামান্তর। একইভাবে ভারতে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়, যারা পাকিস্তানের সাথে কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্ক জুড়ে দেয়। অধিকৃত জম্মু-কাশ্মিরের মুসলমানদের অধিকাংশ বাস্তবেই পাকিস্তানকে ভালোবাসে, কিন্তু কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলন পাকিস্তান গঠনের অনেক আগে শুরু হয়েছিল। আজো সমগ্র জম্মু-কাশ্মিরে প্রতি বছর ১৩ জুলাই কাশ্মির শহীদ দিবস পালন করা হয়। এটা সেই দিন, যেদিন ১৯৩১ সালে শ্রীনগরে সেন্ট্রাল জেলে মালাকান্ডের পাখতুন আবদুল কাদেরের বিরুদ্ধে এক আপত্তিমূলক বক্তৃতার অপরাধে মামলা চলছিল। শ্রীনগরের মুসলমানরা তাদের এই পাখতুন ভাইয়ের পক্ষে মিছিল বের করে এবং জেলের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকে। ওই সময় তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। বহু মুসলমান শহীদ হন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ১৪ আগস্ট লাহোর গেটের বাইরের উদ্যানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন আল্লামা ইকবাল। আর এখানেই প্রথমবারের মতো কাশ্মিরের স্বাধীনতার স্লোগান দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান কায়েম হয়, কিন্তু কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষক আল্লামা ইকবাল উভয় কাশ্মিরকে বেশ ভালোবাসতেন। কায়েদে আজম কয়েকবার গ্রীষ্ম মৌসুমের ছুটি কাটিয়েছেন কাশ্মিরে। তার প্রাইভেট সেক্রেটারি কে এইচ খুরশিদ ছিলেন শ্রীনগরের অধিবাসী। কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের সাথে ইকবাল ও কায়েদে আজমের সম্পর্ককে জনগণের কাছে লুকানো হয়েছে। ইকবাল সুন্নি আকিদার ঘরানার মানুষ ছিলেন। কায়েদে আজম শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে উভয়েই সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারামুক্ত সরল মুসলমান ছিলেন। উভয়ের বিরুদ্ধেই উগ্রপন্থীরা কুফরের ফতোয়া দিয়েছে। উভয়েই পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। উভয়ে পশ্চিমা পোশাক পরিধান করতেন। উভয়ে উকিল ছিলেন। উভয়েই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তবে উভয়েই অন্যদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলামি থেকে মুসলমানদের মুক্ত দেখতে চাইতেন।

আফসোস আমরা ইকবাল ও কায়েদে আজমকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য রোলমডেল বানিয়ে উপস্থাপন করতে পারিনি। উভয়কে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত বানাইনি। উপমহাদেশে ইসলাম ছড়িয়েছেন দাতা গঞ্জবাখশ, আবদুল্লাহ শাহগাজী, লাল শাহবাজ কালান্দার, সচল সারমাস্ত, বাবা ফরীদ গাঞ্জশাকর, শাহ আবদুল লতীফ ভিট্টাই, গোলাম ফরীদ, রহমান বাবা, মাস্ত তাওয়াকালী মাররিসহ অসংখ্য সুফি। লাহোরে বিবি পাকদামানের দরগাহ হজরত রুকাইয়্যা বিনতে আলী এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। আর তিনি মাহমুদ গজনবীর অনেক আগের। আমরা গজনবী ও ঘুরী মিজাইল বানিয়ে নিজেদের ইতিহাসে বিদ্বেষের রং লাগিয়ে দিয়েছি, অথচ ইকবাল বলেন- চিশতী নে জিস যামীঁ মেঁ পয়গামে হাক সুনায়া- মঈনুদ্দীন চিশতী যে ভূমিতে সত্যের পয়গাম শুনিয়েছেন। কম মানুষই জানেন, ইকবাল ও কায়েদে আজম উভয়েই হজরত দাতা গাঞ্জবাখশ এর বেশ ভক্ত ছিলেন। কায়েদে আজমও কয়েকবার তার বোন ফাতেমা জিন্নাহকে সাথে নিয়ে তার মাজারে গেছেন। ইকবালের হজরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (শেখ আহমদ সেরহিন্দী) এর প্রতি ভালোবাসা গোপন ছিল না। কায়েদে আজমের পরিবারের এই বুজুর্গের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কায়েদে আজমের পূর্বপুরুষরা হজরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী থেকে বায়আত নিয়েছিলেন। তিনি সেই বুজুর্গ, যিনি মোগল সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের দীনে ইলাহীকে প্রতিহত করেন। এ কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যখন অখণ্ড ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তার বক্তৃতায় আকবরের উদারনীতির কথা উল্লেখ করেন তখন কায়েদে আজম জবাবে তাকে বলেন, আমরা উদারনীতির সবক আকবরের কাছে নয়, বরং নবী মোহাম্মদ সা:-এর কাছে শিখেছি। আফসোস, পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কায়েদে আজমের এ বক্তৃতা পড়ানো হয় না। মাউন্ট ব্যাটেন আকবরের সাথে আমাদের সম্পর্ক সংযোগের চেষ্টা করেছেন। অথচ আমাদের সংযোগ স্থাপন করা উচিত যারা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন প্রথমে। আমাদের নিজেদের আসল ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হবে, যা ব্রিটিশ শাসনামলে বিকৃতি করা হয়েছে। আমাদের শুধু আইএমএফ থেকে নয়, বরং নব্য ঔপনিবেশিক ইতিহাস থেকেও স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক জং ১৪ আগস্ট, ২০২২ হতে

উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বিশ্বশান্তি বনাম পারমাণবিক যুদ্ধ

শহিদুল ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা গত ১৫ আগস্ট 'ন্যাচার ফুড' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেলে বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষ মারা যাবে।

পারমাণবিক বোমা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফিসান ও ফিউসান উভয়ের সংমিশ্রণে প্রাপ্ত প্রচন্ড শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল আনবিক বোমা। 'লিটলবয়' নামের বোমাটি ৬ আগষ্ট ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা নামক স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। এর তিন দিন পর ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে 'ফ্যাটম্যান' নামে আরেকটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

এ দুটি ঘটনায় মৃত্যু হয় কয়েক লাখ মানুষের। আজ পৃথিবীতে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিস্ফোরকের ১০ হাজার গুণ এবং মানুষপিছু ১৫ টনেরও বেশি বিস্ফোরক। আনবিক বোমার চেয়ে চার হাজার গুণ শক্তিশালী বোমার সংখ্যা এখন ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার, যার দ্বারা পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা যায়।

হিরোশিমা-নাগাসাকির দুঃখজনক ঘটনার পর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন যখন তার একটি ঐতিহাসিক চিঠির জন্য সমালোচিত হন, তখন তিনি দুঃখ ও ক্ষোভে বলেছিলেন, 'যদি কাউকে এজন্য দায়ী করতে হয় তবে তা বিজ্ঞানকে নয়, রাজনীতিকে। বিজ্ঞানীরা রাজনীতি বোঝে না।' আজ বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী নীতির মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশকে কর্তৃত্ব করতে না দেওয়ার জন্য অস্ত্রের পাহাড় গড়া শুরু করেছে।



পরমাণু বোমার কাঁচামাল, তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের জন্য যে কারখানা, মজুতকেন্দ্র ও পরিবহণব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা পরিবেশকে মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম তৈরির কারখানায় তেজস্ক্রিয় উপজাত হিসাবে যে লাখ লাখ টন বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন হয়, তা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব দেশের অত্যাধুনিক উপগ্রহ, ক্যামেরা, সেন্সর, রাডার নেই, তাই সাম্রাজ্যবাদীদের অপকর্ম তারা বুঝতে পারে না। পরাশক্তিগুলো তাদের উৎপাদিত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণের জন্য জল, স্থল, অন্তরিক্ষের যে কোনো স্থান বেছে নিচ্ছে। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বায়ুমন্ডল, সমুদ্রতল ও ভূগর্ভে ১ হাজার ৭৪১টি বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রতিটি বিস্ফোরণেই পরিবেশ ও জীবজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় তাতে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপ এলুগেলাম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ জনস্বাস্থ্য ও প্রাণীজগতের ধ্বংস সাধন করে চলেছে। আমাদের উপমহাদেশে যদি পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে ২০০ কোটি মানুষ মারা যাবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হচ্ছে। আজ পৃথিবীতে যে আধুনিক পদ্ধতির মারণাস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে, তা দেখে হতবাক হতে হয়। প্রতি মিনিটে ২০-৩০ লাখ ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। আর এ খাত হলো মানুষ হত্যার খাত। সৃষ্টি ও সভ্যতা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার খাত। তাই বিশ্ববাসীকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, প্রভাষক, সরকারি ইস্পাহানী ডিগ্রি কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বিএনপির রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন

আজ থেকে ৪৩ বছর আগে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ও অনিবার্য বাস্তবতায় সেনাবাহিনী থেকে রাজনীতিতে আসা জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। তিনি এ দলের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন মহান আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে। দলের জন্য নির্ধারণ করেন ১৯ দফা কর্মসূচি। সেই থেকে বিএনপি জনপ্রিয় ও গণমানুষের একটি রাজনৈতিক দল। নেতাকর্মী-সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের শ্রম, মেধা, ঘাম আর ভালোবাসায় দলটি আজ পূর্ণতা লাভ করেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিএনপির নেতৃত্বে পাঁচবার সরকার গঠিত হয়েছে। তা ছাড়া বিএনপি বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, সব রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে; সেই সুযোগে বাংলাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগও রাজনীতি করার অধিকার পেয়েছে। বিএনপি বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছে। বন্ধ সংবাদপত্র খুলে দিয়েছে। বিএনপির হাত ধরেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম বিকশিত হয়েছে। বিএনপি বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। পক্ষপাতহীন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কাজেই রাজনৈতিকভাবে বিএনপির রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস।

মূলত: নেতৃত্বই রাজনৈতিক দলের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসে বিএনপি এক অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী রাজনৈতিক দল। সময় যেমন বিএনপিকে সহায়তা করেছে ঠিক তেমনই সময়কেও বিএনপি দেশের কাজে লাগিয়েছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কিছু ক্রান্তিকাল বিএনপিকে পার করতে হয়েছে এবং বিএনপি সেটি করেছেও সফলতার সাথে। যুগোপযোগী অর্থনৈতিক নীতি ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ, রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধের স্বীকৃতি, ভূখন্ডকেন্দ্রিক জাতীয় পরিচয় ও জাতীয়তাবাদের দর্শন সমুন্নতকরণের মাধ্যমে বিএনপি রাজনীতিতে একটি বলয় বা প্লাটফর্ম সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, যা আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে আনে গুণগত পরিবর্তন।

বিএনপির রাজনীতির মূল স্পিরিট 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। নৃতাত্ত্বিক ও আদর্শিক চেতনা মিশ্র স্বতন্ত্ররূপ ও পরিচয় রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রবর্তন করেন। এটি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইতিহাসবোধ, অনুভূতি ও বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' পক্ষে অটল-অবিচল রয়েছে। ধর্ম, ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে এবং ভূখন্ডকেন্দ্রিকতাই এর প্রধানতম প্রেরণা ও শক্তি। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ নানা ধর্মের মানুষ বাস করে। এখানে ভাষারও নানা বৈচিত্র্য আছে। বাংলা, চাকমা, মারমা, উর্দুসহ অনেকগুলো ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জাতিগোষ্ঠীর মানুষ-এরা সবাই বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাস করে। সেই অর্থে এরা সবাই বাংলাদেশী। এখানেই সবার জাতীয় পরিচয় ও জাতীয় স্বার্থ নিহিত আছে। এর মাধ্যমে আমাদের জাতিসত্তার একটা সুস্পষ্ট কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা ঐতিহাসিকভাবে আমরা ধারণ করে আসছি। এ জন্য বলা যায়, বিএনপির জন্ম হয়েছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

বাংলাদেশ নিয়ে জিয়ার সুস্পষ্ট ভিশন ও পরিকল্পনা ছিল। এ লক্ষ্যে তিনটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তিনি। আর এ তিনটি খাত হলো কৃষি, জনশক্তি ও তৈরী পোশাক শিল্প। জনশক্তি কাজে লাগাতে ও শিল্প বিকাশে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নত করার উদ্যোগ নেন জিয়া। তার রাষ্ট্রনায়কোচিত পররাষ্ট্রনীতি এবং পরিকল্পনা ও ভিশন অনুযায়ী অর্থনীতির উৎস বলে খ্যাত মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ-আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। শুরু হয় মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি প্রেরণ ও ইউরোপ-আমেরিকায় তৈরী পোশাক রফতানি। এর ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃৎপিন্ড হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তৈরী পোশাক শিল্প ও জনশক্তি রফতানি। এই দু'টি খাতের কারণেই বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্ক উন্নত না করলে, এটি সম্ভব হতো না। কেননা বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৯০ শতাংশই আসে আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে।

১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। এরপর একে একে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপ-আমেরিকায় বাংলাদেশের জনশক্তির বাজার সম্প্রসারণ হতে থাকে। বর্তমানে এ খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃৎপিন্ড। প্রায় ১ কোটির মতো বাংলাদেশী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এখানেও একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও ভিশন কাজ করেছে। ভিশন ছাড়া কোনোভাবেই এটি এতদূর যেতে পারত না। এখানেও বিএনপির কৃতিত্ব ষোলআনা। বিএনপি ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। বন্ধ হয়ে যায় মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক প্রেরণ। বর্তমানেও তাই হচ্ছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজার আজ সঙ্কুচিত। মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক প্রেরণ প্রায় বন্ধ।

স্বনির্ভর দেশ গড়তে এবং মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে জিয়া ঘোষণা করেন '১৯-দফা কর্মসূচি'। এটি বিএনপির রাজনীতির অন্যতম স্তম্ভ। জিয়া বিএনপির মাধ্যমে এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মাঠে-ঘাটে ও পথে-প্রান্তরে। আমাদের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ও অর্থনীতির নিজস্ব স্বকীয় রূপ ফুটে উঠেছে জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। তিনি গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। নিজের হাতে কোদাল তুলে নিয়েছেন, খনন করেছেন খাল; তার দুই হাতের ছোঁয়ায় ফসলে ফসলে মাঠ ভরপুর হয়ে উঠেছিল, ঘটেছিল কৃষি বিপ্লব। তলাবিহীন ঝুড়ির উপাধি পাওয়া দেশ পরিণত হয়েছিল ফুলে-ফল ও ফসলে ভরপুর এক দেশে, মানুষ পরিণত হয়েছিল কর্মমুখী মানুষে, গ্রামে-গ্রামে সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক নেতৃত্ব। স্বনির্ভর গ্রাম ও স্বনির্ভর দেশ গড়তে জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে অনিবার্য দিকনির্দেশনা হয়ে আছে এবং থাকবে।



জিয়াউর রহমান বিএনপির জন্য রেখে গেছেন এক স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। তার আদর্শ, সততা, কর্মোদ্যোগ ও চিন্তাচেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে আমাদের জাতীয় জীবনে। জাতিকে বড় করার সব গুণ জিয়ার মধ্যে ছিল। তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বড় কিছু করতে। তার চিন্তা ছিল সুদূরপ্রসারী। জিয়ার আদর্শ ও দিকদর্শন বিএনপির নেতাকর্মীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিএনপি শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, এটি রাজনৈতিক শিক্ষালয়ও, রাষ্ট্রকে জানতে হলে, চিনতে হলে এবং ভালোবাসতে হলে; বিএনপির রাজনীতির গভীরে যেতে হবে। শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জিয়া এই দলের জন্ম দেননি, এর আলোকে জাতি গঠন, ত্যাগী, কর্মঠ ও দক্ষ মানুষ তৈরি এবং মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করাও বিএনপির অন্যতম লক্ষ্য। পৃথিবীতে এক সময় শিল্পে যারা এগিয়ে ছিল, তারাই আজ বিশ্ব শাসন করছে; বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিতে যারা এগিয়ে থাকবে, আগামীতে তারাই বিশ্ব শাসন করবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে যারা পিছিয়ে থাকবে, তাদের কোথাও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল স্রোত থেকে তারা অবধারিত ছিটকে পড়বে। কাজেই বিএনপিকে গণমাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে। চৌকস সংগঠকদের গণমাধ্যমে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। দেশ গড়তে সফল হলেও- নিজ দলের প্রতি বিএনপি থেকেছে বরাবরই উদাসীন। বিএনপিকে একটি প্রফেশনাল রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পেয়েও বিএনপি তা কাজে লাগাতে সমর্থ হয়নি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী ইমেজ সাংগঠনিকভাবে কাজে লাগিয়ে বিএনপিকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে হিসেবে গড়ে তোলা যেত। ওই সময়ের রাজপথে নেতৃত্ব দেয়া লড়াকু সৈনিকদের সুযোগ পেয়েও বিএনপি কাজে লাগাতে পারেনি। এসব সংগঠক রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। বিএনপি পারত তাদেরকে দল ও দেশের কাজে লাগাতে, একজন যোগ্য ও জনপ্রিয় রাজনীতিক ও সংগঠক হিসেবে গড়ে তুলতে। কিন্তু বিএনপি প্রায় ১৫ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেও কি সেটি করতে পেরেছে? বিএনপি পেরেছে কিছু মন্ত্রী-এমপি ও সুবিধাবাদী লোক তৈরি করতে- যারা বিএনপির জন্য কিছুই করেনি। সে জন্যই বিএনপিকে আজ অসহায় মনে, রাষ্ট্রের কোথাও বিএনপির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; যতটা আছে আওয়ামী লীগের। কাজেই বিএনপি অনেককেই অনেক কিছু দিয়েছে কিন্তু বিএনপিকে কে কি দিলো- সে প্রশ্ন আজ বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে।

আজ এ পর্যায়ে এসে প্রতীয়মান হচ্ছে, তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই বিএনপির প্রাণশক্তি। তাদের উদ্যম, সাহস, একাগ্রতা ও দলের প্রতি আনুগত্যই বিএনপিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তৃণমূলের নেতাকর্মীরা নজিরবিহীন দমনপীড়ন, জুলুম-নির্যাতন ও হামলা-মামলা সহ্য করেও দলের হাল ধরে রেখেছেন। কার্যত একটি দীর্ঘ সময় ধরে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন, যা বর্ণনাতীত। অধিকার আদায়ের লড়াই করতে গিয়ে অনেকেই জীবন দিয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন; হারিয়েছেন জীবন ধারণের সম্বলটুকুও, আবার অনেকে হুলিয়া মাথায় নিয়ে পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফেরার জীবনযাপন করছেন। তাদের প্রতি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। মামলা পরিচালনা ও চিকিৎসা খরচসহ যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাদের আর্থিক সহায়তা করার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তাদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়; আগামী দিনের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে যাতে তারা প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিএনপি শহীদ জিয়ার এক অনন্য সৃষ্টি। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে বিএনপি পৌঁছে গেছে সাফল্যের শীর্ষতম বিন্দুতে। বিএনপি ও জিয়া পরিণত হয়েছিলেন এক ও অভিন্ন সত্তায়। জনপ্রিয়তার সাথে সাথে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশীলতার সংমিশ্রণ জিয়ার প্রধানতম কৃতিত্ব। ইতিহাস জিয়া ও বিএনপিকে যেভাবে কাছে টেনে নিয়েছে, ব্যক্তির অস্তিত্ব অতিক্রম জিয়াও তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন ইতিহাস। দারিদ্র্য, রাজনৈতিক সঙ্কট, আর্থসামাজিক ঝড় পেরিয়ে জিয়া যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা বিশ্ব জয়ের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। দর্শন চিন্তা, সাংগঠনিক চিন্তা, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা, কৃষি, শিল্পচিন্তার মাধ্যমে জিয়া স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার বহুমাত্রিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের। তাই জিয়ার প্রতিষ্ঠিত বিএনপি স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের সোনালি পাতায়।

লেখক: কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

এতটা কঠিন সময়ে বিএনপি কখনো পড়েনি

ড. মারুফ মল্লিক

প্রতিষ্ঠার ৪৪ বছরের মাথায় এসে এক কঠিন সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে বিএনপি। বিশেষ করে ২০২৩ সালের নির্বাচন বিএনপির আগামীর রাজনীতির জন্য রীতিমতো এক অগ্নিপরীক্ষা। খোলামেলাভাবে বললে এ নির্বাচনের সঙ্গে বিএনপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই যুক্ত। দল হিসেবে বিএনপি আদৌ কার্যকর থাকবে কি না, দেশের রাজনীতিতে বিএনপির কতটা প্রভাব থাকবে, তা এ নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করছে। ১৯৭৮ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে দেশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বিএনপি এতটা কঠিন সময়ের মুখে পড়েনি কখনো। বিএনপির মূল সংকট হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো কোনো কাঠামোগত অবয়ব অর্জন করতে পারেনি। বিএনপি অনেকটা স্বেচ্ছাসেবীমূলক মনোভাব নিয়ে দল পরিচালনা করে। এ দলের সবাই নেতা। আবার কেউই নেতা নন। ইউনিয়ন পরিষদের কমিটি গঠন করতেও দলের শীর্ষ নেতারা হস্তক্ষেপ করেন। তাহলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের কাজই-বা কী?

প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর মতো বিএনপির বিকাশ ঘটেনি। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা এক জেনারেল রাজনীতির পরিকল্পনা করলেন এবং বিএনপি নামে একটি দল গড়ে তুললেন। তিনি সফলও হলেন। যদিও সমালোচকদের দৃষ্টিতে সামরিক ছাউনিতে বিএনপির জন্ম। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পরপরই দলটি জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং দ্রুতই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপর অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে বিএনপি এখন পরিণত বয়সে এসে উপনীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিএনপি ভাঙনের মুখে পড়েছিল। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও আরেকবার ভাঙনের মুখে পড়ে। কিন্তু জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তার ওপর ভর করে দুবারই দলটি টিকে গেছে। এখনো রাজনীতির মাঠে সক্রিয় আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপির ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? বিএনপি কি পারবে আবারও ক্ষমতার বৃত্তে ফিরতে নাকি রাজনীতির চোরাবালিতে হারিয়ে যাবে? ২০২৩ সালের নির্বাচনে বিএনপি কীভাবে অংশ নেবে এবং এ নির্বাচন নিয়ে সরকারের পরিকল্পনাকে কীভাবে মোকাবিলা করবে, তার ওপর বিএনপির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। দলের ভেতরে ও বাইরে নানা দিক থেকেই দলটি কঠিন সংকটের মুখে পড়ছে।

সম্প্রতি বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে মনে হবে, বিএনপি এই আছে, এই নেই। এই আছে ভাবটা কর্মীদের সক্রিয়তার প্রতিফলন। আর এই নেই ভাবটা নেতাদের দোনোমনা ভাবের ফলাফল। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদসহ বিভিন্ন দাবিতে বিএনপি সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। এই মিছিলগুলোতে জনসমাগম হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। কোথাও কোথাও বিশাল সমাবেশ করেছে বিএনপি। পল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিশাল সমাবেশ করেছে। নেতা-কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ সমাবেশে যোগ দিয়েছে। হামলা-মামলা করেও বিএনপির নেতা-কর্মীদের ঠেকানো যায়নি। বিভিন্ন জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বাড়িতে, গাড়িতে আওয়ামী লীগের কর্মীরা হামলা করেছেন, ভাঙচুর করেছেন। সারা দেশেই তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে। কিন্তু পরের দিনই আবার বিএনপির কর্মীরা মিছিল করেছেন। ১৪৪ ধারা জারি করায় বিএনপি বিকল্প স্থানে সমাবেশ করেছে। এত গুম, খুন, মামলা দিয়েও কর্মীদের দমিয়ে রাখা যায়নি। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, দল হিসেবে বিএনপিকে ভঙ্গুর ও দুর্বল মনে করা হলেও কর্মীরা যথেষ্ট সক্রিয় ও উদ্যমী। কিন্তু মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের এ গতিকে কেন্দ্রের নেতারা কতটা ধরে রাখতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। মাঠের কর্মীরা কর্মসূচি পালনে উদ্যমী হলেও কেন্দ্রের নেতারা মনে হয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। নেতারা কর্মীদের সঙ্গে ঠিকমতো তাল মেলাতে পারছেন না। একই সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে কর্মসূচিও প্রণয়ন করতে পারছেন না। যেমন ভোলায় বিএনপির দুই কর্মী নিহত হওয়ার পর হরতাল দিয়েছিল। কিন্তু আধা বেলা হরতালের পরই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কর্মসূচি ঘোষণার আগেই ভালো করে চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল। কর্মসূচি দিয়ে ধরে রাখতে না পারা একধরনের ব্যর্থতাই। এ ক্ষেত্রে শুরুতেই অর্ধদিবস হরতাল দিলে সমীচীন হতো। ঢাকায় বিশাল সমাবেশের পর অনেকেই ঠাট্টা করে বলেছেন, বিএনপির নেতারা যদি জানতেন সমাবেশে এত মানুষের সমাগম হবে, তবে সকালে কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে সমাবেশ বাতিল করে দিতেন বা সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন সমাবেশ।

বিএনপির সংকট জনসমর্থনে বা কর্মীদের উদ্যম নিয়ে নয়, বরং বিএনপির সংকট নেতৃত্বের জায়গায়। নেতাদের মধ্যে মনে হয় কর্মসূচি নিয়ে একধরনের অনীহা কাজ করে। কর্মসূচি মানেই রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম, মিছিল-মিটিং, ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও নয়; নানা ধরনের কর্মসূচি হতে পারে। রাজপথের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচির আয়োজন করতে পারে বিএনপি।

দলের বাইরে ও ভেতরে নানা দিক থেকেই বিএনপিকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এসব সমস্যা কাটিয়েই বিএনপিকে সামনে আগাতে হবে এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ নির্বাচনে কোনোভাবে পা হড়কালে বিএনপির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। ২০১৮ সালের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদে গেলে বিএনপি আবারও হাসির পাত্রে পরিণত হবে। অথবা বিএনপি নির্বাচনে গেল না, কিন্তু আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের মতো নির্বাচন করে ফেলল। এ ক্ষেত্রেও বিএনপি বিপাকে পড়বে।

বিএনপি প্রায়ই অভিযোগ করে, গণমাধ্যমে তাদের কর্মসূচি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। এ ক্ষেত্রে বিএনপি বিকল্প নিজস্ব গণমাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে। আজকাল রাজনৈতিক দলগুলো গণমাধ্যমে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে। আওয়ামী লীগ গণমাধ্যমকে লালন-পালন ও বিনিয়োগের সুফল ভোগ করছে। বিএনপিকেও গণমাধ্যমে বিনিয়োগ করতে হবে। বিএনপিই দেশের একমাত্র দল, যাদের কোনো গণমাধ্যম নেই। তাদের কোনো সুশীল সমাজও নেই। বিএনপি বলতে পারে, সরকার তাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেবে না। তাহলে বিকল্প পন্থা বের করতে হবে। রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। অসম্ভবকে সম্ভব করাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

মোদ্দাকথা, রাজনীতির মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের লড়াইয়েও সক্রিয় হতে হবে। সাংস্কৃতিক মাঠে সক্রিয় হতে হবে। বিএনপির রাজনীতির নিজস্ব বয়ান বর্তমানের আলোকে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। হামলা-মামলার এ সময়ে বিকল্প রাজনীতির ভাবনা বিএনপির কাজকর্মে তেমন প্রতিফলিত হচ্ছে না। সম্ভবত বিএনপির নেতারা রাজনীতি বলতে কেবল রাজপথে মিছিল-সমাবেশকেই বুঝে থাকেন। আর হতে পরে দীর্ঘ সময় ধরে চলা হামলা, মামলা, নির্যাতন, গুম, খুনের কারণে তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যে কারণে কোনো ধরনের কর্মসূচি দিতে ও পালন করতে সংকোচ বোধ করেন। নতুন করে আর ঝামেলা সংকটে পড়তে চান না। (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও বিকল্প ভাবনা একসঙ্গে হলে ক্ষতি নেই

ড. ইশরাত জাকিয়া সুলতানা

কোনো একটি লেখার সূত্র ধরে এক বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনকালে বললাম, ওখানে যা লেখা হয়েছে, তা নীতিনির্ধারকদের নজরে পড়লে লজ্জা পাওয়ার কথা। বন্ধুর মন্তব্য: পত্রিকায় যা লিখা হয়, তা নীতিনির্ধারকেরা পড়েন না। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বন্ধুর মুখে এ কথা শোনার পর যে প্রশ্নটি অবধারিতভাবে চলে আসে তা হলো, 'কেন পড়েন না?' বন্ধুর অপকপট উত্তর: 'পড়লে কাজ করা যাবে না'। কথায় যুক্তি আছে বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, তাহলে এক বিভাগের ময়দানে প্রদান করা বক্তব্যের কারণে সমালোচনার শিকার হওয়ার পর আরেক বিভাগের কর্মস্থলে বসে পাবলিক রিয়েকশন সামলাতে গিয়ে কীভাবে বক্তা বললেন, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি আসলে 'এটা' বোঝাননি, 'ওটা' বোঝাতে চেয়েছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলেই না তিনি স্বীয় মুখ নিঃসৃত বাণীর ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করলেন। অর্থাৎ, কেউ কেউ পড়েন তাহলে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা গণহত্যার পাঁচ বছর পার হওয়ার কথা স্মরণ করে গত এক সপ্তাহে যে সংবাদ ও মতামতগুলো প্রকাশ হয়েছে, সেগুলো রোহিঙ্গা সংকটে সংকটাপন্ন বাংলাদেশের পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝার জন্য যথেষ্ট। আর রোহিঙ্গা ইস্যুর মতো একটি ইস্যুতে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের আগে জনমত জানা অবশ্যই প্রয়োজন।

প্রত্যাবাসনের আশায় পাঁচ বছর, এবং তারপর?

যে রোহিঙ্গা শিশুটি ৮ বছর বয়সে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে এসেছিল, আজ সে ১৩ বছরের কিশোর। আর যে ১৩ বছর বয়সে এসেছিল, সে আজ ১৮ বছরের তরুণ। ইউএনএইচসিআরের এ বছরের জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গা জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ শিশু-কিশোর। ১২ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে এই বিপুলসংখ্যক শিশু-কিশোর-তরুণকে এফডিএমএন লেবেল লাগিয়ে ক্যাম্পের আবদ্ধ পরিবেশে বসবাসে বাধ্য করার মাধ্যমে একটা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই কেবল সমাজবিরোধী আচরণই নয়, বই বা কল্যাণমূলক কাজের বদলে মাদক-অস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুললে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই।

অপর দিকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নয়, মিয়ানমারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বড়জোর গণহত্যা সংঘটনের বিষয়েই মূলত কথা বলে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এলে কারও কিছু করণীয় নেই বলেই রোহিঙ্গাদের পরামর্শ দেওয়া হয় ধৈর্য ধরার। একজন শরণার্থীর জীবন যেন এমনি এমনি অপচয় করার জন্যই। তিন দিনে ১৯ বার ধর্ষণের শিকার হওয়া রোহিঙ্গা নারী কি স্মৃতি বয়ে বেড়ান প্রতিটি দিন, তা ধারণা করার মতো সমানুভূতি না থাকলে সবরের পরামর্শ দান সম্ভব। অধিকন্তু, মিয়ানমার দোষী সাব্যস্ত হলেই যে রোহিঙ্গারা স্বদেশে ফেরত যেতে পারবে, তেমন নিশ্চয়তা নেই। পাঁচ বছরে যে সংস্থাটি একটিবারের জন্যেও মিয়ানমারে প্রবেশ করে এর সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গা বিষয়ে আলোচনায় বসতে ব্যর্থ হয়েছে, সে সংস্থাটির বাংলাদেশে এসে এ বিষয়ে উপদেশ দান যেন দুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত শরীরের শুশ্রূষায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটি ব্যান্ডএইড নিয়ে এগিয়ে আসার মতো।

যুদ্ধাভিলাষী মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী বাংলাদেশ বরাবরই যে আচরণ প্রদর্শন করে এসেছে, তা মানবিকতার মাপকাঠিতে অনন্য হলেও কৌশলগত দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। সামরিক প্রস্তুতিতে–অস্ত্রসজ্জায় বাংলাদেশের চেয়ে মিয়ানমার অনেক এগিয়ে, এটি উভয় দেশই অবগত। সেই সঙ্গে রাশিয়া, চীন, ও সার্বিয়া–এই তিন প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারীর কাছ থেকে নিয়মিত পাওয়া অস্ত্রে মিয়ানমার সমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, তথা বাণিজ্যিক অবরোধে পুঁজিবাদ ও বর্ণবাদে বিশ্বাসী মিয়ানমার যে নতজানু হবে না, তার প্রমাণ বহু আগেই পাওয়া গিয়েছে। ২০১৯ সালে বার্মার ইতিহাস বিশারদ থন্ট মিন্ট উয়ের প্রকাশিত বইয়ে মিয়নমারকে এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যার জন্মই হয়েছে সামরিক শক্তিচর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের জন্য।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দায় চলে যায় যুক্তরাজ্যের দিকে। তারা রোহিঙ্গাদের স্বাধীন-সার্বভৌম আরাকান রাষ্ট্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তা ভঙ্গও করেছিল। এমনকি ১৮৭২ ও ১৮৯১ সালের গণশুমারি থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ রেখেছিল, যা পরবর্তী সময় মিয়ানমারের জন্য রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। পরবর্তী সময় ১৯৮২ সালে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ ছিনিয়ে নেওয়া, দেশের অভ্যন্তরে বাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়া, আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়ে মিথ্যাচার এবং আদালতের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো, এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অভ্যন্তরে মর্টার শেল নিক্ষেপ করেও কোনো স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি না দিয়ে নিশ্চুপ থাকা–এসব আচরণ তাদের একরোখা, বেপরোয়া ও স্বার্থান্বেষী বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করে। মর্টার শেলটি যদি বাংলাদেশের ঘুমধুমে না এসে ঘুমধুম থেকে মিয়ানমারের মাটিতে গিয়ে পড়ত, তাহলে বিশ্ব নিশ্চুপ থাকত না, বা বাংলাদেশের মতো কারণ 'খতিয়ে দেখার' জন্য সময় ব্যয় করত না।

রোহিঙ্গা গণহত্যা পঞ্চম বর্ষে পা দিয়েছে। দিবসটি স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের আঞ্চলিক শরণার্থী সমন্বয়কারী ম্যাক্যানজি রোও যা বললেন, তা অনেকটা নিজ গৃহে রোহিঙ্গাদের জন্য আরেকটু পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার মতো শুনালেও তা-ই বাস্তব। তাঁর মতে, জরুরি পরিস্থিতির সহায়তা কার্যক্রমের পরিবর্তে এখন আরও টেকসই ব্যবস্থায় যেতে হবে, যা রোহিঙ্গাদের জন্য তো বটেই, তাদের দক্ষতা এবং জীবিকা উন্নয়ন ঘটানো হলে সেটা কক্সবাজার জেলার প্রতিটি মানুষের জীবনে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটাবে।

বিকল্প ভাবনা

প্রত্যাবাসনের পাশাপাশি শরণার্থী সমস্যা সমাধানের অন্য দুটি পন্থা নিয়ে কথা উঠলেই অতীতে বলা হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে মিয়ানমারকে ভুল বারতা দেওয়া হবে। বারতা অনেক আগেই ভুলভাবে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তো বটেই, স্বয়ং মিয়ানমারও বিস্মিত হয়েছিল। কারণ, বিশ্বের বুকে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নেই। রোহিঙ্গাদের ধর্মীয় পরিচয়কে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে এক করে দেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার তখন আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রচারণা চালাল যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশেরই মানুষ। সেই সঙ্গে মিয়ানমারকে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক আলোচনায় বসাতে বাংলাদেশের ব্যর্থ হওয়া, আলোচনা হলেও সে আলোচনায় বাংলাদেশ তার নিজের অনুকূলে নেওয়া সিদ্ধান্তে মিয়ানমারকে অটল থাকতে বাধ্য করাতে ব্যর্থ হওয়া, রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে পাঠানো ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনায় ভুল বারতা ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। সুতরাং, প্রত্যাবাসনের চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি বিকল্প কিছু ভাবলে ক্ষতি নেই। তাতে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশের মানুষ–উভয়ের জন্যই ভালো।

'আমাদের আর অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের রক্তের গ্রুপ এক রকম। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর আগে তারা (ভারতবর্ষের মানুষ) অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌঁছায়।' পিনাকী ভট্টাচার্যের 'সোনার বাঙলার রূপালী কথা'য় অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাদের মিলের কথা বলা আছে, বিশ্বের বহু জাতির ইতিহাসে অন্য জাতির সঙ্গে মিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আজকের মিয়ানমার এটি মানতে নারাজ যে একসময় ভারত-বাংলাদেশ-বার্মা এক অঞ্চল ছিল বিধায় এ মানুষগুলোর মধ্যে মিল থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য বাণিজ্যিক লাভ যেখানে মুখ্য, গণহত্যা সেখানে গৌণ।

সম্প্রতি আমেরিকার বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দেওয়ার মতো রোহিঙ্গা গ্রহণের কথা জানানোর পর এক পক্ষ বলছে, কয়েক হাজার রোহিঙ্গা আমেরিকায় যাওয়া থেকে কয়েক রোহিঙ্গা মিয়ানমারে যাওয়া ভালো। অপর দিকে সরকারিভাবে একে সাধুবাদ জানানো হচ্ছে, 'বেশি করে রোহিঙ্গা' নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। জাপান, কানাডা, যুক্তরাজ্যও নাকি রোহিঙ্গা নিতে আগ্রহী। এটি স্পষ্ট যে তাদের কেউ-ই কোনো রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছাড়া এ-জাতীয় ঘোষণা দেবে না। সেটি বিশ্লেষণের জন্য নিশ্চয়ই কূটনীতিবিদেরা আছেন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ব্যর্থ কূটনীতির চর্চা থেকে নেওয়া শিক্ষা তাদের তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনে বাংলাদেশের সফলতায় কাজে আসবে কি?

২০০৬-২০১০ সময়ে তিন শতাধিক রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় কানাডা পাঠানোর পর যেসব কারণে এই কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়, তা মোটামুটিভাবে জানা থাকলেও সরকারিভাবে আজও জানানো হয়নি, কেন তা বন্ধ হলো এবং কেন আবার তা চালু করা সম্ভব নয়। এমনকি ২০১৮ সালে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে সহায়তার প্রস্তাব দিলেও বাংলাদেশ নীরব থেকেছে। তাদের অফার সীমিতসংখ্যক রোহিঙ্গার জন্য ছিল বটে, যা বাংলাদেশে বাসরত এক মিলিয়ন রোহিঙ্গার তুলনা নগন্য। কিন্তু ছোট করে হলেও পুনর্বাসনের কাজটি অনেক আগে শুরু হতে পারত।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যদি হিন্দুধর্মাবলম্বী হতো, তাহলে ভারত কি নিশ্চুপ থাকত? অথবা, যদি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হতো, তাহলে আমেরিকা-ইউরোপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতো কি? কিংবা যদি বৌদ্ধ হতো, তাহলে মিয়ানমারের 'পাকফো ফ্রেন্ড' চীনের ভূমিকা কেমন হতো? অবশ্য রোহিঙ্গারা বৌদ্ধ হলে মিয়ানমার গণহত্যাকারীর খাতায় নাম লেখাত না।



রোহিঙ্গা নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চায়। কেউ কেউ মিয়ানমার ছাড়া পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যেতে রাজি। এ বিষয়গুলো আমলে নিয়েই যেন পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রহীন হওয়ার কারণে অসহায়, আর বাংলাদেশ অসহায় অন্য রাষ্ট্রের সমর্থনের অভাবে। বলা বাহুল্য, সৌদি আরবসহ আরও কিছু দেশে রোহিঙ্গারা যেমন বাংলাদেশি পরিচয়ে পরিচিত, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-যুক্তরাজ্য যাওয়ার ডামাডোল শুরু হলে বাংলাদেশেরও কেউ কেউ যে রোহিঙ্গা হিসেবে নাম লেখাবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মিস রোও এর প্রস্তাব কি রোহিঙ্গাদের পাকপাকি ঠাঁই দেওয়ার কথা বলছে?

রোহিঙ্গাদের দেখাশোনা করা দক্ষিণ সুদান বা কঙ্গোর শরণার্থীদের দেখাশোনা করার মতো নয়। কারণ, সেখানকার মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে শরণার্থীদের কাছে যাওয়া বা অনিরাপদ পরিবেশে দাতা সংস্থার কর্মীদের কাজ করতে হয় না। সম্ভবত কক্সবাজারের মতো শান্ত, নিরাপদ ও আরামদায়ক পন্থায় শরণার্থী ব্যবস্থাপনা আর কোথাও নেই। সে কারণে রোহিঙ্গা সংকট যত বেশি স্থায়িত্ব লাভ করবে, তত বেশি দিন দাতা সংস্থার কর্মস্থল হিসেবে কক্সবাজার থাকবে পছন্দের শীর্ষে। আর কয়দিন পর ভাসানচরও এই তালিকায় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

সবরের পরিচয় দিতে দিতে রোহিঙ্গারা ক্লান্ত হয়ে গেলেও বিশ্বের কোনো আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার হয় না। আসিয়ান, কিংবা ওআইসির মতো আঞ্চলিক সংস্থা রাষ্ট্রের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ' হতে পারে ভেবে বিবেচনায় তাদের আশ্রয় দিলেও তাদের এবং নিজ দেশের মানুষের জন্য সংকটকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে দুর্বল কূটনীতির কারণে তাদের ফেরত পাঠাতে ব্যর্থ হয়ে। এসবের মধ্যে রোহিঙ্গারা প্রাণে বেঁচেছে এটা ঠিক, কিন্তু ক্রমে পরিণত হচ্ছে 'মানব বর্জ্যে'। তার ওপর বাংলাদেশে শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় যেহেতু কোনো আইনি কাঠামো নেই, নিজ দেশের ভেতরে শরণার্থী ব্যবস্থাপনা এবং তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনের প্রস্তাবে বাংলাদেশের অবস্থান কেমন হবে–সে বিষয়গুলোও অস্পষ্ট।

নিবন্ধিত শরণার্থীদের তৃতীয় প্রজন্ম বাস করছে এখন বাংলাদেশে–অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও পরিচয়ের সংকট নিয়েই। অনিবন্ধিত এফডিএমএনরাও পাঁচ বছর পার করে ফেলেছে। তাদের প্রত্যাবাসন কোনো এনজিও বা দাতা সংস্থার ম্যান্ডেট নয়। সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার আগে কেবল প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় না থেকে 'মানব বর্জ্য'কে কীভাবে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে ভাবার সময় হয়েছে বটে। এ জন্য নীতি এবং বাস্তব উদ্যোগে–উভয়ই প্রয়োজন। কোনো নীতি না থাকাটাও একটা নীতি–এ-জাতীয় দায়হীন ভাবনা ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় তো বটেই, ভবিষ্যতে অন্য কোনো দেশ বা অঞ্চল থেকে আসা জনজোয়ার সামলানোর ক্ষেত্রেও দেশকে মুশকিলে ফেলবে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, সদস্য, সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্যানসারের চিকিৎসায় বনৌষধির ব্যবহার

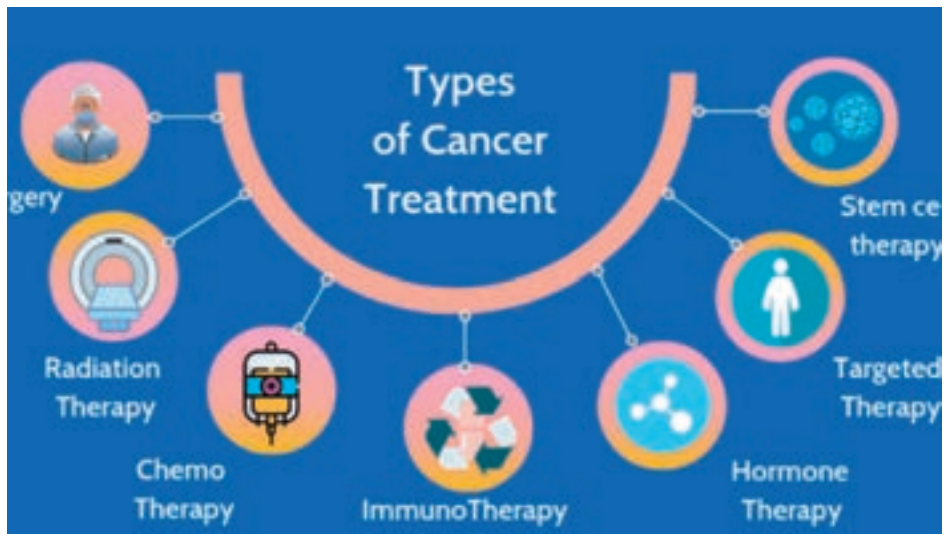
আফতাব চৌধুরী

আধুনিক প্রযুক্তি ও সভ্যতার সঙ্গে যে রোগটি আমাদের 'মেজর কিলার' হিসাবে জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে সেটি হল ক্যান্সার। চরক সংহিতায় এই কর্কট রোগটির উল্লেখ আছে। পুরাকাল থেকে বিভিন্ন বনৌষধি অর্থাৎ গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ঔষধের প্রয়োগের উল্লেখ আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বনৌষধির একটি বড়ো অংশকে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হাজার বছর ধরে বিভিন্ন রোগের নিরাময়ে প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ করে গাছ-গাছড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ সমস্ত উপাদান থেকে নিত্যনতুন ঔষধ আবিষ্কার হচ্ছে। পাইপরাস নামক গাছ থেকে ৭০০ রকমের ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে যা মিশরে ঐতিহাসিক কারণ ঘটিয়েছে। চীন দেশে ম্যাটেরিয়া মেডিকা থেকে ৬০০ ধরনের অন্যান্য ঔষধি গাছের খোঁজ মেলে। এই গাছটিকে আঞ্চলিক ভাষায় মেগামেডিকা বলা হয়। ১১০০ খ্রিস্টাব্দ এর সর্বপ্রথম অস্তিত্ব মেলে। আমাদের এ অঞ্চলে হাজার খ্রিস্টাব্দ পূর্বে যে সমস্ত আয়ুর্বেদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার অস্তিত্ব সুশ্রুত এবং চরক নামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে। গ্রিক বিশেষজ্ঞরা আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির নিদর্শন দিয়েছেন।

ক্যান্সার চিকিৎসায় বহু যুগ ধরে উদ্ভিদের ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ৩৫০০০ প্রজাতির গাছ পৃথিবীর ২০ টি দেশ থেকে সংগ্রহ করেছে, যা থেকে ১ লক্ষ ১৪ হাজার নির্যাস পাওয়া গিয়েছে যা ক্যান্সারের প্রভাব রুখতে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীব্যাপী ক্যান্সার রোধক ঔষধের বাজারের প্রায় তিনভাগের একভাগ উদ্ভিদ উদ্বৃত্ত প্যাকলিট্যাক্সেল ও ক্যাম্পেটোথেসিনের ব্যবহার হয়েছে। ক্যান্সার রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করারজন্য উদ্ভিদ ক্ষমতাশীল জৈবযৌগের উৎপাদন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ক্যান্সার চিকিৎসায় বনৌষধি: আগে থেকে সর্তক হয়ে অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক সচেতন মানুষ সেটা বুঝে গিয়েছেন। মানুষ জানে যে প্রাণীজ খাদ্য থেকে উদ্ভিদ খাদ্য অনেক বেশি নিরাপদ। ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে আছে ভেষজ বস্তু, প্রাণীজ বস্তু এবং অ্যান্টিবায়োটিক যা ক্যান্সার প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। ভিনক্রিসটিন এবং ভিনরাসটিন হল এক প্রকার ইন্ডোল অ্যালকালয়েড যা নয়নতারা গাছ থেকে পাওয়া যায়। এটি কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় কাজ করে। ভিস্কা অ্যালকালয়েডগুলিকে 'জাদুকর' ঔষধ বলা হয়। এদের আশ্চর্য কার্যকারিতা। যার মূল কারণ, ট্যাক্সেন পাওয়া যায় ট্যাক্সেন গোত্রের টেক্সাস অন বিশিষ্ট উদ্ভিদ থেকে। মানুষের শরীরে এই শ্রেণীর ঔষধের কার্যকরীক্ষমতা বেশি বলে জানা গিয়েছে। ট্যাক্সন শ্রেণীর ঔষধ কাজ করে মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন বন্ধ করে দিয়ে। ক্যাকটাস গাছ থেকে ইটোপসাইড নামক ঔষধ পাওয়া যায়, যা ব্যবহার করা হয় লিম্পোসা ও লিউকোমিয়া-র মতো অসুখে।



ক্যাথরনথাস রোসিয়াম: নয়নতারা। নয়নতারার সাদা ফুল গাছ থেকে ভিনকা অ্যালকালয়েড পাওয়া যায়। ভিনক্লাসটিন ও ভিনক্রিসটিন দু'টি প্রধান যৌগ, যেগুলো ব্যবহার ক্যান্সার রোধে ব্যবহৃত হয় তা ভিনকা অ্যালকালয়েড থেকে পাওয়া যায়। এগুলো ক্যান্সার চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এগুলো লিউকোমিয়া, লিম্ফোমাস, অ্যাডভান্সড টেস্টিকিউলার ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার ও ফুসফুস ক্যান্সারে ব্যবহৃত হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধ বনৌষধি যেহেতু আগে উল্লিখিত আর-ওএস গুলো ক্যান্সারের কারণ হিসাবে দায়ী সেহেতু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং প্রি-র‍্যাডিকাল স্ক্যাভেঞ্জার সকল টিউমার বা ক্যান্সারের সৃষ্টি, বৃদ্ধি বা বিস্তারের প্রত্যেকটি ধাপে বাধা দিতে পারে এবং দেহকোষগুলোকে রক্ষা করতে পারে ও কোষের ক্ষতির বিরুদ্ধে লড়তে পারে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই সমস্ত ক্যান্সার প্রতিরোধক উপাদানগুলোকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করতে পারলে মানুষের উপর ক্যান্সারের আক্রমণ অনেকটা প্রতিহত হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধে বিভিন্ন খাদ্যসমূহ: টকজাতীয় ফল। টিউমার কোষের বিরুদ্ধে সাতাশ ধরনের সাইট্রাস ফল ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। যার মধ্যে আছে পাতিলেবু, কমলালেবু, মোসাম্বি লেবু ইত্যাদি। কমলালেবুর মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের বাউমারিন পাওয়া যায় সেগুলো ম্যাক্রোফাই কোষ হিসাবে কাজ করে এবং সেটা সুপার অক্সাইড ও নাইট্রাস উৎপাদনে বাধা দেয় ও যে লিমোনয়েড সংগৃহীত হয় তা জীবাণুমুক্ত হতে সাহায্য করে।

আঙুর: আঙুরের রস থেকে যে রাসায়নিক পাওয়া যায় তা ইস্ট্রোজেন হরমোন গ্রাহক ও অ্যারোমেটোস দমনকারী হিসাবে ও দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কাজ করে। লাল আঙুরের ছাল থেকে রিসভোরেটল নির্গত হয় যা ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা করে এবং শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে। এর মধ্যে কালো আঙুর বেশি কার্যকার।

ডুমুর: ডুমুর ফুল সংগ্রহের সময় যে সাদা রস নি:সৃত হয় তা চামড়ায় গঠিত টিউমার ও ক্ষত চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়।

আদা: আদা থেকে যে সুগন্ধি মিশ্র উপাদান যথা জিনজেরল ও প্যারাডল পাওয়া যায় তা টিউমার আটকাতে সাহায্য করে। **চা :** চা গাছ থেকে একটি কার্যকারী যৌগ 'অ্যান্টি অক্সিডেন্ট 'পাওয়া যায়। মুক্ত মৌল দ্বারা সৃষ্টি কোষের ক্ষত রুখতে এটি ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন জীব-জন্তুদের উপর গবেষণায় জানা যায়, সবুজ ও কালো চা ফুসফুসের টিউমার সৃষ্টি রোধে কার্যকারী।

হলুদ: হলুদ থেকে যে ধরনের কারকিউমিন পাওয়া যায় তা জীবদেহে রাসায়নিকভাবে ক্যান্সার সৃষ্টি রোধে কাজ করে।

রোজমেরি: চিরহরিৎ সুগন্ধ গুল্ম বিশেষ। এটি সুস্বাদু মশলা হিসাবে বাড়িতে ব্যবহার করা হয়।

বয়রা: যার বিজ্ঞানভিত্তিক নাম 'কমব্রেটাস ক্যাপ্রার্স'-এর ছাল থেকে কমব্রেটাসটিন সংগৃহীত হয়। এটি কোলন, ফুসফুস এবং লিউকোমিয়া ক্যান্সার প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। **সয়াবিন:** সয়াবিনে প্রচুর প্রাকৃতিক ইস্টোজেন থাকে, যার ফলে স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

মৌমাছির চাক : তিনশো খ্রিস্টাব্দ থেকে পরম্পরা অনুযায়ী এর ঔষধ রূপে ব্যবহার জানা যায়। এটি বৃহত্তরভাবে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট, ক্যান্সার রোধক ও রোগজীবাণুর হাত থেকে মুক্ত হতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে থাকে।

লেখক: **সাংবাদিক-কলামিস্ট**

ছোট পোশাকের কৃষ্টি-কালচার

আইরিন সুলতানা

ইদানীং সহাবস্থান রেখে 'কৃষ্টি-কালচার' কানে আসছে ক্ষণে ক্ষণে। রোমান যুগে একজন দার্শনিক নাকি এক উপমায় 'কালচার' শব্দটি লিখেছিলেন। কালচার শব্দ নিয়ে বিস্তর ব্যবচ্ছেদ উনিশ শতকে দেখা যায়। কালচার শব্দটি ফরাসি থেকে এসেছে, বলা হয়। আবার লাতিন থেকে এসেছেও, বলা হয়। যেখান থেকেই আসুক; কালচারের আদি রূপ কালটিভেশন; যার অর্থ জমি চাষ বা কৃষিকাজ। কিন্তু রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে করতে ইংরেজি কালচারের অর্থ আধুনিক ও বহুমাত্রা পায়। কালচার অর্থ আর্ট। কালচার অর্থ কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও নির্দিষ্ট সময়ের সোশ্যাল বিহেভিয়ার। কালচারের বাংলা কী লেখা ও বলা যায় তবে? কৃষ্টি, নাকি সংস্কৃতি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোড়া থেকেই কালচারের বাংলায় কৃষ্টি নিয়ে চরম বিরাগভাজন ছিলেন, যা প্রকাশে কোনো রাখঢাক ছিল না তাঁর। বঙ্কিমচন্দ্র কালচারের বাংলা অনুশীলন লিখতেন। আর কালচারের প্রতিশব্দে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ছিল- চিৎপ্রকর্ষ, চিত্তপ্রকর্ষ, চিত্তোৎকর্ষ। কালচারড মানুষকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃষ্টচিত্ত লোক' বলতে চাইতেন।

এদিকে ১৯২২ সালে প্যারিসে এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানতে পারেন, মারাঠি ভাষায় ফিরিঙ্গি কালচারের প্রয়োগ হয় 'সংস্কৃতি' শব্দে এবং তাঁরা আরও আগে থেকেই এমনটি করে আসছেন। দেশে ফিরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কালচারের বাংলা প্রতিশব্দে 'সংস্কৃতি' প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি শব্দটির প্রতি সায় দেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'সংস্কৃতি' শব্দটি 'ভদ্র' সমাজের যোগ্য শব্দ। তিনি মনে করতেন, মানুষ কালচারড, তাঁকে কৃষ্টিমান না বলে সংস্কৃতিবান বললে বেশি সম্মান দেখানো হবে।

হালে, এ বছর মে মাসে নরসিংদীর রেলস্টেশনে এক তরুণীকে তাঁর পোশাক নিয়ে অভব্যের মতো হেনস্তা করেন আরেক নারী। জনসমাগমের মধ্যে কারও গায়ে হাত দিয়ে টানাহেঁচড়া করে পোশাক ছিঁড়ে নেওয়ার মতো বর্বর আচরণের পরও শিলা নামের ওই নারী মামলা থেকে প্রথমবার জামিন পেয়ে যান। শুনানিতে উচ্চ আদালতের মন্তব্য ছিল- 'কৃষ্টি সংরক্ষণ করতে হবে'। আদালত নাকি আরও বলেছিলেন, বাংলাদেশের কৃষ্টি-কালচার সাপেক্ষে এ ধরনের পোশাক দৃষ্টিকটু।

সেই শুনানিতে বিচারকদের ব্যক্তিগত মন্তব্যকে (রায় নয়) অভিনন্দন জানিয়ে ঢাবি, জবি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছেলে ও মেয়েরা শার্ট-প্যান্ট, পায়জামা, বোরকা-হিজাব পরে প্ল্যাকার্ড হাতে নেমে পড়ে। জানা গেল, তারা কৃষ্টি-কালচার সংরক্ষণ করতে চায়।

আবহমান বাংলার কৃষ্টি-কালচারে বলা চলে, নারী ও পুরুষের পোশাক বলতে ছিল এক খণ্ড সেলাইহীন বস্ত্র। ছেলেরা আজানু ধুতি পরত। ল্যাঙট পরারও চল ছিল কাজকর্মে। ঊর্ধ্বাঙ্গ থাকত অনাবৃত। আত্মকথা গ্রন্থে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন- 'ঈদের জমাতেও লোকেরা কাছা দিয়া ধুতি পরিয়াই যাইত। নামাজের সময় কাছা খুলিতেই হইত। সে কাজটাও নামাজে দাঁড়াইবার আগে তক করিত না।' দেশভাগের আগে ধুতিতে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ স্পর্শ করেনি, বলা চলে। কাজী নজরুল ইসলামও ধুতি পরেছেন।



এ বছর মে মাসে নরসিংদীর রেলস্টেশনে এক তরুণীকে তাঁর পোশাক নিয়ে অভব্যের মতো হেনস্তা করেন আরেক নারী। জনসমাগমের মধ্যে কারও গায়ে হাত দিয়ে টানাহেঁচড়া করে পোশাক ছিঁড়ে নেওয়ার মতো বর্বর আচরণের পরও শিলা নামের ওই নারী মামলা থেকে প্রথমবার জামিন পেয়ে যান। শুনানিতে উচ্চ আদালতের মন্তব্য ছিল- 'কৃষ্টি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৮২৮ সালে পাবনা জেলার জন্ম হয়। এই জেলা নিয়ে ইতিহাসবিদ রাধারমণ সাহার ১৯২৬ সালের গ্রন্থে পোশাক হিসেবে ধুতি ও গামছার কথা রয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ও মো. হাবিবুল্লাহ রচিত পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি বইটি প্রকাশ পায় ২০০৯ সালে। এতে শতবর্ষী এক বৃদ্ধের স্মৃতিচারণে বিশ শতকের শুরুতে ধুতি ও গামছা পরার কথা মেলে। এ কারণেই লেখক গোলাম মুরশিদ ধুতিকে বাঙালির সনাতনী পোশাক বলেছেন।

আবুল মনসুর আহমদের আত্মকথা বইতে বলা আছে, ফরাজি পদবিধারী অনেকেই সাদা লুঙ্গি বা তহবন্দ পরতেন। এটি যতদূর মনে হয়, ১৮২৮ সালের আগে ও পরের কথা; অর্থাৎ উনিশ শতকের। দেশভাগের পর তখনকার পূর্ব বাংলা ভূখণ্ডে লুঙ্গি পরা শুরু হয়। বিশ শতক থেকে লুঙ্গির প্রচলন শুরু হয় একটু একটু করে। অর্থাৎ লুঙ্গির প্রচলন বেশি পুরোনো নয়। বার্মা থেকে রঙিন লুঙ্গির চল এসেছে মনে করা হয়। আবার অনেকে দ্বিমত করে বলেন, তামিলনাড়ু থেকেই লুঙ্গি এসেছে। ওই সময় আবার মুসলমান সমাজে ধুতি-বিরোধিতা দেখা দেয়। সে সময় মুসলমান পুরুষদের লুঙ্গি ও পায়জামা পরা বাড়তে থাকে। তবে হিন্দুরাও লুঙ্গি পরত। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লুঙ্গি পরে থাকতেন বাড়িতে।

১৮৫১ সালের দিকে লেখা বইতেও বাঙালির নারীর পোশাকের বর্ণনায় পেটিকোট ও ব্লাউজের কথা মেলেনি। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের ধারণা নিয়ে আসেন রানী ভিক্টোরিয়া। অর্থাৎ বাঙালি সমাজে ব্লাউজ পরার পেছনে ইউরোপীয় সমাজের একটি ভূমিকা রয়েছে। এর পরও ব্লাউজ মূলত আধুনিক নারীরা পরতেন; সাধারণ নারীরা নন। ইংরেজ মেয়েদের প্যান্ট-স্কার্টের সঙ্গে ঊর্ধ্বাঙ্গে শার্ট-টপস দেখে বঙ্গদেশের মেয়েদের এমন জামা পরার আগ্রহ জাগতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার থেকে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ পরার চল শুরু হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ব্রিটিশ নারীদের দেখে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরা শুরু করেন। কেউ কেউ বলেন, পেটিকোট আসে পর্তুগিজদের দেখে। যদিও ১৮৯০ সাল থেকে ব্লাউজের চল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তবে ব্লাউজের ইতিহাস মোটে ১৩২ বছর আগের।

১৮২০ সালের দিকেও বাঙালিদের মধ্যে জুতা পরার অভ্যাস দেখা যায়নি। তবে বাঙালি সমাজ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকেই জুতা পরা শেখে। শুরুতে অবশ্য মেয়েরা জুতা পরলে তারা খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে বলে সমালোচনা হতো। এদিকে বাঙালি পুরুষরা শার্ট-প্যান্ট-স্যুট এসব পরতে শিখেছে তাও খুব বেশি আগের কথা নয়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে।

আজকে যারা পোশাকের কৃষ্টি-কালচার রক্ষায় নেমেছে; সেই কৃষ্টি-কালচারের ইতিহাস বলছে- ধর্ম নির্বিশেষে নারী-পুরুষ বাঙালির সনাতনী পোশাক হচ্ছে ধুতি, কাছা, গামছা, ল্যাঙট এবং ব্লাউজ-পেটিকোট ছাড়া শাড়ি। সেই প্রায় উদোম ঊর্ধ্বাঙ্গ বা খোলা পিঠ, কাঁধ, বাহু ও উন্মুক্ত পেট। আজকে যারা নারীকে বড় কাপড় পরা শেখাতে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়েছে; নিশ্চিতভাবে তাদেরই পরিবারের চার-পাঁচ প্রজন্ম আগের ছেলে এমনকি মেয়েরাও ছোট পোশাকে শরীরের অনেকটাই দেখাত।

বাংলার ভূখন্ড মরুর দেশ নয় বলে সূর্য ও ধুলা থেকে রক্ষায় বেদুইনদের মতো পোশাকের ইতিহাস এখানে নেই। ফিরিঙ্গিদের থেকে বাঙালি নিজেদের আরাম, কাজকর্ম, সৌন্দর্য, উৎসব ও আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই পোশাক বেছে নিয়েছে। এটাই 'সায়েন্স'।

লেখক: লেখক ও অধিকারকর্মী

মিখাইল গর্বাচেভের ‘কলঙ্ক’ ও কলম

শেখ রোকন

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সদ্য প্রয়াত নেতা মিখাইল সের্গেইয়েভিচ গর্বাচেভ বাংলাদেশের জন্য বন্ধু, না বৈরী? তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম যেন মোটাদাগে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব তাঁকে বন্ধু হিসেবে বিদায় জানাচ্ছে; অন্যদিকে রাশিয়াসহ সাবেক কমিউনিস্ট দেশগুলোর ভেতর ও বাইরে বাম ভাবাপন্নরা তাঁকে বৈরী বা ক্ষেত্রবিশেষে ‘বিশ্বাসঘাতক’ আখ্যা দিচ্ছে। বাংলাদেশের হাওয়াও তথৈবচ। খোদ মস্কোতেও আগামী শনিবার তাঁর শেষকৃত্যে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে না এবং প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিনও তাতে যোগ দিচ্ছেন না।

গর্বাচেভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ‘গ্লাসনস্ত’ বা উদারীকরণ এবং ‘পেরেস্ত্রোইকা’ বা পুনর্গঠন বা সংস্কার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ‘যান্ত্রিক’ শাসন ব্যবস্থায় তিনি ‘মানবিক’ প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন। আর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ওই দুই নীতি গ্রহণের পর কিছু ঘটন-াপরম্পরায় তাঁর শাসনামলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়েছিল। রাশিয়ার ভেতর ও বাইরের বাম ভাবাপন্নরা এ জন্য তাঁকে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি।

গর্বাচেভের কপালে একটি জন্মদাগ ছিল। মাথার কেশ যত কমে আসছিল; দাগটি ততই ‘আইডেন্টিক্যাল’ হয়ে উঠছিল। তাঁকে নিয়ে পশ্চিমা সংবাদপত্রে যেসব কার্টুন আঁকা হতো, সেখানেও এই দাগ ছিল অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। অনেক সেলিব্রিটির মতো তিনি ওই দাগ কখনোই প্রসাধনে লুকানোর চেষ্টা করেননি। সোভিয়েত ইউনিয়ন-পরবর্তী জীবনে গ্লাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা নীতির পক্ষে অবস্থানও লুকাতে চেষ্টা করেননি। বরং বলেছেন, আরও আগে নীতি দুটি গ্রহণ করা হলে এবং ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে যেত। কিন্তু জন্মদাগের চেয়ে রাজনৈতিক দাগই যেন তাঁর জীবনে প্রকৃত ‘কলঙ্ক’ হয়ে রয়ে গেল।

প্রশ্ন হচ্ছে- সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙায় গর্বাচেভের কথিত ভূমিকায় বাংলাদেশের কী যায় আসে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আঞ্চলিক নেতা মাত্র। স্তাভরপুল প্রশাসনিক বিভাগের গভর্নর। তবে সেই পদাধিকারবলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে ‘সুপার এলিট’ চক্রে প্রবেশের সুযোগ পান। এর মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সত্তর দশকের গোড়ায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এশিয়া ও ইউরোপে ‘সমাজতন্ত্র সম্ভাবনাময়’ কিছু দেশ ভ্রমণও করেন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যদিও সেই তালিকায় ছিল না; ব্রেজনেভের শিষ্য হিসেবে তিনি সম্ভবত



আমাদের বন্ধুই ছিলেন।

এটাও সত্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর বিশ্বব্যবস্থায় ‘দুই মেরু ভারসাম্য’ বিঘ্নিত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর কদর কমে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরপরই আমাদের দেশে সোভিয়েত প্রযোজনায় মানবসম্পদ ও অবকাঠামো খাতে যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল, তাতেও ছেদ পড়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দেশের বামপন্থি রাজনীতিতে যে ক্ষয় সূচিত হয়েছিল, তাতে রাজনৈতিক ভারসাম্যও বিনষ্ট হয়েছে বৈকি। সেদিক থেকে বর্তমান গর্বাচেভকে কি ‘সাবেক বন্ধু’ বলাই সঙ্গত?

সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান অবশ্য গর্বাচেভকে আখ্যা দিয়েছেন ‘হারিয়ে যাওয়া জ্ঞাতি ভাই’ হিসেবে। ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত নিবন্ধে লিখেছেন কীভাবে সোভিয়েত-উত্তর লন্ডনে তিনি গর্বাচেভের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। বদরুল আহসানের কপালেও যে জন্মদাগ রয়েছে, তা বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বক্তৃতা শেষে কাছে এসে এ নিয়ে গর্বাচেভ যখন কৌতুক করেছিলেন, তখন বদরুল আহসান এই জ্ঞাতি-সম্পর্ক তুলে ধরেন।

পরিবেশ আন্দোলনের দিক থেকে দেখলে অবশ্য মিখাইল গর্বাচেভ আজীবন ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছেন। সোভিয়েত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবেশ-নির্লিপ্ত থাকার যে অভিযোগ রয়েছে, তিনি তা থেকে স্পষ্টতই শিক্ষা নিয়েছিলেন। নৌপথ, সুপেয় পানি, জলাভূমি রক্ষায় আঞ্চলিক গভর্নর থাকার সময় থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ক্ষমতাচ্যুতির পর ১৯৯২ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির ওয়েস্টমিনস্টার কলেজে তিনি ‘দ্য রিভার অব টাইম অ্যান্ড ইমপ্যারেটিভ অব অ্যাকশন’ শীর্ষক যে বক্তব্য দেন, তা পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক তাগিদের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে রয়েছে।

ইয়েগোরলিক নদী অববাহিকায় ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণকারী মিখাইল গর্বাচেভ অন্য সোভিয়েত নেতাদের তুলনায় কম গম্ভীর ছিলেন। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে অবকাশ যাপন, আড্ডা ও হাস্যরস পছন্দ করতেন। খানিকটা সহজ-সরলও ছিলেন সম্ভবত।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনা মনে পড়ল। মস্কো নয়; ওয়াশিংটন ডিসিতে ‘নিউজিয়াম’ ঘুরে দেখছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি কলম যত্ন করে সাজিয়ে রাখা। নিচে লেখা এর ইতিহাস- সাড়ম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির ডিক্রিতে স্বাক্ষরের সময় গর্বাচেভের কলমটি কালি ছাড়ছিল না। সেখানে উপস্থিত সিএনএন সম্পাদক টম জনসন নিজের কলম এগিয়ে ধরেন। গর্বাচেভ সরল মনে কলমটি নিয়ে স্বাক্ষর করেন ও মালিককে ফিরিয়ে দেন। এখন সেই ‘ঐতিহাসিক’ কলম শোভা পাচ্ছে আমেরিকান জাদুঘরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসকে নিজেদের জাদুঘরে তোলার এমন অনেক আমেরিকান ‘সহায়ক’ মিখাইল গর্বাচেভ সম্ভবত বুঝতে পারেননি। পরের মুখে যেমন ঝাল খেতে নেই; তেমনই পরের কলমে নিজের নাম লিখতে নেই।

লেখক: লেখক ও গবেষক

কুসংস্কার উন্নয়নের প্রতিবন্ধক

মো. জিল্লুর রহমান

এই আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগেও আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এখনো কুসংস্কারে নিমজ্জিত। শিক্ষিত আর অশিক্ষিত উভয় শ্রেণির মানুষের মধ্যেই কুসংস্কার লক্ষণীয়। আজও গ্রামগঞ্জে মেয়েদের সৌন্দর্য বিচারের ক্ষেত্রে লক্ষ্মী লক্ষ্মী ইত্যাদি নিয়ে হাস্যকর বিভাজন চলে। এখনো অনেককে দেখা যায়, এক শালিক দেখলে দিন খারাপের অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হতে। ঘর থেকে বেরোবার সময় অসাবধানতাবশত হোঁচট খেলে বা হাঁচি হলে কেউ কেউ খানিকটা বসে তারপর বাড়ি থেকে বের হন। অনেকেই পেছন থেকে ডাকা অমঙ্গলকর বলে বিশ্বাস করেন। এমন হাজারো কুসংস্কার দৈনন্দিন জীবনে ছড়িয়ে আছে। এসব কুসংস্কার মূলত সামাজিক জীবনের প্রতিবন্ধক এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্তরায়।

কুসংস্কার একধরনের অন্ধবিশ্বাস হলেও একে সমাজ-জীবনের অভিশাপও বলা চলে। অনেকে একে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে, যদিও মনের অজ্ঞানতা, যুক্তিহীনতা আর বিবেক-বুদ্ধির অভাব থেকেই কুসংস্কারের জন্ম। প্রকৃতপক্ষে এসবের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। যুগ যুগ লোকমুখে প্রচলিত ভুল ধারণা, কিছু বানানো গল্পের রটনা আর অজ্ঞতাজ-নিত বিশ্বাসই এর মূল ভিত্তি। যেমন সনাতন ধর্মে একসময় সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। কুসংস্কারের প্রভাবে সমাজের পাশাপাশি মানবজীবনের অনেক ক্ষতি হয়। সমাজে দেখা দেয় নানা বিশৃঙ্খলা।

মানুষের তৈরি যুক্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সহজ বাংলায় কুসংস্কার বলা হয়। এসব কুসংস্কারের কারণে অনেকের জীবনও হুমকির সম্মুখীন হয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাঝেই কুসংস্কারের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। তবে শহুরে মানুষ যে এসব থেকে মুক্ত, তাও বলা যাবে না। বড় বড় খোলোয়াড়, রাজনৈতিক নেতা, প্রসিদ্ধ লেখকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝেও কুসংস্কারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাদের সমাজ-সংসার, আচার-অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ড এসব মনগড়া প্রথা ও ভ্রান্ত রীতিনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। আল্লাহর বিধান ও হজরত মোহাম্মদের (সা.)-এর দেখানো জীবনাচারের সঙ্গে এসব সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলামি শরিয়ত এসব কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে বিশ্বাস করা হারাম বলে অভিহিত করে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনপূর্ব সময়কে কুরআনে ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’ বা অজ্ঞতা, বর্বরতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়েছে। কারণ তৎকালীন আরবসমাজ ছিল নানা কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

ছোটখাটো বিষয়ে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে সেসবের তেমন কোনো ক্ষতিকর প্রভাব না দেখা গেলেও মানবজীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। কুসংস্কারের প্রভাবে মানব মনে যে সংকীর্ণতা দেখা দেয়, তা প্রতিফলিত হয় আচরণে, কাজকর্মে। যেমন, অজপাড়াগাঁয়ে এমন ধারণা আছে যে, ঘুম থেকে উঠে কিছু মানুষের মুখ দেখলে দিন খারাপ যায়। এর ফলে সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষে বিভেদ আর শত্র“তার। তবে শুধু আমাদের এ উপমহাদেশেই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি তা নয়, শিক্ষাদীক্ষায়, সভ্যতায় সমৃদ্ধ অনেক জাতির মাঝেও কুসংস্কারের অস্তিত্ব রয়েছে। দেশে দেশে অবশ্য এই অন্ধ বিশ্বাসের পার্থক্য রয়েছে।

মানব মন থেকে কুসংস্কারের এই জগদ্দল পাথরটিকে সরানো যদিও খুব সহজ কাজ নয়, তারপরও সর্বস্তরের মানুষকে এই অন্ধকার দূরীকরণে এগিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সামাজিক মাধ্যমগুলোয় জোর প্রচার চালাতে হবে। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব স্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক কুসংস্কার দূর করে আলোর পথ দেখাতে হবে, সমাজকে নতুনভাবে গড়তে হবে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক: ব্যাংকার ও লেখক

রাশিয়া-ইসরায়েল তিক্ত সম্পর্ক দুর্ভোগ ডেকে আনবে মধ্যপ্রাচ্যে

দিনেশ কামাত

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর দেশটির ইহুদিদের মধ্যে ইসরায়েলে অভিবাসনের হার দ্রুতগতিতে বেড়েছে। আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ এবং বিচারের মুখে পড়তে হয় কি না, সেই ভয়ে রাশিয়ায় বসবাসকারী ১ লাখ ৬৫ হাজার ইহুদির মধ্যে ২০ হাজার ৫০০ জন এরই মধ্যে রাশিয়া ছেড়েছেন।

যুদ্ধের বিরোধিতা করে রাশিয়া থেকে যাঁরা দেশত্যাগ করছেন, ইহুদিরা তাঁদের অন্যতম। ইহুদিদের এ দেশত্যাগ রাশিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়াচ্ছে। এই তিক্ত সম্পর্ক ইসরায়েল ও পুরো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাব্যবস্থায় নতুন বিন্যাস তৈরি করছে।

সম্প্রতি রাশিয়ার ইহুদি নেতারা ইউক্রেন যুদ্ধে তাঁদের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। রাশিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান রাব্বি বা যাজক বেরেল লাজার শান্তির আহ্বান জানিয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

সম্প্রতি রাশিয়ার ইহুদি নেতারা ইউক্রেন যুদ্ধে তাঁদের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। রাশিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান রাব্বি বা যাজক বেরেল লাজার শান্তির আহ্বান জানিয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের প্রস্তাব দিয়েছেন। গত মে মাসে তিনি রাশিয়ার বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজেও অংশ নেন। অন্যদিকে মস্কোতে ইহুদিদের প্রধান রাব্বি পিনচাস গোল্ডস্মিথ সংঘাতের জন্য রাশিয়ার ভূমিকাকে ক্ষমা করা যায় না ঘোষণা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন।

নিকট ইতিহাসের মধ্যে রাশিয়ার ইহুদিরা এখন সবচেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ। ইউক্রেনের সঙ্গে তাঁদের শক্তিশালী বন্ধন রয়েছে। মালদোভা ও বেলারুশের সঙ্গেও তাঁদের বন্ধন দৃঢ়। এর আগে এসব দেশের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক যখন অবনতি হয়েছে, তখনই তাঁদের বড় মূল্য দিতে হয়েছে। অনেককে দেশ ছাড়তে হয়েছে। ইতিহাসের একই পুনরাবৃত্তির ভয় তাঁদের মধ্যে আবার দেখা দিয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ভূরাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েল সফর করেছেন। অন্যদিক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তেহরানে ইরান ও তুরস্কের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এটা মোটেই কাকতালীয় ঘটনা নয়।

যদিও রাশিয়ায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইহুদিবিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে না। কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাতে করে রাশিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, গত মার্চ মাসে ইউক্রেনীয়দের পক্ষে কথা বলার জন্য ইহুদি সাংবাদিক আলেক্সি ভেনেডিকটভকে জরিমানা করা হয়েছে। কিছু দুর্বৃত্ত তাঁর বাড়ির গেট ভেঙে ফেলে এবং তীব্র ইহুদি ঘৃণার চিহ্ন হিসেবে সেখানে শুয়োরের মাথা রেখে আসে।

রাশিয়ায় অবস্থিত ইসরায়েলের ইহুদি এজেন্সি বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে কেউ কেউ। এই সংস্থা ১৯২৯ সাল থেকে ইহুদিদের অভিবাসনের বিষয়টা দেখভাল করে আসছে। এমনকি ইউক্রেনে আগ্রাসনের বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহুদিবিদ্বেষী যুক্তি দাঁড় করিয়েছে রাশিয়া। মস্কোর পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তারা ইউক্রেনকে নাৎসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে চায়। প্রমাণ হিসেবে তারা ইউক্রেনে আজভ ব্যাটালিয়নের দৃষ্টান্ত সামনে নিয়ে আসছে। নাৎসিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ইউক্রেনের এই অতি ডানপন্থী বাহিনীটির নিয়ন্ত্রণে ছিল বন্দরনগর মারিউপোল। যদিও ইউক্রেনের সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে অতি ডানপন্থীরা বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়। ভলোদিমির জেলেনস্কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, ধর্মপরিচয়ে তিনি একজন ইহুদি।

গত মার্চ মাসে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ইতালির একটি টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অ্যাডলফ হিটলারের ইহুদি বংশে জন্ম হয়েছিল। ইসরায়েলের নিষ্ঠুরতার পেছনেও কারণ রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইয়ার লাপিদ বলেছেন, ইহুদিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিচু মাত্রার বর্ণবাদের ঘটনাও ইহুদিবিদ্বেষ বলে বিবেচিত হবে।

ইসরায়েল ও রাশিয়া সম্পর্কে এই ঘটনা বাঁকবদল হিসেবে চিহ্নিত হবে। পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট যেখানে যুদ্ধ বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, লাপিদের অবস্থান সেখানে অতি কঠোর।

এর আগে এপ্রিল মাসে ইউক্রেনের বুচায় রুশ বাহিনীর হাতে বেসামরিক নাগরিক গণহত্যার শিকার হয়েছে বলে খবরে প্রকাশিত হয়। সে সময় লাপিদ ছিলেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে নাফতালি বেনেট কোনো মন্তব্য করেননি তখন। জুলাই মাসে লাপিদ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে।

রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনার পারদ যখন চড়ছে, তখন মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তাবিন্যাস কেমন হবে, সেটা নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ইসরায়েল। দৃষ্টান্ত হিসেবে, এখন মস্কো যদি ইসরায়েলের সঙ্গে অসমাপ্ত নিরাপত্তা চুক্তিটি সম্পন্ন করে, তাহলে কী ঘটতে পারে। এই চুক্তি হলে ইসরায়েল তুলনামূলকভাবে আরও স্বাধীনভাবে সিরিয়ায় অবস্থিত ইরানি ও হিজবুল্লাহ অবস্থানের ওপর হামলা চালাতে পারবে। সেটা হলে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান প্রক্সি যুদ্ধ আরও তীব্র হবে। মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশ সেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে।

এ ছাড়া ভূমধ্যসাগরে নৌঘাঁটি চালু রাখতে চায় রাশিয়া। দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়লে ইউরোপে গ্যাস রপ্তানির যে পরিকল্পনা ইসরায়েল নিয়েছে, সেটা বাধাগ্রস্ত করতে পারে রাশিয়া।

দুই দেশের মধ্যে সামরিক রেষারেষির ঘটনা এরই মধ্যে ঘটে গেছে। মে মাসে রাশিয়া সিরিয়াতে ইসরায়েলের একটি বিমান লক্ষ্য করে বিমানবিধ্বংসী এস-৩০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। জুন মাসে ইসরায়েল সিরিয়ার দামেস্ক বিমানবন্দরে বোমা হামলা করলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানায় রাশিয়া। এরপর জুলাই মাসে সিরিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশের কারণে ইসরায়েলের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করে ‘সতর্ক গুলি’ ছোড়ে রাশিয়া।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বড় প্রভাব ফেলবে। আগামী নভেম্বর মাসে ইসরায়েলে জাতীয় নির্বাচন। অনেকে এখন এটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন, রাশিয়ার প্রতি কঠোর অবস্থানের কারণে ভোটের মাঠে লাপিদকে কতটা মূল্য চুকাতে হবে। এর মধ্যে এমন সংবাদও এসেছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তা সংস্থা শিন-বেট রাশিয়াকে ইসরায়েলের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করার জন্য বলেছে। যদিও ইসরায়েলের সরকার সেই প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে।

অন্যদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রাশিয়ার প্রতি লাপিদের এই কঠোর অবস্থানকে নিজের রাজনৈতিক ভাগ্যবদলের একটি সুযোগ হিসেবে দেখছেন। নেতানিয়াহু রাশিয়ার প্রেসিডেন্টে ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে গর্ব বোধ করেন। তিনি এখন লাপিদকে ‘রাশিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলে পরিমিত, ভারসাম্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল বন্ধুত্ব’কে বিপদে ফেলার জন্য দোষারোপ করছেন। একই সঙ্গে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা বিপদে ফেলার মতো সংকট তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন।

রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ ভূরাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েল সফর করেছেন। অন্যদিক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তেহরানে ইরান ও তুরস্কের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এটা মোটেই কাকতালীয় ঘটনা নয়।

যুদ্ধের পশ্চাৎপটে নতুন জোট তৈরি হচ্ছে, এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই রাশিয়া ও ইসরায়েলকে সতর্ক করে দিতে হবে যে তাদের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব শুধু নিজেদের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

লেখক: মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

ELECTION COMMISSION 2018

ELECTION 2022

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 347-738-5183
Email: info@electioncommissionbds.com • Website: www.electioncommissionbds.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1976 * Tax ID: 80-0506883

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির ২০২৩-২৪ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ও ৫টি কেন্দ্রের নির্ধারিত জিপকোড অনুযায়ী টাচ স্ক্রীন ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

POLLING CENTERS WITH ZIP CODE

- **QUEENS: Gulshan Terrace (Dhaka Club), 59-15 37th Ave. Woodside, NY 11377**

10001, 10002, 10003, 10009, 10010, 10011, 10013, 10016, 10017, 10018, 10019, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10029, 10030, 10032, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10069, 10118, 10128, 10280, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11322, 11347, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358, 11363, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11377, 11378, 11379, 11396, 11473

- **OZONE PARK: Deshi Center, 83-10 Rockaway Blvd. Ozone Park, NY 11416**

11207, 11208, 11239, 11372, 11385, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 11421, 11692

- **BROOKLYN: P.S. 179 - 202 Avenue C Brooklyn, NY 11218**

10301, 10303, 10304, 10305, 10306, 10308, 10309, 10310, 10314, 11201, 11203, 11204, 11205, 11206, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11230, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11244, 11249, 11280, 11315, 11355, 11563, 11590, 11691, 11693

- **BRONX: Golden Palace, 1451 Unionport Road, Bronx, NY 10462**

00458, 00604, 00605, 00607, 01864, 04083, 06001, 06033, 06040, 06042, 06095, 06109, 06483, 06492, 06604, 06605, 06607, 06610, 06614, 06810, 06825, 06850, 06854, 06884, 06901, 06902, 06906, 06908, 07047, 07055, 07067, 07083, 07201, 07202, 07307, 07424, 07501, 07502, 07503, 07508, 07513, 07522, 07552, 07604, 07631, 07644, 07666, 08225, 08537, 08822, 08872, 09120, 10402, 10432, 10437, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10468, 10469, 10471, 10472, 10473, 10477, 10479, 10482, 10583, 10605, 10642, 10662, 10701, 10704, 10705, 10710, 10801, 10803, 10805, 10950, 10954, 10962, 11461, 11462, 11467, 11472, 11577, 11590, 11803, 12144, 12206, 12524, 12534, 12553, 12603, 14214, 14215, 19082, 19111, 19440, 20874, 21043, 29420, 33463, 41467, 91932

- **JAMAICA: Ikra Party Center, 89-16 175th Street, Jamaica, NY 11432**

10432, 11001, 11003, 11004, 11010, 11040, 11050, 11153, 11175, 11332, 11333, 11342, 11344, 11345, 11361, 11362, 11364, 11365, 11366, 11368, 11375, 11377, 11411, 11412, 11413, 11422, 11423, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11434, 11435, 11436, 11437, 11438, 11445, 11501, 11516, 11534, 11542, 11545, 11548, 11550, 11553, 11554, 11560, 11566, 11568, 11575, 11576, 11580, 11590, 11591, 11596, 11598, 11703, 11704, 11706, 11710, 11714, 11717, 11720, 11722, 11729, 11733, 11735, 11738, 11741, 11746, 11747, 11753, 11756, 11757, 11758, 11766, 11767, 11771, 11779, 11784, 11788, 11791, 11798, 11801, 11932, 11950, 22004

1. No voter will be allowed to cast his or her vote without original photo ID (no photocopy or picture or screenshot of ID will be accepted). The following forms of identification may be accepted: Driver's License, State ID, Green Card, Work Authorization Card, Passport, Learner Permit & IDNYC.
2. Campaigning, placement of posters, banners or distribution of flyers etc. are prohibited within 200 ft. of the polling area. Commission will remove poster/banner within this area and may back charge to the related candidate(s).
3. No radio speaker or any noise-making devices will be allowed in the vicinity of the polling area.
4. In the event of any unauthorized and unlawful conduct by any candidate or any other person in the election center on the Election Day, the local law enforcement agency will be notified immediately.
5. Only Disabled with wheelchair voter may nominate one assistant to cast his/her vote.
6. No candidate can enter the polling center without Commission's permission. Candidate may check the center one time for a period of max.10 minutes. If malfunction of voting machine is detected the candidate will be allowed to check.
7. Life members may get access to voting center directly by showing LM CARD to cast their vote.
8. Voters of one center cannot cast vote in another center (including candidates/life members, polling agents). Only presiding officer and polling officer will be allowed to cast their votes at their working center.
9. Each Voter's Name & Year of Birth on the Photo ID must match with the Name & Year of Birth on the voter list.
10. Polling Officers, Polling Agents, Presiding Officers, Election Commissioners & Machine Operators must show proof of vaccination card and wear face musk at all time.
11. All voters/volunteers/poll workers must maintain social distance at the polling center.
12. Any dispute on the election day must be submitted in writing to election commissioner on duty. Commission will investigate and decide on that dispute and that decision must be deemed as final.
13. After completion of the voting, the machine operator will print out the results in presence of the candidates or their representatives and will hand it out to the election commission. The election commission will read out the result.
10. The Election Commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

নির্বাচনের তারিখঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

Election Commission 2018 / নির্বাচন কমিশন ২০১৮

S.M. Jamal U. Ahamed (Jony)	Mohammed A. Hakim Miah	Mohammed Anwar Hussain	Kawsaruz Zaman (Koyes)	Mohammed R. Sarkar	Khokon Mosharof
Chairman	*Commissioner*	*Commissioner*	*Commissioner*	*Commissioner*	*Commissioner*
718-288-3838	*347-332-3653*	*347-429-5932*	*917-822-2207*	*718-705-2228*	*917-609-6083*



জাতিসংঘ যেকোনো উদ্যোগে অবদান রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত

(৪ পাতার পর)

পরিবেশগত নেতিবাচক দিক হ্রাস করার পক্ষে কাজ কওে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ।

পুলিশ প্রধানদের সম্মলেন উপলক্ষে আয়োজিত এই ইভেন্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত এবং বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ ।

এদিকে একই দিন বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্থায়ী মিশনে ইউএন উইমেন এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিজ অনিতা ভাটিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন । বৈঠকে নারী শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট পপ্রর্তনের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মিজ ভাটিয়া বাংলাদেশের প্রশংসা করেন । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউএন উইমেন এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর উভয়েই সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচির মাধ্যমে সাইবার সহিংসতাসহ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সম্ভাব্য সহযোগিতা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

নারায়ণগঞ্জে ৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী নামে

(প্রথম পাতার পর)

করছে । বিএনপির বিভিন্নপর্যায়ে নেতাকর্মীরা বলেছেন, শাওন পুলিশের গুলিতে মারা গেছে । সে সক্রিয়ভাবে যুবদলের রাজনীতি করত । তবে শাওনের মামা মোতাহার হোসেন বলেন, 'কান আছে শুনে যান, চোখ আছে দেখে যান ।' বাংলাদেশে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না । শাওনের মামার মতো অনেকে একই মন্তব্য করেন ।

এ দিকে গুলিতে যুবদল নেতা শাওনের মৃত্যুর ঘটনায় কোনো আসামির নাম উল্লেখ না করে বৃহস্পতিবার রাতে নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন নিহত শাওনের বড় ভাই মিলন প্রধান । মামলায় বিএনপির পাঁচ হাজার নেতাকর্মী ঘটনার সাথে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয় । এর আগে পুলিশ পাহারায় শাওনের লাশ নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল থেকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার পর পুলিশ পাহারায় ফতুল্লার নবীনগরে নামাজে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয় ।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কড়া পুলিশি পাহারায় নারায়ণগঞ্জে বিএনপি-পুলিশ সংঘর্ষে গুলিতে নিহত শাওনের জানাজা ও লাশ দাফন সম্পন্ন হয় । বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১টায় তার লাশ দাফন করা হয় । হস্তান্তরের পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে তড়িঘড়ি করে শাওনের লাশ দাফন করা হয় । রাত সাড়ে ১২টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশের উপস্থিতিতে নিহত শাওনের বড় ভাই মিলন প্রধান ও মামা মোতাহার হোসেনের কাছে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ । পরে পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পাহারায় শাওনের লাশ বাড়িতে নেয়া হয় ।এর আগে গতকাল বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে চিকিৎসকরা শাওনের লাশের ময়নাতদন্ত করেন । ময়নাতদন্তের সাথে যুক্ত চিকিৎসক জানিয়েছেন, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে ।

শাওনের চাচা ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বক্তাবলী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান শওকত আলী বলেন, রাত সোয়া ১টায় নবীনগর শাহওয়াল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নামাজে জানাজা শেষে শাওনের লাশ নবীনগর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে । তিনি বলেন, জানাজায় তিনিসহ শাওনের আত্মীয়স্বজন এবং এলাকার প্রায় তিন থেকে চার'শ লোক অংশ নিয়েছেন ।

এ দিকে বৃহস্পতিবার রাতে শাওনকে যুবলীগকর্মী দাবি করে মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা । নবীনগর এলাকায় নিহত শাওনের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা । ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিছিলে অংশ নেন ।

জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, 'শাওন ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শওকত আলীর চাচাতো ভাতিজা । শাওন যুবলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন । আমরা এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই ।'

তবে স্থানীয় লোকজনের সূত্রে জানা গেছে, শাওন যুবদলের রাজনীতির সাথেই যুক্ত ছিলেন এবং তিনি যুবদলের কমিটিতে পদ পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন । এ ছাড়া শাওনের ফেসবুক আইডি ঘেঁটে দেখা গেছে, তিনি নিজেকে যুবদলকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতেন ।

শাওন প্রধান যে যুবলীগের কর্মী নয়, তা নিশ্চিত করেছেন তার চাচা নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বক্তাবলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শওকত আলী । শাওন তার চাচাতো ভাই মৃত সাহেব আলীর ছেলে ।

শওকত আলী বলেন, 'শাওন যুবলীগ কর্মী নয়, যুবদল কর্মীও নয় । সে কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সদস্য নয় । যদি যুবদলকর্মী হয়ে থাকে, বৃহস্পতিবার মিছিলে গিয়ে থাকে, তবে সেটা আমি জানি না ।' তিনি বলেন, মিছিলের 'ছবিতে শাওনকে দেখা যাচ্ছে । এই ছবি তো মুছে ফেলা যাবে না ।'

শওকত আরো বলেন, 'বিএনপি তাকে নিজেদের কর্মী প্রমাণ করতে পারলে বিএনপির ফায়দা আছে । কিন্তু আমি বলব, আমার সন্তান মারা গেছে । তার পরিবার যেন কোনো প্রতিহিংসার শিকার না হয় । নতুন করে এই পরিবারের লোকজন যেন ঝামেলায় না পড়ে । আমি চাই, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক । ন্যায়বিচার হোক ।'

এ দিকে গতকাল শুক্রবার সরেজমিন ঘুরে ফতুল্লার প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষের সাথে কথা হয় নয়া দিগন্তের প্রতিনিধির । তারা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, শাওন যুবদলের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন । স্থানীয়ভাবে মৎস্যজীবী দলনেতা সলিমুল্লাহ হৃদয়, যুবদল নেতা আমীর ব্যাপারী, শাহ আলী ও মহসিন ব্যাপারীর সাথে শাওনের সখ্য ছিল । বক্তাবলী ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য চেষ্টা করছিলেন তিনি । কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সদস্য সাদেকুর রহমানের অনুসারী ছিলেন শাওন ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শাওনের এক মামা বলেন, 'শতভাগ নিশ্চিত থাকেন, শাওন যুবদল করত । কিন্তু সবকিছু বলা যায় না । বুঝেন তো । অনেক কিছুই বলা নিষেধ ।'

এ দিকে শাওনের পরিবার সূত্রে পাওয়া তার ফেসবুক আইডি ঘুরে যুবদলের রাজনীতির সাথে তার যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে । তার ফেসবুক আইডির 'বায়ো'তে শাওন লিখেছেন, 'কর্মীর চেয়ে বড় কোন পদ নাই/সাক্ষী দেহের ঘামে ভেজা নগরীর রাজপথ/ফতুল্লা থানা যুবদল জিন্দাবাদ ।' এই আইডিতে শাওন নিজেকে যুবদলকর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন ।

বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ বলেন, 'শাওন যুবদলের সক্রিয় কর্মী ছিল । আমার সাথে তার অসংখ্য ছবি আছে । শাওন প্রধান নাম হলেও রাজনীতিতে সে রাজা প্রধান নামে পরিচিত ছিল ।'

ঘুরে ফিরে ছোট ছেলে শাওনকে খুঁজছেন মা ফরিদা বেগম । সন্তান হারানোর শোকে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন তিনি । শাওনের মায়ের বিলাপে ফতুল্লার নবীনগরের বাতাস ভারী হয়ে উঠছে ।

শুক্রবার সকালে নিহত শাওনের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে সেখানে চলছে শোকের মাতম । ছেলের শোকে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন মা ফরিদা বেগম । স্বজনদের মধ্যেও চলছে আহাজারি । তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন আশপাশের প্রতিবেশীরা ।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিহত শাওনের বাড়িতে এলে আরো বেদনাবিধুর পরিবেশে তৈরি হয় । সবার চোখে পানি । তিনি শাওনের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন । এসময় দোয়া ও মুনাজাত করেন মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক অধিবেশন আবু আল ইউসুফ খান টিপু ।

শুক্রবার সকালে ফতুল্লার নবীনগরে শাওনের বাড়িতে গেলে কথা হয় তার ভাই ফরহাদের সাথে ।

তিনি বলেন, 'আমরা তিন ভাই এক বোন ছিলাম । শাওন সবার ছোট । তাই সে সবার আদরের ছিল । তাকে হারিয়ে মা পাগল হয়ে গেছে । কাল থেকেই বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন ।'

ফরহাদ আরো বলেন, 'আমি এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চাই । আমাদের জানা ছিল না শাওন বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল । কাল ছবি দেখার পর জানতে পারলাম সে যুবদল করে ।'

শাওনের বড় ভাই মিলন জানান, 'আমরা জানতাম না সে রাজনীতি করতো কি-না । আমার ভাইকে হত্যার বিচার চাই ।'

শাওনের মামা মোতাহার হোসেন বলেন, 'একই পরিবারে চারটি শোক বইতে হচ্ছে বোন ফরিদাকে । কিছুদিন আগে স্বামীকে হারিয়েছেন । তার আগে এক মেয়েকে হারিয়েছেন । এরপর এক ছেলেকে হারান । সবশেষে শাওনকে হারিয়েছেন । এত শোক কিভাবে সইতে পারে একজন মানুষ ।

৫ হাজার নেতাকর্মীকে আসামি করে মামলা

নারায়ণগঞ্জে পুলিশ সাথে সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিতে যুবদল কর্মী রাজ আহমেদ শাওন নিহতের ঘটনায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের পাঁচ হাজার নেতাকর্মীকে আসামি করে হত্যা মামলা হয়েছে । তবে আসামির তালিকায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি ।

বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে শাওনের বড় ভাই মিলন প্রধান বাদি হয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় এ মামলা করেন । মামলায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি । তবে মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, শাওন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ছোড়া ইট ও আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে গুরুতর জখম হয়ে শাওন মারা যান । নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আমীর খসরু মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, শাওন নবীনগর এলাকার একটি ওয়ার্কশপে মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন । বৃহস্পতিবার সকালে শাওন ওয়ার্কশপের মালামাল কেনার জন্য বাসা থেকে বের হয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা দেন । বেলা ১টার দিকে শাওনের ভাই মিলন মুঠোফোনে খবর পান, শাওনের লাশ নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে । পরে মিলন হাসপাতাল গিয়ে তার ভাইয়ের লাশ শনাক্ত করেন ।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের পাঁচ হাজারের বেশি নেতাকর্মী ইটপাটকেল ও লোহার রড, হকিস্টিকসহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দফায় দফায় মিছিল করে এবং পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় । শাওন দুপুর পৌনে ১২টার দিকে শহরের ২ নম্বর রেলগেট এলাকায় পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন । এ সময় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইটপাটকেল ছোড়েন, ককটেল বিস্ফোরণ করে ও অবৈধ অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ করতে থাকলে ওই ইটপাটকেল ও অবৈধ অস্ত্রের গুলিতে শাওন মাথায় ও বুকে গুরুতর জখম হয়ে রাস্তায় পড়ে যান । পরে রাস্তায় থাকা লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শাওনকে মৃত ঘোষণা করেন । এ বিষয়ে শুক্রবার সকালে মামলার বাদি মিলনের কাছে মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি । তিনি বলেন, তার ভাইকে যারা হত্যা করেছেন, তিনি তাদের বিচার চান ।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিচুর রহমান মোল্লা । তিনি জানান, বিএনপির নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর হামলার সময় শাওন নিহত হয়েছেন অভিযোগ করে শাওনের বড় ভাই হত্যা মামলা করেছেন । এ ছাড়াও পুলিশের ওপর হামলা, পুলিশ বক্স ভাঙচুর, সরকারি কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে আরো একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে । সেইসাথে ঘটনার সাথে জড়িত আছে এমন ব্যক্তিদের গ্রেফতারের চেষ্টাও করা হচ্ছে ।

বিরোধী দলের নেতাদের তালিকা করছে পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের তালিকা তৈরি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) । ঢাকার প্রতিটি থানা ও পাড়া-মহল্লাভিত্তিক নেতা-কর্মীর নাম-ঠিকানা; বিভিন্ন কমিটিতে পদ, পদবি ও মুঠোফোন নম্বর সংগ্রহ করে তালিকা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে ।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে এই তালিকা করা হচ্ছে । পুলিশ সূত্র বলছে, সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে কেউ যাতে নাশকতা চালাতে না পারেন, আবার নাশকতার কোনো ঘটনা ঘটলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে জন্যই এই তালিকা করা হচ্ছে ।

তবে বিএনপিসহ সরকারবিরোধী দলের নেতারা মনে করছেন, বিরোধী দলকে দমনপীড়ন, নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় এবং মামলার আসামি করার জন্য নির্বাচনের আগে এই তালিকা করা হচ্ছে ।

এএনআইকে প্রধানমন্ত্রীঃ তিস্তা নিয়ে ভারতের

(প্রথম পাতার পর)

এএনআইয়ের হয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্মিতা প্রকাশ । আজ রোববার এ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে ।

সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলোর পাশাপাশি তিস্তা চুক্তির প্রসঙ্গটি আসে । এ বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'চ্যালেঞ্জ থাকলেও সেগুলো এমন কিছু নয়, যা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না ।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক যে আমরা...আপনি জানেন, আমরা ভাটির দেশ । তাই ভারত থেকে পানি আসছে । তাই ভারতের আরও উদারতা দেখাতে হবে । কারণ, এতে উভয় দেশই লাভবান হবে ।

তাই মাঝে মাঝে এই পানির প্রয়োজনে আমাদের জনগণকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয় । বিশেষ করে তিস্তার কারণে । এর কারণে চাষাবাদে সমস্যা হয় । আরও অনেক সমস্যা তৈরি হয় । তাই আমার মনে হয়, এ সমস্যার সমাধান করা উচিত ।

আমরা দেখেছি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি) এ সমস্যা সমাধানে আগ্রহী । কিন্তু সমস্যাটা আপনাদের (ভারতের) দেশের ভেতরে । তাই আমার মনে হয়, এর সমাধান হওয়া উচিত ।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সাক্ষাৎকারে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, 'আমরা শুধু গঙ্গার পানি ভাগাভাগি করি । এর জন্য আমরা চুক্তি করেছি । কিন্তু আমাদের আরও ৫৪টি নদী আছে । হ্যাঁ, তাই এটা একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা । তাই এটি সমাধান করা উচিত ।'

পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের

(প্রথম পাতার পর)

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে সহযোগিতাবিষয়ক এমওইউ সইয়ের জন্য প্রস্তুতির কাজ চলছে ।

এর বাইরে সুনীল অর্থনীতিতে সহযোগিতা এবং দুই দেশের জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম কর্তৃপক্ষের মধ্যে অতীতে সই হওয়া দুটি এমওইউ এবারের শীর্ষ বৈঠকের পর আবার নবায়ন হবে ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কূটনীতিক এই প্রতিবেদককে বলেন, সাধারণত অন্যান্য শীর্ষ বৈঠকের মতো এবারও কিছু সমঝোতা স্মারক সই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ চলছে । তবে তালিকায় সংযোজন আর বিয়োজনের কাজটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে । শুরুর দিকে ১২টি এমওইউ সই ও নবায়নের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল । কাজেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ নিয়ে কাজ চলতে থাকে ।

ওই কূটনীতিক আরও জানান, ভারতের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান জিএমআরের সঙ্গে নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরে একটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের কথা রয়েছে । এ ছাড়া দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনায় রূপসা নদীর ওপর নির্মিত সেতু উদ্বোধন করতে পারেন ।

দুই দেশের কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, পানিবণ্টন ও সংযুক্তির মতো বিষয়গুলো এবার গুরুত্ব পাবে । এর পাশাপাশি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা অব্যাহত রেখে কীভাবে তা আরও বিস্তৃত করা যায়, তা নিয়ে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা আলোচনা করবেন ।

আগামীকাল সোমবার দিনের প্রথম ভাগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি এসে পৌঁছাবেন । এরপর বিকেলের কোনো এক সময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তাঁর সঙ্গে হোটেলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসবেন ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মঙ্গলবার সকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে । এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন । সেখান থেকে তিনি যাবেন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ।

সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একান্তে এবং প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠক করবেন । এরপর দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তালিকায় থাকা চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হবে । বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে এবং পরে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদ্বীপ ধানকারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন ।

প্রধানমন্ত্রী ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেবেন । ওই দিন দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয়দের পরিবারের সদস্যদের হাতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বৃত্তি হস্তান্তর করবেন । ৮ সেপ্টেম্বর তিনি রাজস্থানে আজমির শরিফ দরগায় যাবেন । সেখানে মাজার জিয়ারত শেষে ওই দিন বিকেলে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন প্রধানমন্ত্রী ।

মাদকের 'রাজধানী' হয়ে উঠছে সৌদি

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে, দেশটির পূর্ব প্রদেশের এক ব্যক্তি ইফতারের ঠিক আগে নিজের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন । এতে ওই পরিবারের চার সদস্য মারা যান । পুলিশের বরাত দিয়ে স্থানীয় পত্রিকা জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি 'শারু' বা 'মেথাফেটামিন' নামে একটি মাদকের ঘোরে ছিলেন ।

সিএনএন বলছে, সৌদিতে মাদকের ব্যবহার বেড়ে গেছে, এই নিয়ে ইদানিং সৌদি গণমাধ্যমগুলোতে শঙ্কার খবর আসছে । একজন কলামিস্ট দেশটিতে মাদকের চালান সম্পর্কে বলেছেন, এটি আমাদের বিরুদ্ধে খোলা যুদ্ধের শামিল, যেকোনো যুদ্ধের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক ।

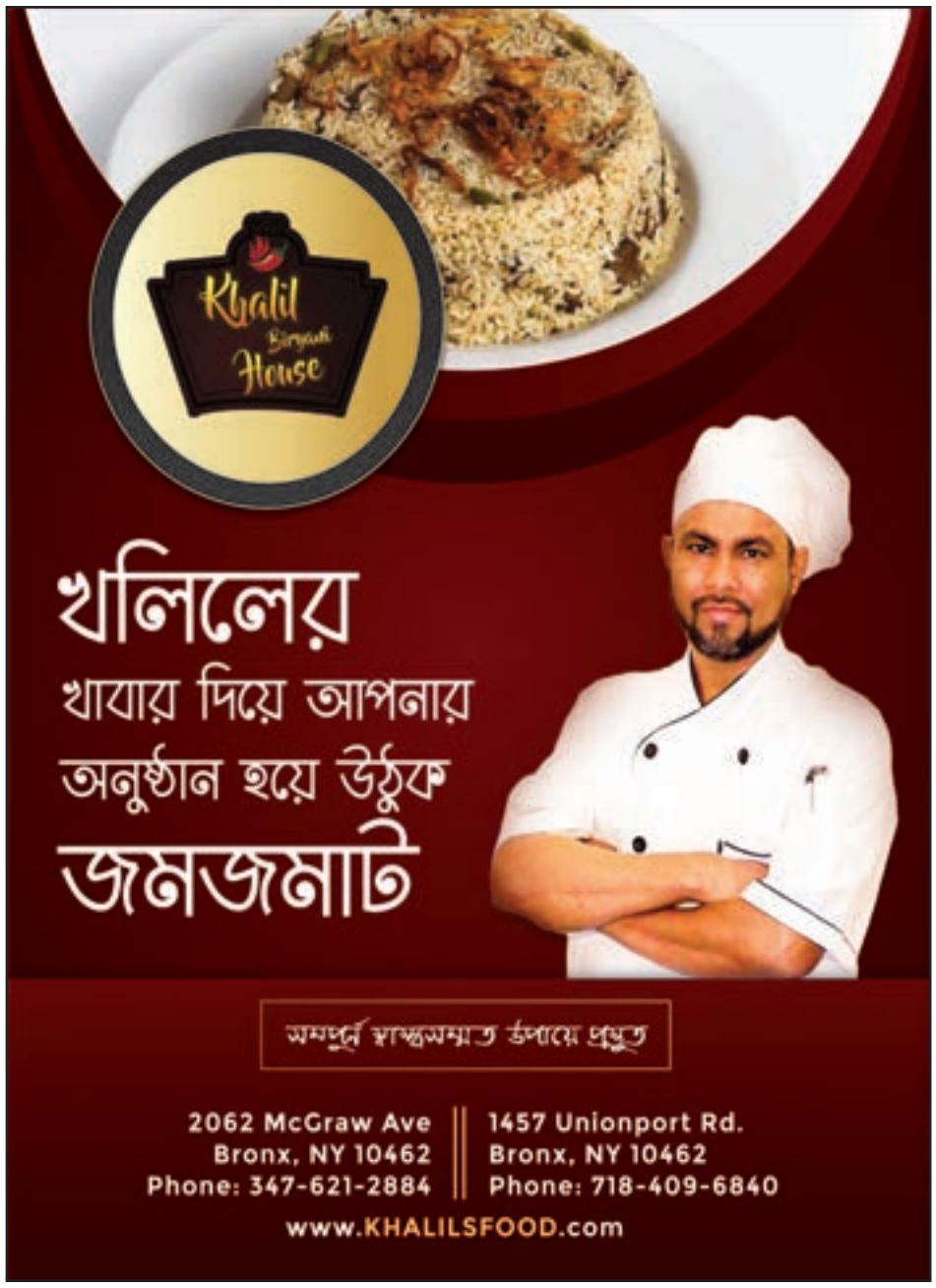
গত বুধবার (৩১ আগস্ট) সৌদি কর্তৃপক্ষ রাজধানী রিয়াদের একটি গুদামে ময়দার ভেতর থেকে ৪ কোটি ৭০ লাখ অ্যামফেটামিন বড়ি জব্দ করার কথা জানান । তারা এটিকে দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাদকের চালান বলে জানিয়েছেন ।

এই রেকর্ড পরিমাণ মাদক জব্দের বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকের চালান এভাবে বাড়তে থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের মাদকের রাজধানী হয়ে উঠেছে সৌদি আরব । মাদকের চাহিদা বাড়তে থাকায় দেশটি সিরিয়া ও লেবাননের চোরাকারবারীদের প্রাথমিক গন্তব্য হয়ে উঠছে ।

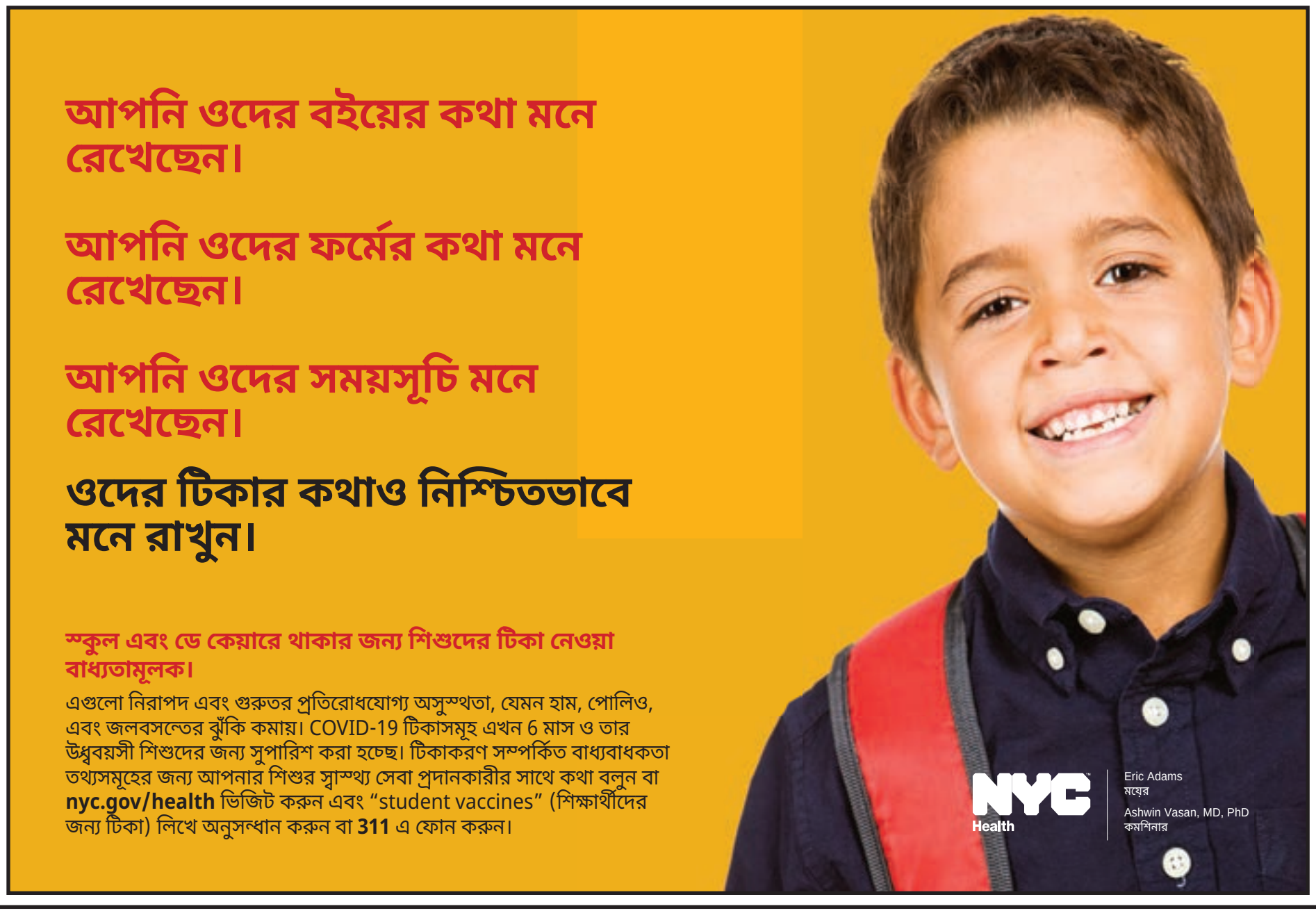
বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, মাদকের জন্য সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে লাভজনক আঞ্চলিক গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে সৌদি এবং দিন দিন তা আরও বেড়েই যাচ্ছে ।

সৌদির জেনারেল ডিরেক্টরেট অব নারকোটিকস কন্ট্রোল জানায়, বুধবারের অভিযানে মাদকের জব্দ করার পরিমাণ বিচারে সেদিনের চালানের প্রচেষ্টা ছিল এককভাবে সবচেয়ে বড় ।

তবে দেশটির কর্তৃপক্ষ, জব্দ করা মাদকের নাম কী এবং কোথায় থেকে এসেছে সে সম্পর্কে কিছু জানায়নি । তবে এর আগে ইউনাইটেড ন্যাশন্স অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি)বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে অ্যামফেটামিন জব্দ করার যেসব খবর আসছে তাতে ক্যাপ্টাগন লোগো যুক্ত বড়ি সম্পর্কেই বেশি ইঙ্গিত মিলেছে । প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ক্যাপ্টাগন' মূলত উত্তেজক ফেনিথিলাইনযুক্ত একটি ওষুধি পণ্যের ব্র্যান্ড । সিনএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি ও এর পাশের অঞ্চলগুলোতে মাদক উদ্ধার অভিযানে 'ক্যাপ্টাগন' বড়ি জব্দ করার পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


আপনি ওদের বইয়ের কথা মনে রেখেছেন।
আপনি ওদের ফর্মের কথা মনে রেখেছেন।
আপনি ওদের সময়সূচি মনে রেখেছেন।
ওদের টিকার কথাও নিশ্চিতভাবে মনে রাখুন।
স্কুল এবং ডে কেয়ারে থাকার জন্য শিশুদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক।
এগুলো নিরাপদ এবং গুরুতর প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থতা, যেমন হাম, পোলিও, এবং জলবসন্তের ঝুঁকি কমায়। COVID-19 টিকাসমূহ এখন 6 মাস ও তার উধ্বর্বয়সী শিশুদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। টিকাকরণ সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা তথ্যসমূহের জন্য আপনার শিশুর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন বা nyc.gov/health ভিজিট করুন এবং "student vaccines" (শিক্ষার্থীদের জন্য টিকা) লিখে অনুসন্ধান করুন বা 311 এ ফোন করুন।
NYC Health
Eric Adams
মেয়র
Ashwin Vasan, MD, PhD
কমিশনার



রেজিস্ট্রি ছাড়াই বিয়ে, দ্বিতীয় স্ত্রীকে রেখে উধাও টুটুল

বিনোদন ডেস্ক: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত তারকা এস আই টুটুল। প্রায় দুই দশক আগে জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন তিনি। মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষদের কাছে আদর্শ তারকা দম্পত্তি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তারা। কিন্তু হঠাৎ করেই এস আই টুটুলের দ্বিতীয় বিয়ের সংবাদ প্রকাশ্যে আসে।

জানা যায়, টুটুল ও তানিয়ার দুই দশকের স্বপ্নের সংসার ভেঙে গেছে। টুটুল গত ৪ জুলাই বিয়ে করেছেন আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত টেলিভিশন উপস্থাপিকা শারমিনা সিরাজ সোনিয়াকে। এক বছর আগেই তানিয়া আহমেদকে ডিভোর্স দিয়েছেন এই তারকা গায়ক। গণমাধ্যমেও এমনটি জানিয়েছেন তানিয়া ও টুটুল।

এবার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এলো ভিন্নচিত্র। নিউইয়র্কে বসবাসরত একাধিক সূত্র জানায়, টুটুল রেজিস্ট্রি ছাড়াই বাসায় হুজুর ডেকে এনে শারমিনা সিরাজ সোনিয়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর কিছুদিন একসঙ্গে থাকলেও হঠাৎ করেই সোনিয়াকে রেখে নিউইয়র্ক ছেড়ে আমেরিকার ফ্লোরিডাতে চুপিচুপি বসবাস করছেন এই গায়ক।

সূত্র আরও জানায়, বিয়ের পর টুটুল তার স্ত্রী সোনিয়ার কাছে ব্যবসার কথা বলে টাকার জন্য তাকে বার বার চাপ দেয়। এতে সোনিয়ার মনে সন্দেহ দানা বাধায় টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় টুটুল তাকে কিছু না বলেই ১ আগস্ট বাসা থেকে উধাও হয়ে যায়। এখন দুজনের মধ্যে যোগাযোগও নেই।

বিষয়টি জানতে টুটুলের দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করিনি। বাসায় হুজুর ডেকে এনে দু'জন দু'জনকে বিয়ে করেছি। আমেরিকাতে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করতে হলে অনেক নিয়ম-কানুন মানতে হয়। টুটুলের আগের স্ত্রীকে নাকি ডিভোর্স সংক্রান্ত কি ঝামেলা আছে এখনো। এ ছাড়া, আরও কিছু জটিলতা থাকায় টুটুল রেজিস্ট্রি করেনি। টুটুল আর আমি একসঙ্গে থাকছি না। টুটুল কিছু করতে চায়। পরিবারের জন্য টাকা পয়সা রোজগার করবে, তাই মনে হয় সে ফ্লোরিডাতে থাকছে। টুটুল আমাকে বাংলাদেশেও নিয়ে যেতে চেয়েছে। ফ্লোরিডাও থাকতে বলেছে। কিন্তু আমিতো নিউইয়র্কে ভালো চাকরি করছি। এখানে আমার প্রতিষ্ঠিত ক্যারিয়ার। আমার ছেলে রয়েছে। আমি চাইলেই তো কোথাও যেতে পারি না। টুটুলের গ্রিনকার্ড এখনো হয়নি। আবার ওর ছেলেকেও বাংলাদেশ থেকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।'

যেহেতু আপনারা হুজুর ডেকে বিয়ে করেছেন। আর ওখানে টুটুল'র তেমন ব্যস্ততাও নেই। আপনারা চাইলেই একসঙ্গে থাকতে পারতেন? এমন প্রশ্নের জবাবে সোনিয়া বলেন, 'টুটুল আগে থেকে ফ্লোরিডাকেই থাকতো। মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে বেড়াতে আসতো। রেজিস্ট্রি বিয়ের আগে আমরা একসঙ্গে থাকব না। কারণ, আমাদের পরিবার আছে। এখানে আরও অনেক ব্যাপার আছে। এরচেয়ে বেশি কিছু আপাতত বলতে পারছি না। আমি আপনাকে রিকুয়েস্ট করছি এ বিষয়ে আপাতত কিছু লিখবেন না। আরেকটু সময় যাক তারপর আমি বিস্তারিত বলব।'

এদিকে, সোনিয়ার একটি ঘনিষ্ট সূত্র বলেন, 'আমেরিকায় লিগ্যালি বিয়ে করতে হলে অবশ্যই কোর্টে গিয়ে ম্যারিজ রেজিস্ট্রি করতে হয়। কোর্টে রেজিস্ট্রি ছাড়া বাসায় হুজুর ডেকে আনলেও হুজুর ম্যারিজ সার্টিফিকেট ছাড়া বিয়ে পড়ায় না। এটা এখন নিয়ম করেছে আমেরিকায়। আগে কিন্তু হুজুর ডেকেও বিয়ে করা যেত। এখন এটা সম্ভব নয়। এ ছাড়া, টুটুলের গ্রিনকার্ডের আবেদনেও স্ত্রী হিসেবে এখনো তানিয়ার নামই দেওয়া আছে। সেখানে ডিভোর্সের কোনো কাগজ জমা দেয়নি টুটুল। তাই আমেরিকায় এখনো টুটুল ও তানিয়া লিগ্যালি স্বামী-স্ত্রী। লিগ্যালি টুটুল ও সোনিয়া এখনো স্বামী-স্ত্রী নয়। আইনিভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা বৈধও নয়।'

এ বিষয়ে জানতে এস আই টুটুলকে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হলেও তার কাছে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

২০০ কোটি রুপি তছরুপ জ্যাকুলিনকে তলব করল দিল্লি পুলিশ

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের ধনকুবের সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মূল্য দিতে হচ্ছে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে। দিল্লির অর্থনীতিবিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডাকে নিয়মিত যেতে হচ্ছে। পুলিশি ঝামেলাও পোহাতে হচ্ছে। সেপ্টেম্বরে আবারও তাকে তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। সব সম্মানহানি শেষ নেই দক্ষিণী এ নায়িকার।

২০০ কোটি রুপি তছরুপ মামলার সম্পূরক চার্জশিটে নামজুড়ে গেছে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের। গত মাসের শুরুতেই প্রকাশ্যে আসে এ খবর। অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে একটি অতিরিক্ত চার্জশিট করে ইডি। এপ্রিল মাসে ১৫ লাখ রুপির পাশাপাশি জ্যাকুলিনের সাত কোটি ২৭ লাখ রুপির ফান্ডও ইডির নজরে এসেছিল। 'প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট'-এর আওতায় এ সম্পদও বেআইনি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ইডির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, প্রায় ৫ কোটি ৭১ লাখ টাকার যে উপহার সুকেশ চন্দ্রশেখর অভিনেত্রীকে দিয়েছেন তা পুরোটাই বেআইনি টাকায় কিনেছিলেন। ইডির করা চার্জশিটটি বিবেচনা করে জ্যাকুলিনকে অভিযুক্ত হিসাবে সাব্যস্ত করেছে 'দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট'।

জ্যাকুলিনকে ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। তার ফিক্সড ডিপোজিটসহ সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে বিদেশযাত্রার অধিকার। যদিও অভিনেত্রীর আইনজীবী প্রশান্ত পাতিল ইতোমধ্যে দাবি করেছেন, জ্যাকুলিন ষড়যন্ত্রের শিকার, তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

এর পর মুখ খুললেন জ্যাকুলিনও। ইডিকে জোর দিয়ে বললেন, সুকেশের সংস্পর্শে আসার আগেই নিজের আয় থেকে বিনিয়োগ করেছিলেন। ফিক্সড ডিপোজিটে থাকা ৭ কোটি ২ লাখ রুপির সবটাই তার নিজস্ব সম্পত্তি।



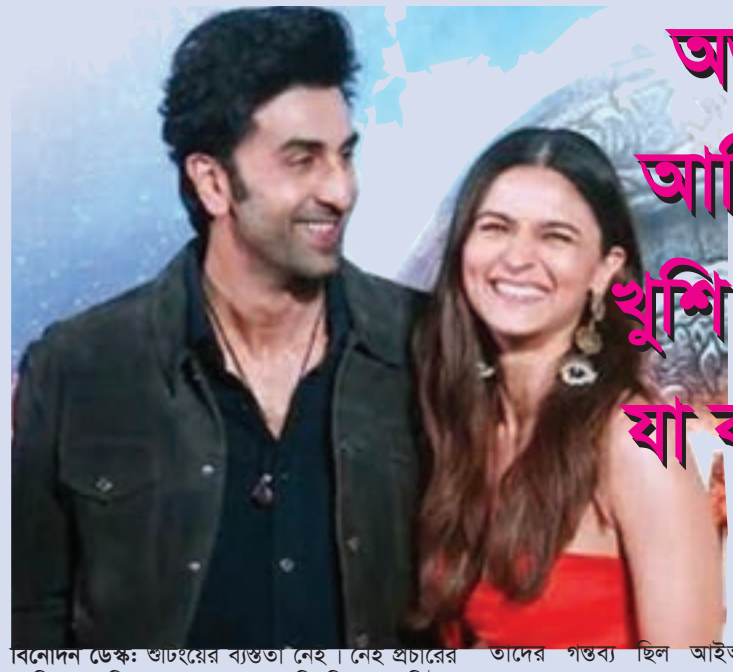
অনেক সাগর হুদা আছে, পার্শ্ব শিল্পীদের যত্ন নিন : মনিরা মিঠু

বিনোদন ডেস্ক: অভিনেতা সাগর হুদা মারা গেছেন। গত ৩১ আগষ্ট বুধবার সকালে ঢাকার নিজ বাসায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে অভিনেত্রী মনিরা মিঠু বলছেন পার্শ্ব শিল্পীদের যত্ন নিতে। পার্শ্ব অভিনয় শিল্পীদের মানুষ ভাববার আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের।



বুধবার দুপুরে মনিরা মিঠু নিজের ফেসবুকে বলেন, আরো অনেক সাগর হুদা আছেন, যাদের কল টাইম থাকে সকাল ৮টায়, আর প্যাক আপ হয় রাত ১২টায়। ঢাকার বাইরে শুটিং থাকলে রাত ১-২-৩টা, কখনো ভোর হয় তাদের 'প্যাক আপ' শব্দটি শুনতে! তারাও মানুষ, তাদেরও ঘুমের প্রয়োজন আছে।

মনিরা মিঠু আরো বলেন,পার্শ্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যত্ন নিন, এই গরমে তাদের ডাব, স্যালাইন পানি খেতে দিন, দুই-তিনটি দৃশ্য করানোর পর তাদের কিছুটা সময় বিশ্রাম দিন, তাদের পারিশ্রমিক বকেয়া না রেখে স্পটেই দিন। শুধু নায়ক-নায়িকার চরিত্র নিয়ে কিন্তু গল্প বেশি দূর আগায় না। এই অভিনেত্রীর ভাষ্য, গল্পের স্বার্থেই না হয় তাদের বাঁচিয়ে রাখুন।



অন্তঃসত্ত্বা আলিয়াকে খুশি করতে যা করলেন রণবীর

বিনোদন ডেস্ক: শুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই। নেই প্রচারের তাগিদ। বাড়িতে বসে রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। না, বাস্তবে নয়; সম্প্রতি এক মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরমের বিজ্ঞাপনে এমনই দৃশ্য ফুটে উঠল। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে সবজি কাটছেন রণবীর। তার পর হবে রান্না। আর নৈশভোজ সেরে নাক ডেকে ঘুম? এই সাদামাটা রুটিন মনে ধরেনি আলিয়ার। 'এটিই আমাদের শুক্রবার রাতের প্ল্যান?' অভিমানের সুরে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন স্বামীর দিকে।

গানে গানে স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন রণবীর। অবশ্য তিনি নিজের গান ধরেননি। সংশ্লিষ্ট মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরমে চালিয়ে দিয়েছেন 'ব্রহ্মাস্ত্র'-র 'ড্যান্স কা ভূত'। আর তাতেই খুশি আলিয়া। বসে বসেই গানের তালে নেচে উঠেন হবু মা। সঙ্গ দেন রণবীর।

আর মাত্র কয়েক দিন। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে 'ব্রহ্মাস্ত্র'। ৯ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসবে অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবি। প্রচারের জন্য নানা প্রান্তে ছুটে গেছেন নায়ক-নায়িকা। দিন কয়েক তাদের গন্তব্য ছিল আইআইটি বম্বে। সম্প্রতি সেখানকার পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটালেন তারকা-দম্পতি। 'ব্রহ্মাস্ত্র' নিয়ে চলল দেদার আড্ডা। সবার অনুরোধে 'কেসারিয়া' গাইলেন অভিনেত্রী। পাশে বসে স্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে গেলেন রণবীর কাপুর। পড়ুয়ারাও গলা মেলালেন আলিয়ার সঙ্গে।

রণবীর-আলিয়ার এ বিজ্ঞাপন দেখে আপ্লুত তাদের অনুরাগীরা। দুজনের খুনসুটি আরও একবার তাদের মন জয় করেছে। আপাতত বড় পর্দায় দু'জনের রসায়ন চাক্ষুষ করার অপেক্ষা।

সম্প্রতি 'ডার্লিংস'-এ অভিনয় করেছেন আলিয়া। নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবি দিয়ে প্রযোজক হিসেবে হাতেখড়ি হয় আলিয়ার। এই ব্ল্যাক-কমেডি ড্রামায় প্রশংসিত তার অভিনয়।

রণবীরকে শেষ পর্দায় দেখা গেছে 'শামশেরা'য়। বক্স অফিসে যদিও মুখ থুবড়ে পড়ে ছবিটি। আপাতত 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর দিকে তাকিয়ে তিনি।

Aasha Home Care

Aasha Social Adult Day Care

এখন ১৬৮ হিলসাইড জ্যামাইকাতে

Grand

OPENING

9th September,Friday 5 PM

89-14 168th Street Jamaica, NY 11432

$22.25
PER HOUR
New york city
(5 Boroughs)

$21.25
Long Island
$170Gift +
Card Every
Months

$18.25
Buffalo
New & Transfer
Clients*





Engr. Aakash Rahman
President and CEO
Phone: (929) 609-0926

$৮০০ প্রতি মাসে
বাড়ি ভাড়া পেতে
সহায়তা করা হয়

Free Tab For New Member



Jackson Height Office:
37-47, 73rd Street, Sute 206
jacson Heights,NY 11372

Buffalo Office
149 Milburn Street,Buffalo,
NY 14212, Phone: (716) 507-9890



ABU ZAFAR MAHMOOD
Chairman and CEO
Bangla CDPAP Services Inc
Alegra Home Care Inc

Only for invited guests

BANGLA CDPAP & ALEGRA

Ghazal Night

Get Indulge In A Melodious Evening of Ghazals

Monday, Sep. 5, 2022 @ 7:00 PM

Gulshan Terrace, 59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377



Presenter
Sharmina Shiraz Sonia

Singers:
Trinia hassan
Chandan chowdhury
Lemon chowdhury



Location

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

We Have The Best MLTC in The City

banglacdpap.com alegracare.com 888-212-3237 (Toll Free)

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com



সাহিত্য সাময়িকী

সাক্ষাৎকার
মতিন বৈরাগী

সে কতো বছর পর তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল
কোথায় জানি না; নিশ্চয়ই দেখা হয়েছিল
নইলে এমন করে আজ মনে পড়বে কেন?
তখন হাওয়ার মতো মেঘ পাতলা হয়ে উড়ছিল চাঁদের শরীর ছুঁয়ে
আর দূর মনে হচ্ছিল কোনো একটা মুছে যাওয়া নদীর স্মৃতিরেখা
মনে পড়লো একটা নদীর কথা,
নদীটার আধেক আজ বাতাস হয়ে গেছে
পোড়বাড়ির মতো স্থির দৃশ্যে ।

কতো কিছু উজাড় হয়ে যায় কতো কেউ উঠে যায়
পাহাড়ের উচ্চতায়
অমলের মুখখানি ছেঁড়া মলিন, শরীর ভেঙে গেছে,
সে বৈজ্ঞানিকতন্ত্রে বিশ্বাস করতো
একটু খানি হাসলো মলিন না-কী হাড়ে লাগা
পেশীর কুঞ্চন!

আমি দেখলাম ভুমিকম্পে ভাঙাচোরা একটা নির্মাণ,
একটা পরিত্যক্ত শহরের মতো
একজন নিঃসঙ্গ মানুষ
এখন কোনো অতীত আর নেই তার,
বর্তমান!
সে কেবল সব কিছুরই অস্বীকার
স্মৃতির নদীর মতো হাওয়া হয়ে গেছে
সব কোলাহল, গমগম থেমে গেছে
তারপর আমি যখন ফিরলাম পরিচিত শহরটার ভাঙাচুরা
ইঁদুরের দাঁতে কাটা বিপরীত ফুটপাতে
তখন কোথাও কেউ নেই, আমি একা হাঁটছি-

হোবো গন্ধে
জেবুন্নেছা জ্যোৎস্না

শীত-গ্রীস্ম বর্ষা গোটা এক জীবন স্থাণু হয়ে-
হলদে-লাল ব্যথায় শুকনো পাতারা মড়মড়
দ্যাখো কেমন নিঃসঙ্গ বন্দনায় গাছ ছেড়ে যায় উড়ে!

হোমলেসরাও লোটা-কম্বলের ভবঘুরে সংসারে
প্রকৃতির বিদ্রুপে জড়ো হয় সাবওয়ের স্টেশনে!
পাগলের সুখ মনে মনে এ সংজ্ঞাতে, পথচারীর
উৎসুক-অস্বস্তি চাহনির উপেক্ষায় ওরা ভালোই থাকে ।

তোমার আসক্তি রমণীয় আর্দ্র কোকের বোতলে,
কখনও বা সিভাস রিগ্যালের পর্ব পানীয়'র চরণে-
বুঁদ হয়ে দেখো কেমন বুদবুদে ভাসে কবিতার শরীর
জ্বলন্ত জাগতিক স্টার্জন মুনের আশ্চর্যময় রাতে ।

যদি বলি তোমায় পাশে এসে, "হে সভ্য নাগরিক-
এসো আজ কবিতা পড়ি উড়ন্ত পত্রের ডানায়
হোমলেসের লালচে দাঁতের ফিক্ হাসির হোবো গন্ধে" ।
জানি ভ্রুকুটি তোমার লাফিয়ে যাবে নির্ঘাত
ট্রেনের কামরা থেকে বেহেশতের বালাখানাতে!

আমি তখন বুঝবো তোমায় ফ্লাশ লাইটের শুদ্ধতার ফিল্টারে!

যাত্রা
জাফরুল আহসান

বহুপথ হেঁটে এসে বড়ো বেশি ক্লান্ত পথিক,
পথের মাঝেই হারিয়েছে পথ? জানে না সঠিক
কোন পথে যাবে? কতো দূর যাবে বেলা অবেলায়?
যেতে দাও তারে; ফিরে যেতে হবে আপন কুলায় ।

ভুলে গেছে সেও মমতার ডোর শাসন বারণ
সকালের রোদ, সোহাগে আদরে মোড়ানো বাঁধন,
বেলা বয়ে যায়, চিরচেনা জন দূরে সরে যায়
কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে অন্ধ মায়ায় ।

দিনশেষে হায়! ফসলের মাঠ থাকে নিষ্ফলা ।
বলা হয় নাই জীবন কাব্য; হয় নাই বলা;
যোগ বিয়োগের খাতায় জমেছে বিশাল শূন্য,
খুঁজেছে পুণ্য; শূন্য হাতে যে আসে না পুণ্য ।

ক্ষত থেকে মুক্তি
এইচ বি রিতা

বাতাস ছিল বিপরীতমুখী সেদিন
ধীরে ধীরে সেল্‌ভার উপর কুয়াশা হেলে পড়ছিল ।
শিম্ব-গুল্ম কুঁড়িতে সূর্যের আলো-ছিল না বহুদিন
কিঞ্চিৎ দূরে যতটা মানুষে মানুষে দূরত্ব-
ব্যবধান
সেখানে একটি হিমায়িত পালঙ্কে ঘুমিয়ে ছিল লুব্ধক-
অন্ধকার বুকে ।

গোধূলির রঙ ঘোমটা টেনে শুয়েছিল সেদিন উষার আকাশে-
উড়ন্ত কিউই'র অপেক্ষায় ।
কে না জানে দস্যুর সাধনায় বাল্মীকির রূপ
কে না জানে তোমার আমার দৌড়ঝাঁপের কারণ!

জানা নেই কেবল নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে বিদায়ের নিঃশ্বাস;
ক্ষত থেকে মুক্তি জেগে উঠার কারণ ।

ঘরহারাদের শোক
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

সেখানে গোলাপ ছিল বাগান ছিল সৌন্দর্যময়
প্রজাপতি-ভ্রমরের ওড়াউড়ি পড়েছে নজরে,
সাপ ছিল ফণা তোলা ভবিষ্যত অন্ধকারময়
তবু ছিল ভালোবাসা শান্তিমাখা নিজেদের ঘরে ।
সেখানে জীবন ছিল সংগ্রামী রোহিঙ্গা বধূদের,
শিশুদের, যুবাদের, বৃদ্ধাদেরও আল্পনা আঁকা,
ছিল না সুখের ঢেউ, সমুদ্রের ঐ ঘূর্ণিতে ফের
শঙ্কা ছিল ডুবে যাবে অনাগত রামধনু পাখা ।

সেখানে এখন শুধু সাপ আছে গোলাপেরা নেই
বাগানের ফুলগুলো পুড়ে ছাই হিংসার আগুনে,
নাফের জলের স্রোতে লাল হয় পা'টা ভেজালেই
বসন্ত আসবে দেখো আরাকানে এবার ফাগুনে ।
শোকের মাতম দেখে কাঁদে বুঝি সৃষ্টিকর্তা নিজে
পিশাচ শাসক তার অশ্রুতে দুই চোখ না ভিজে ।

জীবন আছে যেখানে
আবদুস শহীদ

মৃদু পায়ে চলতে চলতে ভুলে গেছি
সামনে প্রাচীর ঘেরা এক বাগান আছে
ইচ্ছে হলেও ছোঁয়া যায় না প্রস্ফুটিত গোলাপ
উঠোনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারি ।

পরিযায়ী মানুষগুলো সামনে ঝুঁকে পড়ে
হামাগুড়ি দেয় একটা নতুন জীবনের দর্শনে,
ফুলগুলো তাকিয়ে থেকে বিষণ্নতায় হাসি ছড়ায়
দিগম্বর রাজার চেহারার মতো ।

আজকাল বাগানগুলো রুচি আর বিলাসিতার
মাধ্যম হয়ে থাকে না, বাগানের ফুলগুলো যেন
প্রতিবাদের এক একটা রক্ত মাখা গোলাপ
সামনে এগিয়ে দেখি পিপিলিকার কালো হাত
ভার্জিন অলিবওয়েল ঢালা পিচ্ছিল পথে
সারি বেঁধে হাঁটছে ।

আবার ফিরে আসবে ফসল ফলানোর দিন
মানুষগুলো ফিরে আসবে মাটির কাছে
তার পরেও থাকে খরা আর বন্যার ভয় ।
তবে আমরা সেখানেই গিয়ে থামবো
যেখানে জীবন আছে এখনও ।

পেছনের দিক থেকে দেখি
গাজী সাইফুল ইসলাম

মানুষকে বরাবর পেছনের দিক থেকে দেখি
এতেই স্বাচ্ছন্দ্য আমি ।
কদাচ সুন্দর, মিথ্যাচারমুক্ত মুখোশহীনতা
সামনে পড়ে, বেশিরভাগ মুখেই কুৎসিত
কূপমন্ডুকতা থিকথিক করে ।

কিছু কিছু মুখ প্রথম দর্শনে মনে হয় শিল্পসম্মত
অভয়ারণ্যে চড়ে বেড়ানো মেষশাবকের সুখ
আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়, কিন্তু এ আলোক
শুধু মোহ জাগানিয়া-বাস্তবের মরু মরীচিকা ।
এরপরও যে, সবকিছু গোল্লায় যাওয়া অধঃপতিত
কখনো বলি না, কিছু রয়ে যায় অলক্ষ্যে-অযত্নে ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বাংলাদেশ কনস্যুলেট পরিদর্শন

সেবার মান বৃদ্ধির ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান

নিউইয়র্ক: গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি গত ৩১ আগস্ট বুধবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন। এসময় বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ, বি-পএম (বার), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাদেরকে স্বাগত জানান।



কনস্যুলেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির অদম্য অগ্রযাত্রায় একযোগে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, সরকারের প্রবাসী বান্ধব নীতি ও পদক্ষেপ সমূহের বর্ণনা করে যেহেতু প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, বিধায় তাদের প্রতি সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ব্যাপারে মন্ত্রী কনস্যুলেটকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে প্রবাসীদের বিনিয়োগের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশের উন্নয়নে, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কনস্যুলেটকে আরো অগ্রণী ভূমিকা রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

কনসাল জেনারেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলকে কনস্যুলেট এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। কনসাল জেনারেল কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা সমূহ ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি আরো উন্নত করার দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

পরে মন্ত্রী কনস্যুলেটের বিভিন্ন ধরণের কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী কনস্যুলেটের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এ ধারা চলমান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জনান। কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম কনস্যুলেট সফরের জন্য মন্ত্রী, আইজিপি ও প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা

প্রবাসী বিয়ানীবাজারের আওয়ামী সমর্থকদের ঐক্য কামনা

বিশেষ প্রতিনিধি: বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিয়ানীবাজার আওয়ামী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র'র উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট রোববার নিউইয়র্কের ওজনপার্কের মমোজ পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিয়ানীবাজারের আওয়ামী সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সভাপতি মিসবাহ আহমদের সভাপতিত্বে এবং বিয়ানীবাজার আওয়ামী ফোরাম নেতা মো. আমিনুল হোসেন, হেলিম উদ্দিন, ছরওয়ার আহমেদ, রেজাউল আলম অপু ও ফয়সল আলমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যেরর মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, যুক্তরাষ্ট্র কৃষক লীগের সভাপতি হাজী নিজাম উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল করীম চৌধুরী, বুরহান উদ্দিন কপিল, হাজী নাজিম উদ্দিন, নাজিম উদ্দিন আহমদ, আব্দুস সামাদ, ইসলাম উদ্দিন পংকী, আকমল হোসেন, গৌছ খান, মোস্তফা আহমেদ বাবুল, মোস্তফা কামাল, জিয়াউল হোসেন, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, আব্দুল করীম, আব্দুল হামিদ, সুব্রত তালুকদার, সমিরুল ইসলাম বাবলু, নুরুল আম্বিয়া, আব্দুল আজিজ, কমর উদ্দিন, সাজ আহমেদ, আওলাদ হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী। এসময় বঙ্গবন্ধুসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া এবং নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ার লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদানের কথা উল্লেখ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে তার অসম্মান হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে হতে দেয়া হবে না।

বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারের আওয়ামী সমর্থকদের ঐক্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।



বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ

আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সী (বিএএসজে)-এর উদ্যোগে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত বাংলাদেশীসহ অন্যান্য কমিউনিটির ছাত্রী-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৪ আগষ্ট, বুধবার বিকেলে আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার'-এ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রী-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে আটলান্টিক সিটির চতুর্থ ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসাইন মোর্শেদ, পঞ্চম ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী সহ বিভিন্ন কমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বিএএসজে'র মহতী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের যে কোন ধরনের মহতী কার্যক্রমে তাঁদের সর্বাত্নক সহযোগীতার আশ্বাস দেন।

এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আবদুর রফিক, সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ বেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শাহরিয়ার আহমদ অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। আটলান্টিক সিটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোন বাংলাদেশী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করতে পেরে আয়োজকরা সত্যিই গর্বিত ও আনন্দিত। আগামীতে কমিউনিটির স্বার্থে তারা আরো নিত্য নতুন কর্মসূচী নিয়ে হাজির হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কয়েকজন অভিবাবক তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, কমিউনিটির স্বার্থে বিএএসজে প্রতিনিয়ত যেসব কল্যানকর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তাদেরকে টুপিখোলা অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমানে দুর্মূল্যের বাজারে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী পেয়ে আমরা যারপরনাই খুশি।

উল্লেখ্য, আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরন কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে।

বারী সুপার মার্কেটে সামার সেল

একশ ডলারের বাজারে দশ ডলার ছাড়!

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বারী সুপার মার্কেটে চলছে সামার সেল, বিশেষ মূল্যহ্রাস। ব্রঙ্কসের ক্যাসেলহিল এবং স্টারলিং এভিনিউয়ের কর্নারে মনোরম পরিবেশে বারী সুপার মার্কেট ফ্রেশ দেশীয় শাক সব্জি, হালালমিট, ফ্রেশ মাছ এবং সকল প্রকার ফ্রেশ দেশী গ্রোসারি আইটেম সরবরাহের কারনে ইতিমধ্যেই ব্রঙ্কসবাসীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বারী সুপার মার্কেটে চলছে সামার সেল এবং বিশেষ মুল্যহ্রাস। একশ ডলারের বাজার করলে পাওয়া যাবে দশ ডলার ছাড়।

বারী সুপার মার্কেট এর চেয়ারম্যান মুননমুন হাসিনা বারী বলেন, 'আমাদের সকল ক্রেতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি ক্রেতাদের আন্তরিক সেবা দিতে। তাদের পছন্দের সকল দেশীয় গ্রোসারি আইটেম, ফ্রেশ মাছ, শাক-সব্জি, হালাল মাংস এবং ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী পিঠা, হালুয়াসহ সবকিছুই যেন অল্প সময়েই বারী হোম কেয়ারে পেয়ে যান, সেদিকে লক্ষ রাখাই আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা।'

বারী সুপার মার্কেটে পাওয়া যায় বড়ই, আমড়া, বেলসহ সব ধরনের দেশীয় মৌসুমি ফল। এছাড়া আরও পাওয়া যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খাদ্য সামগ্রী। যেমন বগুড়ার প্রসিদ্ধ দই, পোড়াবাড়ির চমচম, মাতৃভান্ডারেরর সমালাইসহ দেশীয় ঐতিহ্যের খাবার। বারী সুপার মার্কেটে এমন দূর্লভ সব দেশীয় খাবার পাওয়া যায় যা অন্যান্য গ্রোসারিতে সহজলভ্য নয়।

চেয়ারম্যান মুনমুন হাসিন আরও বলেন, 'আমরা ফ্রেশ, দেশীয় ঐতিহ্যের খাবার সুলভে সহজলভ্য উপায়ে আমাদের ক্রেতাদের হাতে তুলে দেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছি। আমরা ইবিটি এবং সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহন করি।'

বারী সুপার মার্কেটে ২৬ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে বিশেষ সামার সেল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাপায় ফের উত্তাপ, নভেম্বরে কাউন্সিল ডেকেছেন রওশন

ঢাকা ডেস্ক: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় পার্টিতে (জাপা) আবারও বিভক্তির আলামত শুরু হয়েছে। অনেকটা হঠাৎ করেই আগামী ২৬ নভেম্বর জাপার দশম কাউন্সিল ডেকেছেন দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ। ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রওশন নিজের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) এই কাউন্সিল ডাকেন।

চিঠিতে রওশন এরশাদ দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে লিখেছেন, 'আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এরশাদের লড়াকু সৈনিকদের সমন্বয়ে মূল জাপাকে শক্তিশালী পার্টি হিসেবে আবির্ভূত হতে হবে। এই কর্মকান্ডে যোগ্যতর নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থতার কারণে কাউন্সিলে জাপার নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের এখন সময়। তাই জাপার গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি আগামী ২৬ নভেম্বর ২০২২ শনিবার সকাল ১০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে জাপার দশম কাউন্সিলের তারিখ ঘোষণা করছি।'

কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন রওশন নিজেই। আর সদস্য সচিব করেছেন তার রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসিহকে। রওশনের চিঠির বিষয়ে গোলাম মসিহ গতকাল বলেন, 'চিঠিটি সত্য ও সঠিক। ম্যাডাম নিজেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন। কাউন্সিল সফল করতে ম্যাডাম দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।'

তবে দলের কাউন্সিল ডাকার কোনো এখিতয়ার রওশনের নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদের। তিনি বুধবার রাতে বলেন, 'বিষয়টি একেবারেই হাস্যকর। গঠনতন্ত্রের কোথাও প্রধান পৃষ্ঠপোষককে (রওশনকে) এধরনের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কাজেই এনিয়ে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই। কাউন্সিল ডাকার এখিতয়ার কেবলমাত্র চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়েছে পার্টির গঠনতন্ত্রে।'

রওশন তার চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি দীর্ঘদিন যাবৎ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) এবং ব্যাংককে চিকিৎসাধীন ছিলাম। এসময় আমি লক্ষ্য করি, জাপার গঠনতান্ত্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি এবং পার্টির মূল আদর্শ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। বর্তমানে পার্টি গঠনতন্ত্রে গৃহীত আদর্শ, নিয়ম ও নীতিমালা থেকে সরে গিয়ে ভ্রান্তপথে অগ্রসর হচ্ছে। জাপা একটি মাল্টিক্লাস গণতান্ত্রিক দল হিসেবে নির্বাচন বর্জনের সংস্কৃতি লালন করেনা। জাপার অব্যাহত সমর্থন-সহযোগিতার কারণেই আজ পদ্মা সেতুর মত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তর অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। জাপা এই সেতু নির্মাণের অন্যতম কৃতিত্বের অংশীদার। জাপার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের উচিত এই কৃতিত্বের অংশীদার হয়ে জাতিকে আশ্বস্ত করা। কিন্তু নেতৃত্বের শীর্ষস্থান দখল করা নেতৃবৃন্দ এই কৃতিত্বের অংশীদারত্বের বিষয়টি জনগণের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে অনীহা পোষণ করছেন, যা পার্টির মূল নীতিমালাবহির্ভূত কাজ।'

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে রওশন চিঠিতে আরো লিখেছেন, 'দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জাতীয় অর্থনীতিতে লুটপাট এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ বিদেশে পাচার ইত্যাদি বিষয়ে গোটা দেশবাসীকে সচেতন করা একান্ত আবশ্যক। এসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জাপার ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। আমি সাংগঠনিকভাবে তৃণমূলের কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে যোগ্যতর নেতৃত্ব নির্বাচন এবং বিপরীত গোষ্ঠীর অসৎ আয়ের বিনিময়ে নেতৃত্ব প্রদান ও ত্যাগী নেতাকর্মীদের বসিয়ে দেওয়ার প্রবনতা জাপার ঘোষিত নীতির বিপরীত।' দল ছেড়ে যাওয়া নেতাদের পার্টিতে ফিরিয়ে আনার কথাও বলেছেন রওশন।

জাপার মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুসহ কো-চেয়ারম্যানদের কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে রেখেছেন রওশন। চুন্নু ছাড়াও যুগ্ম আহ্বায়করা হলেন- পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, কাজী ফিরোজ রশীদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ও সালমা ইসলাম।

এবিষয়ে জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বুধবার রাতে বলেন, 'আমার নাম দেখে আমি নিজেই বিস্মিত। ম্যাডামের সাথে আমার এবিষয়ে কথাই হয়নি। আমি কিছুই জানি না। ম্যাডাম এটা করতে পারেন না। পার্টির গঠনতন্ত্রে তাকে এধরনের কোনো এখিতয়ার দেওয়া হয়নি। একমাত্র পার্টি চেয়ারম্যান কাউন্সিল ডাকতে পারেন। কাজেই রওশন এরশাদের কাউন্সিল ডাকা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে অন্য যাদেরকে তিনি রেখেছেন তারাও এবিষয়ে কিছুই জানেন না।'

এদিকে, মঙ্গলবার রাতে জাপার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'জাপার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ পার্টির কাউন্সিলের জন্য যে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ অবৈধ, অনৈতিক ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাপার আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও কাউন্সিল ঘোষণার কোনো এখিতয়ার নেই প্রধান পৃষ্ঠপোষকের। কাউন্সিলে গঠিত একটি বৈধ কমিটি ভেঙে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা পার্টি চেয়ারম্যান ছাড়া আর কারো নেই। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শুধু পার্টি চেয়ারম্যান আহ্বায়ক কমিটি গঠন এবং কাউন্সিল আহ্বান করতে পারেন।'

উল্লেখ্য, জাপার গঠনতন্ত্রের ধারা ১২, উপধারা ১/২ অনুযায়ী কাউন্সিলের তারিখ, স্থান ও সময় প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তাছাড়া প্রেসিডিয়ামেরও সভাপতি হিসেবে পার্টি চেয়ারম্যান কাউন্সিলের অনুমোদন দেবেন।

জাপার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, 'পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু, কাজী ফিরোজ রশীদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ও অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও কাউন্সিল ঘোষণার বিষয়ে অবগত নন।'

জেলা পরিষদ নির্বাচন

আ. লীগের মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু রবিবার থেকে

ঢাকা ডেস্ক: গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন এবং দেশের ৬১টি জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিতরণ রোববার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বুধার (৩১ আগষ্ট) আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি মেনে এবং অতিরিক্ত জনসমাগম ছাড়া প্রার্থী নিজে অথবা প্রার্থীর একজন যোগ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় অবশ্যই প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে হবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:
ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

ফের ব্যর্থ নাসা, চন্দ্রাভিযান স্থগিত

ঢাকা ডেস্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : ফের ব্যর্থ হলো যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নাসার চন্দ্রাভিযান প্রচেষ্টা। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার মতো স্থগিত করা হলো এই নাসার এই অভিযান।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বিশাল একটি রকেট চাঁদে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু আর্টেমিস-১ নামের অভিযানটি শেষমেশ আবার স্থগিত করা হয়।

ফ্লোরিডা সমুদ্র সৈকতের তীরে নাসার চন্দ্রাভিযানের ঘটনার সাক্ষী হতে শনিবার সকালে লাখো মানুষ উপস্থিত হন। তবে শেষমেশ সেই ঐতিহ-াসিক ঘটনার সাক্ষী হতে পারলেন না তারা।

নাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উৎক্ষেপণ প্রস্তুতির প্রথম দিকে রকেটটিতে হাইড্রোজেন লিকের ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রণকারী বিজ্ঞানীরা সেটা বন্ধ করতে পারেননি। এই কারণে রকেট উৎক্ষেপণ আবার স্থগিত করতে বাধ্য হন।

তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাসার বিজ্ঞানীরা আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার আব-ারও রকেটটি উৎক্ষেপণের চেষ্টা করবে। নাসার এযাবৎকালের নির্মিত সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট হচ্ছে এবারের স্পেস লঞ্চ

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রয়োজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

দুর্নীতিবাজরা বহাল তবিয়তে, সংকটে মধ্যবিত্ত

মনজু আরা বেগম

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ পড়েছে উভয় সংকটে। তারা না পারে রাস্তায় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবির পণ্য সংগ্রহ করতে, না পারে ত্রাণের সাহায্য নিতে, না পারে বয়স্ক ভাতার তালিকায় নাম যুক্ত করতে কিংবা না পারে স্বপ্নিল আয়েশি জীবনের আশায় দেশের বাইরে যেতে। সরকার থেকে সুযোগ-সুবিধা যা পাওয়ার এর অধিকাংশটাই পায় বিত্তবানরা, আর কিছুটা বরাদ্দ থাকে দরিদ্র শ্রেণির জন্য। নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের জন্য বলা যায় কিছুই বরাদ্দ থাকে না। এ শ্রেণিটার ওপর আল্লাহই একমাত্র ভরসা।

বাংলাদেশ যখন মধ্য-আয়ের দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ। বেড়ে গেল দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি বিদ্যুৎ আর জ্বালানি তেলের দাম। ঘরে-বাইরে প্রতিটি কর্মকান্ডে প্রয়োজন বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস। বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য বেশ কিছুদিন থেকেই শুরু হয়েছে লোডশেডিং। যথাযথ বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে শিল্প-কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি পোশাকশিল্প চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারছে না। বিদ্যুতের অভাবে অনেক কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে।

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ, গ্যাস খাতে প্রচুর অপচয় ও দুর্নীতি হয়। বিশেষ করে সরকারি অফিসে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকাংশই রুমে উপস্থিত না থাকলেও লাইট, ফ্যান কিংবা এসি চলতে থাকে। অথচ নিজের বাসায় এটি হওয়ার কোনো জো নেই। শুধু তাই নয়, অনেক রাস্তায় রাতে জ্বালানো বাতি বেলা বাড়লেও আর নেভে না। দোকানপাট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অকারণে আলোকসজ্জার ছড়াছড়ি।

সরকারি অনুষ্ঠানগুলোয় অহেতুক বিশাল আকারের অর্থের অপচয় করা হয়। কারণ জাতীয় সম্পদ/সরকারি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা একেবারেই উদাসীন। গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি ব্যবহার করলেও অনেক সময় সেটি হয়ে যায় সরকারি কাজ। বিদ্যুৎ আর গ্যাসের অবৈধ সংযোগের কথা দেশবাসী খুব ভালো করেই জানেন। একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সৎ উপায়ে ঢাকা শহরে গাড়ি-বাড়ির মালিক হতে পারে না। প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা যে স্কেলে বেতনভাতা পান, তাতে দুর্মূল্যের এ বাজারে ঘরভাড়া, খাদ্য, চিকিৎসা ব্যয়, সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয় মেটাতেই নাভিশ্বাস ওঠে, সামাজিকতা রক্ষার কথা তো বাদই দিলাম।

অথচ অনেক কর্মচারীরও অঢেল টাকা, গাড়ি-বাড়ির খবর আমরা পত্রিকান্তরে জানতে পাই। দেখতে পাই বড় বড় হেডলাইনে লেখা 'সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকার পাহাড়' (যুগান্তর, ১৭.০৬.২২)। দেশের ব্যাংক খালি হচ্ছে আর সুইস ব্যাংকে জমছে টাকার পাহাড়। ২০২০ সালে সুইস ব্যাংকে টাকা ছিল ৫ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা। ২০২১ সালে এ টাকার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা।

সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের বার্ষিক ব্যাংকিং পরিসংখ্যান ২০২২ থেকে এ তথ্য জানা যায়। পত্রিকান্তরে আরও জানা যায়, এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। অর্থনীতিবিদদের মতে, বিভিন্ন কারণে বিত্তবানরা দেশে টাকা রাখা নিরাপদ মনে করছেন না। ফলে বিভিন্ন উপায়ে টাকা পাচার হচ্ছে। ঋণের নামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকা, বিভিন্ন প্রকল্প থেকে টাকা চুরি, ঘুস, দুর্নীতি করে এ টাকা পাচার করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশে-বিদেশে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও বিগত তিন মাসে দেশের ব্যাংকগুলোয় কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়েছে ১ হাজার ৬০৩টি এবং ঋণ হিসাব বেড়েছে ২৪৮২টি। বিগত ৬ বছরে দেশ থেকে ৪ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) কর্তৃক এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। জিএফআই-এর তথ্যানুসারে আমদানি-রপ্তানির আড়ালে ২০০৯ সাল থেকে দেশ থেকে পাচার হয়েছে ৫১২ কোটি, ২০১০ সালে ৬৮৪ কোটি, ২০১১ সালে ৮৭৩ কোটি, ২০১২ সালে ৭৬৪ কোটি, ২০১৩ সালে ৯৩৪ কোটি, ২০১৫ সালে ১ হাজার ১৮৭ কোটি ডলার।

এই যে বিশাল আকারের অর্থ দেশ থেকে প্রতিবছর পাচার হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোনোরকম ব্যবস্থা তো নেওয়া হচ্ছেই না, উলটো অর্থ পাচারকারীদের প্রণোদনা দিয়ে উৎসাহ দেওয়ার প্রস্তাবও হয়েছে। জনগণের টাকা পাচার করে দেশকে দেউলিয়া বানানোর চেষ্টায় যারা রয়েছে, তাদের শাস্তির আওতায় এনে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার সময় এসেছে।

আমরা এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষ খেয়ে না খেয়ে লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জীবনটাকে দুর্বিষহ অবস্থায় নিয়ে যাব আর একটা শ্রেণি দেশের টাকা লুটপাট করে পাচার করে নাকে তেল দিয়ে আরাম আয়েশে জীবন কাটাবে, এটি মেনে নেওয়া যায় না।

এসব দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার বারবার নিরীহ মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীটার ওপর চড়াও হচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিটার অধিকাংশই, বিশেষ করে চাকরিজীবীরা তাদের জীবনের শেষ সঞ্চয় দিয়ে নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত জীবনের জন্য এবং ঝুঁকি এড়াতে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে। এটাই তাদের আয়ের একমাত্র ভরসা। বিগত দু/তিন বছর ধরে এ সঞ্চয়পত্রের মুনাফা সরকার কমিয়ে তাদের বিপাকে ফেলেছে। এ শ্রেণিটা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, চিকিৎসা ব্যয়, শিক্ষার উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া বৃদ্ধিতে কীভাবে তাদের প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবননির্বাহ করছে, সে খবর কেউ রাখছে না।

এ নিয়ে বহু লেখালেখি, আবেদন-নিবেদন করেও কোনো লাভ তো হয়নি, উলটো ১৯ জুলাই পত্রিকান্তরে জানা গেল সঞ্চয়পত্রের সুদের হার আবারও কমছে। শুধু তাই নয়, সঞ্চয়পত্র বিক্রি পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে অর্থ বিভাগ। আগামী তিন বছরে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা বিক্রি কাটছাঁট করা হবে বলে জানা যায়। সঞ্চয়পত্রের সুদ পরিশোধ ব্যয় কমাতে এ সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছে সরকার।

বস্তুত দেশের বৃহত্তর একটি জনগোষ্ঠীর কথা সরকার ভাবছে না। যারা ঋণখেলাপি হয়ে বহাল তবিয়তে আছেন, ব্যাংক খাত এবং দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজাচ্ছেন, তাদের ব্যাপারে সরকার নির্লিপ্ত। বারবার খড়্গ নেমে আসে এ মধ্যবিত্ত আর নিম্ন বিত্ত শ্রেণিটার ওপর। কারণ বিত্তবানরা তাদের বিত্তবৈভব দিয়ে সবকিছু ম্যানেজ করে নিতে পারে। এরা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে। দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করতে পারে। এদের টিকিটি কেউ স্পর্শ করতে পারে না। তাই তো তারা এতটাই বেপরোয়া।

দেশের অর্থনৈতিক মন্দা কাটাতে এ মুহূর্তে দেশের পাচারকৃত হাজার হাজার কোটি টাকা ফিরিয়ে এনে দেশের অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি জনগণকে একটু শান্তি আর স্বস্তিতে রাখার জন্য সরকারকে আরও বেশি আন্তরিক ও উদ্যোগী হতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারকে কঠোর হাতে ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ, প্রতিটি অফিস-আদালতে কৃচ্ছ্রসাধন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষার্থে বিদেশভ্রমণ বন্ধ, খুব বেশি প্রাণসংশয় অবস্থা না হলে দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করাসহ জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তা নাহলে মধ্য-আয়ের দেশে যাওয়া দূরের কথা, বর্তমান সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণই কঠিন হয়ে যাবে, এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক; সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বিসিক

বস্তুত দেশের বৃহত্তর একটি জনগোষ্ঠীর কথা সরকার ভাবছে না। যারা ঋণখেলাপি হয়ে বহাল তবিয়তে আছেন, ব্যাংক খাত এবং দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজাচ্ছেন, তাদের ব্যাপারে সরকার নির্লিপ্ত। বারবার খড়্গ নেমে আসে এ মধ্যবিত্ত আর নিম্ন বিত্ত শ্রেণিটার ওপর। কারণ বিত্তবানরা তাদের বিত্তবৈভব দিয়ে সবকিছু ম্যানেজ করে নিতে পারে। এরা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে। দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করতে পারে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব দরকার



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক। পুঁজিবাদ যেমন আন্তর্জাতিক, তার বিকল্পও হওয়া দরকার তার চেয়েও গভীরভাবে আন্তর্জাতিক। সমাজ বিপ্লবের জন্য খুব বেশি করে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ও প্রস্তুতির। সাহিত্য, সংগীত, খেলাধুলা, আলোচনা-বিতর্ক, নাটক, নৃত্য, প্রচারমাধ্যম–সব কিছুর মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কাজটা এগিয়ে নেওয়া আবশ্যক।

পুঁজিবাদ ওই কাজটাকেই বিশেষ রকমের কঠিন করে তুলেছে। বৈশ্বিক এই আদর্শের কাছে সব কিছুরই ওজন হয় মুনাফার বাটখারায়। সংস্কৃতির চর্চাকেও সে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করতে তুমুলভাবে আগ্রহী। স্পর্শমাত্র পণ্যে পরিণত করার ক্ষমতা সে রাখেও। সংস্কৃতির বাণিজ্যিক চর্চার বিপক্ষে এবং মানবিক চর্চার পক্ষে আজ দাঁড়ানো চাই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির মানবিক চর্চারই অন্য নাম সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা। পুঁজিবাদ মনেপ্রাণে সংস্কৃতির এই চর্চার বিরোধী। সংস্কৃতিচর্চা বিনোদন সরবরাহ করবে–এটা ঠিক আছে। অশ্লীল হলে তো আরো ভালো। তাতে বাণিজ্য জমবে এবং তার চেয়েও বড় একটা প্রাপ্তি ঘটবে, সেটা হলো মানুষকে সামাজিক বিপ্লববিরোধী করা যাবে। বিপ্লববিরোধিতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার চমৎকার নিদর্শন এখন পাওয়া যাচ্ছে সর্বাধিক উন্নত বলে কথিত আমেরিকায়। সেখানে শ্বেতশ্রেষ্ঠত্ববাদী উন্মত্ততা এমন পর্যায়ে উঠেছে যে ভিন্ন বর্ণের মানুষদের হত্যা শুরু হওয়ার দশা। এবং ওই বর্ণশ্রেষ্ঠত্ববাদীরা এখনো বিশ্বাস করে যে গত নির্বাচনে তাদের প্রার্থী ট্রাম্পই জিতেছেন এবং তাঁর বিজয়কে চুরি করে নেওয়া হয়েছে।

পুঁজিবাদ গভীর ধরনের সাহিত্যের চর্চাও একেবারেই পছন্দ করে না। সে জন্য দেখছি পাঠককে যে সাহিত্য ধাক্কা দেয়, চিন্তিত করে, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রচার নেই, বাজারও নেই। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি অত্যন্ত সম্মানজনক ঘটনা। সে পুরস্কার একবার দেওয়া হলো বব ডিলানকে, যিনি উঁচুমানের একজন সংগীতরচয়িতা ও সংগীতশিল্পী অবশ্যই; কিন্তু নিজেকে যিনি সাহিত্যিক বলে মনে করেন না, যে জন্য পুরস্কার গ্রহণে তাঁর রীতিমতো দ্বিধা ছিল। এরপর এক বছর তো পুরস্কার দেওয়াই হলো না দাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ভেতর বিরোধের কারণে। বাংলাদেশও যে ওই পুঁজিবাদী ব্যাধিতে আক্রান্ত তারও প্রমাণ মেলে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার সময় সাহিত্য শাখার জন্য এমন সব লোককে মনোনীত করা হয়েছে, যাঁদের রচনা পড়া তো দূরের কথা, নামও লোকে শোনেনি। এর পেছনে আমলাতন্ত্রের তৎপরতা রয়েছে, দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। তা অন্তরালে যাই থাকুক, সামনে থেকে তো বোঝা যাচ্ছে সাহিত্যচর্চা তার আগের এবং সর্বকালের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের একুশের বইমেলাও তো দেখছি সাহিত্য মেলার চরিত্র ছেড়ে বাণিজ্য মেলার রূপ নিতে চাইছে।



কিন্তু সাহিত্য তো থাকবে। এই পৃথিবীতে মানুষ যত দিন থাকবে, ঠিক তত দিনই সাহিত্যও থাকবে। কারণ সাহিত্য মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ ও লালন করে। কিন্তু সে জন্য সাহিত্যকে গভীর হতে হবে, মন-ভোলানোর ছলাকলানির্ভর হলে চলবে না। যাকে আধুনিক যুগ বলা হয়, সেকালে আওয়াজ উঠেছে 'আনন্দের সাহিত্য চাই', কেউ বা আবার ঘোষণাই দিয়েছেন, 'সহে না সহে না প্রাণে জনতার জঘন্য মিতালী।' উদারনীতিক যিনি, তিনি বলেছেন, অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যিনি মেলাবেন ঝড়ো হাওয়াটায় ও পোড়ো বাড়িটায়। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবিও চেষ্টা করেছেন বিপ্লবী মার্ক্সের সঙ্গে ঘোরতর রক্ষণশীল টি এস এলিয়টের মিলন ঘটানোর। এসব কাজ সাহিত্যকে গভীরতা দেয়নি, এমনকি সাহিত্যের গুরুত্বকে যে দৃশ্যমান করবে সে কাজটাও করতে পারেনি। সুবিধা হয়েছে পুঁজিবাদী সংস্কৃতির চর্চার।

এটা বোধ করি মানতেই হবে যে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতিতে এক ধরনের বিষণ্নতা রয়েছে। গাছপালা, নদ-নদী, অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা, বহুকালের খাদ্যাভ্যাস–সব কিছুই নরম ধরনের। মাংসের চেয়ে মাছ ও শাক-সবজি এখানকার মানুষের অধিক পছন্দ। তারা স্বল্পে সন্তুষ্ট। ঝামেলায় জড়াতে চায় না। বাংলাদেশের মানুষ হিংস্র হতে যে জানে না এমন হয়। বিশেষ করে যখন দলবদ্ধ হয় এবং ভাবে শত্রুকে পেয়ে গেছে একেবারে হাতের মুঠোয়, তখন। কিন্তু সাধারণত নরম-সরম। ছোট ছোট ঘটনায় সেটা ধরা পড়ে। যেমন এই ঘটনাটা, সব কাগজে আসেনি, বড় কাগজে ছোটভাবে এসেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় একজন ভারতীয় ধরা পড়েছে, গরু চুরি করে সে ভারতে নিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে হাতেনাতে ধৃত। গ্রামবাসী কিন্তু তাকে কোনো 'শাস্তি' দেয়নি। স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে মাত্র। গরু চুরির এই ঘটনা যদি ধরা যাক আসামে ঘটত; আর লোকটি যদি বাংলাদেশি হতো, ব্যাপারটা তাহলে কী রকম দাঁড়াত? গরুচোরকে অবশ্যই গ্রামবাসী পিটিয়ে মেরে ফেলত। চোর হওয়া দরকার পড়ত না, সন্দেহই যথেষ্ট হতো। আর কিশোরী ফেলানীকে মেরে সীমান্তের তারের বেড়ায় ঝুলিয়ে দেওয়া বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সমর্থন পেত বলে আমরা মনে করি না।

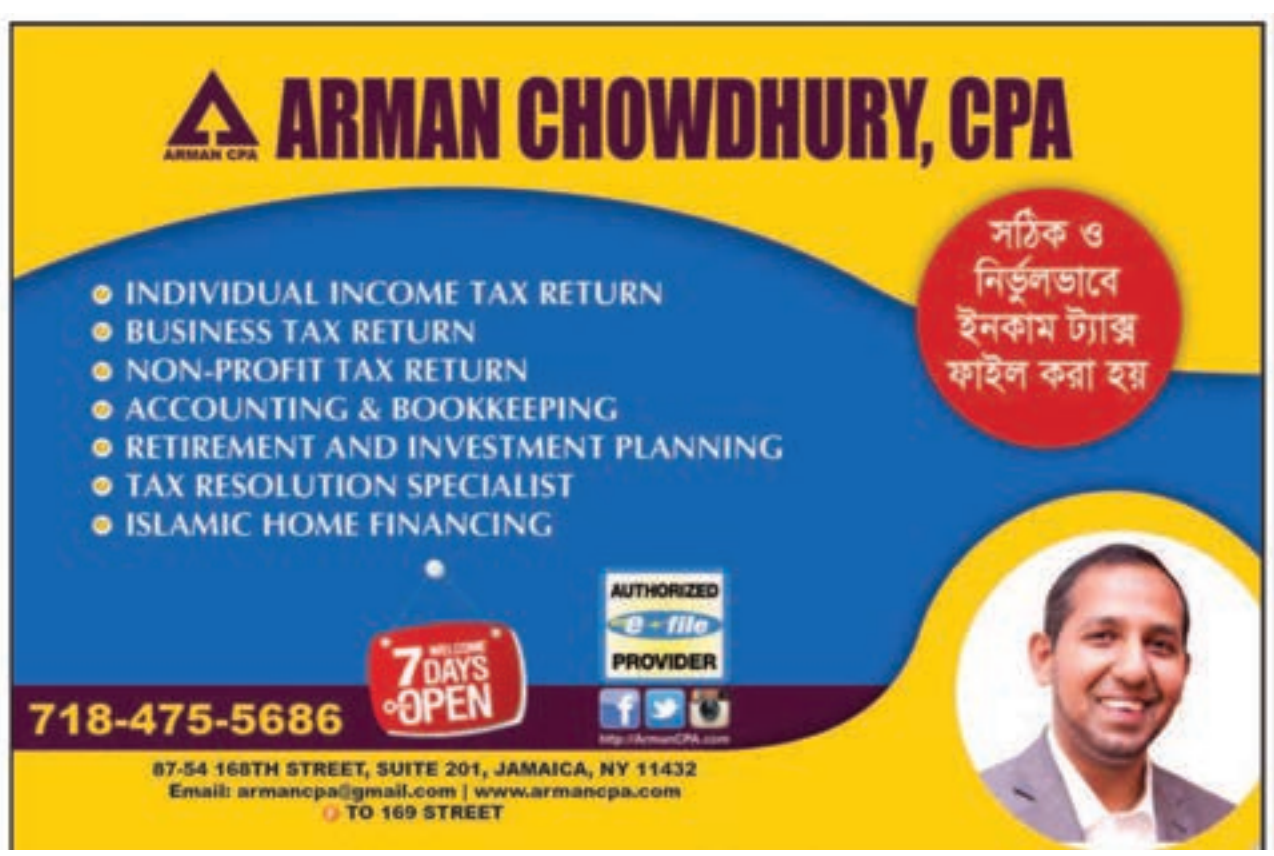
আমাদের সমাজ অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক, ভীষণভাবে পিতৃতান্ত্রিক; কিন্তু সংস্কৃতিতে মায়ের ভূমিকা থাকে, সেটা যত অপ্রত্যক্ষ, ততই কার্যকর, শিরা-উপশিরার মতো। ঘরগেরস্তালির নিত্যদিনের পরিচালনা ও সন্তানের লালন-পালনের মাধ্যমে এবং আহার প্রস্তুত ও পরিবেশনার ভেতরে মা আছেন। মা থাকেন। সব কিছুতে স্নেহের মিশ্রণ ঘটিয়ে। মা নিজে কিন্তু বিষণ্নই থাকেন। বাধ্য হন থাকতে। ওদিকে সংস্কৃতিতে আবার ভয়ও কাজ করে। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা মানুষকে দরিদ্র করে রেখেছে। এ দেশে সম্পদ কখনোই কম ছিল না; শ্রম দিয়ে মানুষ উৎপাদনও করেছে; কিন্তু এখানকার সম্পদ পাচার হয়ে গেছে, বিদেশে।

ভূমি উর্বর। ফসল ফলে সহজে। কিন্তু সে ফসল উৎপাদনকারীরা পান না। লুণ্ঠিত হয়ে যায়। আবার বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক কিছু। ভয়টা কাটে না। সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান শিক্ষা। সেই শিক্ষায়ও ওই ভয়টা নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বাল্যশিক্ষার বইতে আমরা একেবারে প্রথমেই পড়েছি 'অ'তে অজগর আসছে তেড়ে। এখন হয়তো বর্ণপরিচয়ের বইতে 'অ' বর্ণের ওই পরিচয়টি নেই; কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সবটাজুড়েই ভয়টা ব্যাপ্ত রয়ে গেছে। ভয় ফেল করার। ফেল করলে শাস্তি পাওয়ার। ভয়ের উল্টো পিঠে থাকে লোভ। বর্ণপরিচয়ে 'আ'তে ছিল–'আমটি আমি খাবো পেড়ে।' আমগাছটি আমি লাগাইনি, আমের ফলনে আমার কোনো শ্রম নেই; কিন্তু গাছে যেহেতু সেটি ঝুলছে, তাই আমি সেটি পেড়ে নেব, খেয়ে ফেলব, কাউকে দেব না। কী পুঁজিবাদী, কী সামন্তবাদী–সব ব্যবস্থায়ই ভীতি ও প্রলোভনের এই দ্বৈত শিক্ষাটা অনবরত দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্য, ভীতি ও লোভ (যা পূরণ হয় না), এরা মিলে বিষণ্নতা বাড়িয়ে তোলে।

বাঙালির, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাঙালির এই বিষণ্নতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। এই বিষণ্নতার অন্তরে রয়েছে গভীর বেদনা, দুর্ভার হতাশা। কিন্তু বাঙালির ভেতর আবার বিদ্রোহও আছে। আসলে বেদনা ও বিদ্রোহ দুটি মিলিয়েই বাঙালির সংস্কৃতি। বেদনা ও বিদ্রোহের ভেতরকার সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক; এতে কোনো পক্ষই জয়ী হয় না, তবে বৃদ্ধি পায় বিষণ্নতা। জীবনানন্দ দাশ যেমন বেদনাকে মূর্ত করেছেন, তেমনি তাঁরই সমসাময়িক কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যও ওই বিদ্রোহের, তথা বিপ্লবের যে আকাঙ্ক্ষা, তারই কবি। সময় জিনিসটা জীবনানন্দ ও সুকান্ত উভয়ের জন্যই সত্য। সময়কে বোঝার জন্য ঘড়ির রূপক দুজনই ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতা 'ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত' কবিতায় বলছেন যে ঘড়ির কাঁটা তাঁদেরকে, তাঁকে ও তাঁর প্রিয়তমাকে নিয়ে যেতে চায় যেন 'শব্দহীন মাটি ঘাসের দিকে', যেখানে 'সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনো দিন যাবে না'; তবু সেদিকেই যেতে হয়, 'কী গভীর সহজ অভ্যাসে'। অভ্যাসটা মৃত্যুর দিকে যাওয়ারই। কিন্তু সাহস সংকল্প প্রেম, এরা তো মিথ্যা নয়; তারা আছে, তারা মৃত্যুর দিকে যাবে না। আর ওই সাহস সংকল্প প্রেমই দেখি মুখর হয়ে উঠেছে সুকান্তের 'বিদ্রোহের গান' কবিতায় : 'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?/এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি।'

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়





পোল্যান্ড রাশিয়ার আরেক মাথাব্যথা



মো: বজলুর রশীদ

ইউক্রেন ও পোল্যান্ড একটি কনফেডারেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাশিয়া মনে করে এই কনফেডারেশন তার বিরুদ্ধে একটি সামরিক জোট। উভয় দেশ যেসব কথাবার্তা বলছে তাতে দেখা যায়, দু'টি দেশ কনফেডারেশনকে 'জনমের বন্ধনে' পরিণত করতে চায়। পোল্যান্ড ইউক্রেনে এখনো কোনো অভিযান শুরু করেনি, তবে রাশিয়া পোল্যান্ড সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেছে। নেতারা আশা করেছিলেন, পোলিশ ও ইউক্রেনীয়রা 'একসাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও সত্যিকারের সংহতির ওপর ভিত্তি করে একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।' জেলেনস্কি বলেছেন, 'আমাদের জাতিগুলো ভাই ভাই। আমাদের দেশগুলো বোন, আমরা আত্মীয় ও আমাদের মধ্যে কোনো সীমানা বা বাধা থাকা উচিত নয়।'

পোল্যান্ডের সংবিধান দিবসে ৩ মে ডুডা বলেন, 'আমি আশা করি, ইউক্রেন পোল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হবে।' জেলেনস্কি আরো বলেন, 'তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো সীমানা থাকবে না; এই মাটিতে আমরা একসাথে বাস করব, আমরা সুখ ও শক্তি পুনরুদ্ধার করব।' ইউক্রেন যে এখন মৃত্যুর গহ্বরে পড়েছে সেটিই জেলেনস্কির এই আর্তনাদে প্রমাণিত হচ্ছে।

সমালোচকরা বলছেন, এটি পোল্যান্ড ও ইউক্রেনকে তুরস্ক এবং আজারবাইজানের মতো 'এক জাতি-দুই রাষ্ট্র'-এর মতো থাকবে। আরো বলা হচ্ছে, 'একটি স্বাধীন ইউক্রেন ছাড়া, কোনো স্বাধীন পোল্যান্ড হতে পারে না।' ডুডা, এই কনফেডারেশনে ইউক্রেনের পোলিশ 'বড় ভাই' হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ডুডা তার জনগণের জন্য পোপ দ্বিতীয় জন পলের কথা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে কনফেডারেশনের ধর্মীয় ও ভাগ্যবাদী মাত্রা শক্তিশালী হয়।

রাশিয়া সম্পর্কে অনেক কথা বলার পর, ডুডা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি ইউক্রেন পূর্ণ অর্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে বিশ্রাম নেবেন না। এরপর তিনি একটি নতুন সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রতিবেশী সম্পর্ক-চুক্তির ধারণা ঘোষণা করেন।

ডুডা ওয়ারশ ও কিয়েভের মধ্যে একটি উচ্চগতির স্ট্যান্ডার্ড রেলপথের প্রস্তাব দিয়ে, সড়কের মতো অন্যান্য সংযোগ অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতির পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এটি স্পষ্ট নয়, এই সব কিছুর জন্য কত হাজার কোটি ডলার ব্যয় হতে পারে, তবে তিনি বিশ্বাস করেন, পোলিশ-ইউক্রেনীয় সীমান্তকে একত্রিত করা দরকার, বিভক্ত করা নয়।

পোলিশ নেতার চূড়ান্ত প্রস্তাবটি হলো ইউক্রেনকে ওয়ারশ-নেতৃত্বাধীন থ্রি-সিজ, তিন সাগর ইনিশিয়েটিভে যোগদান করতে হবে যা মূলত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপজুড়ে (সিইই) তার দেশের পরিকল্পিত 'প্রভাবের গোলক' হিসেবে কাজ করবে। ডুডা যা কিছু প্রস্তাব করেছিলেন তা মূলত ইউক্রেনকে কনফেডারেশনের মাধ্যমে কার্যত পোলিশ আধিপত্যের অধীনে আনার লক্ষ্যে চালিত। তিনি ও জেলেনস্কি কেবল অনানুষ্ঠানিকভাবে এই বন্ধন তৈরিতে সম্মত হয়েছিলেন। এর মধ্যে স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন- পোল্যান্ড ইউক্রেনের পুনর্গঠনের জন্য অর্থ প্রদান করবে না এবং কোনো দেশের নাগরিকরা সম্ভবত অন্যটিতে রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে পারবে না। তবে এটি স্পষ্ট যে, তারা একটি কনফেডারেট রাষ্ট্রে একীভূত হওয়ার পথে রয়েছে।

তাদের লোকেরা 'শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও সামাজিক গ্যারান্টি' গ্রহণ করার সময় একে অপরের অঞ্চলে অবাধে যাতায়াত, বসবাস ও কাজ করতে পারবে। শেনজেন জোনের জনগণ এসব সুবিধা ভোগ করে আসছে। যদিও ইইউতে এই দু'টিকে পরিচালনা করার জন্য এখনো কোনো সুপারন্যাশনাল বডি তৈরি হয়নি, তবে এটি আসলেই প্রয়োজন হয় না কারণ পোল্যান্ড স্থানীয় আইনগুলো কী-কেমন তা নিয়ে চিন্তা করে না এবং যতক্ষণ না কিয়েভ ওয়ারশের কাছে তার প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক ও বিদেশী নীতিগুলো আত্মসমর্পণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আইন প্রয়োগকারী-বিচারিক বিষয়গুলো মাইক্রোম্যানেজিং করতে আগ্রহী নয়।



বিশাল কৌশলগত প্রেক্ষাপট এমন যে পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের অনানুষ্ঠানিক একত্রীকরণের মাধ্যমে যে ডি ফ্যাক্টো কনফেডারেশনের সৃষ্টি হয়েছিল এটি শান্তিরক্ষী সামরিক বাহিনী প্রেরণের রূপলাভ করেছে। পশ্চিম ইউক্রেনে একটি রেড লাইন অঙ্কিত হয়েছে, যাতে সেই দিকে রাশিয়ার সামরিক অগ্রাভিযান বন্ধ করা যায়। তবে বিষয়টি অত সহজ নয়।

পোল্যান্ড ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে। পোলিশ প্রধানমন্ত্রীর মতে, ওয়ারশ কর্তৃক কিয়েভকে সরবরাহ করা অস্ত্রের মূল্য ১.৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর মধ্যে গত আট বছরে সরবরাহ করা অন্যান্য অস্ত্র অন্তর্ভুক্ত নয়।

ট্যাংকগুলো ইউক্রেনের প্রচেষ্টায় একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে যাতে রাশিয়ার অগ্রাভিযান, দখলদারিত্ব ও কিয়েভের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো দখল করার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। টি-৭২ যুদ্ধ ট্যাংক ছাড়াও, পিওরুন ম্যানপ্যাড হলো ইউক্রেনকে দেয়া পোল্যান্ডের সবচেয়ে পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র। মানপ্যাডগুলো এসইউ-২৫ ও সু-৩৪ বা কেএ-৫২ এবং এমআই-২৪ হেলিকপ্টারের মতো বেশ কয়েকটি রাশিয়ান বিমান ভূপাতিত করতে সফল হয়েছে বলে জানা যায়।

ইউক্রেনের প্রতি পোলিশ সরকারের সমর্থন মস্কোতে একটি বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, পুতিনের শীর্ষ সহযোগীরা পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। পুতিনের রাজনৈতিক দলের এক শীর্ষ সদস্য, ক্রেমলিনের সহযোগী ওলেগ মোরোজোভ বলেছেন, পোল্যান্ডকে 'ইউক্রেনের পর সিংহাসনচ্যুতির জন্য প্রথম সারিতে রাখতে হবে। মোরোজভের এই মন্তব্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেনকে 'বিতাড়িত' করার লক্ষ্যে কাজ করার প্রতিধ্বনি বলে মনে হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে এইসব মন্তব্য আরো উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। পোল্যান্ড ন্যাটোর ৩০টি সদস্য দেশের মধ্যে একটি, যার অর্থ হচ্ছে পোলান্ডকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার রাশিয়ার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার সূচনা করবে। পুতিন ভবিষ্যতে পোল্যান্ডে হামলা চালাতে পারেন কি না সে বিষয়ে তেমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তবে পোল্যান্ডের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাভেল জেবলনস্কি বলেছেন, পুতিন যে পোল্যান্ডে হামলা চালাতে চান, এটি একপ্রকার নিশ্চিত।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ডুডা ওয়াশিংটন সফরের সময় পোল্যান্ডে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ট্রাম্পকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখন থেকেই পোল্যান্ডে তিন হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। সে সংখ্যা ইদানীং বেড়েছে। রাশিয়ার গোয়েন্দা তথ্য মতে, সেখানে পাঁচ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা রয়েছে।

পূর্ব ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে আরো উত্তেজনায় ইন্ধন জোগাবে। পোল্যান্ড ২০১৯ সালে হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্রের সাথে ন্যাটোতে যোগ দেয়। তখন রাশিয়ান সীমান্তের তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রও পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগ দেয়। ট্রাম্প পোলিশ নাগরিকদের ভিসা মওকুফের কর্মসূচিতেও সম্মতি দিয়েছিলেন।

তবে, পোল্যান্ড-ইউক্রেন সাম্প্রতিক কনফেডারেশন স্বল্পস্থায়ী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়ারশ হঠাৎ বুঝতে পেরেছে যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য কিয়েভ ও তার শরণার্থীদের অর্থায়ন করা এক দুরূহ বিষয়। মে মাসের শেষের দিকে মিডিয়ায় বক্তব্যের সময় ডুডা ও জেলেনস্কি সব কিছু রঙিন চিত্রের মতো নিখুঁত মনে করেছিলেন। কনফেডারেশন কাগজ-কলমে ভালো বলে মনে হলেও পোল্যান্ড দ্রুত বুঝতে পারে যে, তাদের বাজেট এমন উচ্চাভিলাষী ভূ-রাজনৈতিক প্রকল্প বহন করতে পারবে না।

পোল্যান্ড দাবি করেছিল, ইউক্রেনের পুনর্গঠনের জন্য জাতিসঙ্ঘের দফতরটি তাদের দেশে থাকা উচিত। ইউক্রেনের শহরগুলো এখন মনুষ্যবিহীন, ভুতুড়ে। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, আর যুদ্ধ দিন দিন তীব্র হচ্ছে। ডুডা মনে করেছিলেন, জাতিসঙ্ঘের এমন পদক্ষেপ তার দেশকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে।

তারা আশা করেছিল, ব্রাসেলস তার প্রতিশ্রুত শরণার্থী সহায়তা বাবদ ১৫০ মিলিয়ন ইউরো অর্থায়ন করবে, যা এখনো হয়নি। শরণার্থীদের ঢল সামলাতে পোল্যান্ড আরো বিলিয়ন বিলিয়ন সহায়তা দাবি করছে। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। ইইউ পোল্যান্ডকে কোভিড পুনরুদ্ধার কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ইউরো অনুদান ও ঋণ অনুমোদন করেছে, তবে বিচার বিভাগের সংস্কার না হওয়ায় এই সহায়তাটি আটকে আছে।

সম্প্রতি উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, পোল্যান্ড সেখানে শান্তিরক্ষী পাঠানোর অজুহাতে পশ্চিম ইউক্রেনে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা করছে। গত জুলাই মাসের শেষের দিকে রাশিয়ার বিদেশী গুপ্তচর প্রধান সের্গেই নারিশকিন এটি মিডিয়ায় ছবিসহ প্রকাশ করেন। চলতি আগস্ট মাসে পোল্যান্ড মহড়ার নামে বড় আকারের সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

পোল্যান্ড কেন ইউক্রেনে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, এর ফলে পশ্চিম ইউক্রেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ছাতার এক রেড লাইন তৈরি হবে যা পোলিশ বাহিনীকে রক্ষা করবে। দ্বিতীয়ত, ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনী শিগগিরই ভেঙে পড়তে পারে, এ ক্ষেত্রে পোল্যান্ড সীমান্ত অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং তৃতীয়ত, এই পরিস্থিতিতে আরেকটি বিশাল শরণার্থী ঢল বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। ইউক্রেনীয় শরণার্থীর ভারে পোল্যান্ড এমনিতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পোল্যান্ডে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ও প্যারা মিলিটারিকে মার্কিন বাহিনী নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো- এটি ইউক্রেনের মাধ্যমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটো নেতৃত্বাধীন প্রক্সিযুদ্ধকে পোল্যান্ড রাশিয়া বা ন্যাটো রাশিয়া যুদ্ধে পরিণত করতে পারে। মার্কিন সেনাবাহিনীর কর্নেল ডগলাস ম্যাকগ্রেগর এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট ও নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান ডেপুটি চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ পোল্যান্ডের সংবিধান দিবসে পোলিশ প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ ডুডাকে বলেছেন, ইউক্রেনের সাথে তার দেশের সীমান্ত শিগগিরই আর আগের মতো নাও হতে পারে। এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, ইউক্রেন বনাম রাশিয়ার যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এ বিষয়টি পুতিন সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরে গ্যাস, তেল, খাদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে পূর্বদিকে ফিরছে। চীন ও উত্তর কোরিয়া সেনাবাহিনী দিয়ে রাশিয়াকে সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, বৈরী লাফঝাপ পোল্যান্ডকে রাশিয়ার হুমকির উৎস বানিয়েছে। পোল্যান্ড ইইউকে নিষেধাজ্ঞা আরো কঠোর করার আহ্বান জানিয়েছে এবং পশ্চিমা ন্যাটো জোটকে ইউক্রেনে আরো বেশি অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ করেছে কারণ এটি তার পূর্ব দিকে রাশিয়ান বাহিনীকে প্রতিহত করার ব্যূহ তৈরিতে শক্তি জোগাবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার







প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন মইনুল

(শেষের পাতার পর)

করেছেন শপথ গ্রহণের পরদিনই। এষ্টোরিয়ার বাঙালি অধ্যুষিত ৩৬ এভিনউ এলাকায় জালালাবাদ ভবন ক্রয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের নতুন কেনা নিজস্ব এই ভবনটির ঠিকানা অ্যাস্টোরিয়ার ৩৬০৭ এর ৩১তম স্ট্রিট, নিউইয়র্ক ১১১০৬।

নিজস্ব এই ভবন ক্রয় করবার সময় সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের বিদায়ী কমিটির সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী (হেলাল) এবং বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী (শেফাজ) এবং অন্যান্য সদস্যরা।

গেল ২২ মে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের নির্বাচনের আগে রূপসী বাংলার সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নিউ ইয়র্কের রিয়েল প্রতিষ্ঠিত এস্টেট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, বদরুল-মইনুল পরিষদ নির্বাচিত হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের নিজস্ব ভবন হবে। প্রতিশ্রুতির মাত্র তিন মাসের মাথায় নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সংগঠনটির নিজস্ব ভবন ক্রয় করেলেন।

প্রতিশ্রুতি পালনে মইনুল ইসলামকে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কম্যুনিটির পরিচিত মুখ ময়নুজ্জামান চৌধুরী।

তিনি কিছুদিন আগে ভবনটি ক্রয় করে রেখেছিলেন যদি তাঁর বন্ধু মইনুল ইসলাম নির্বাচনে বিজয়ী হয়, তাহলে জালালাবাদ ভবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পুরণ করা সম্ভব হবে। জালালাবাদ এসোসিয়েশানের নির্বাচনে ব্বদরুল-মইনুল প্যানেলের জয়লাভেও যাপক ভুমিকা রেখেছেন ময়নুজ্জামান চৌধুরী। এ বিষয়ে ময়নুজ্জামান চৌধুরীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, প্রবাসের অন্যতম বৃহত্ সংগঠনের কোন নিজস্ব ভবন থাকবেনা, এটা হতে পারেনা। তাই আমিও যেহেতু রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাথে জড়িত, তাই আমরা ভবনের জন্য উপযুক্ত বাড়ীর খোঁজে নামলাম এবং অল্পদিনের মধ্যে পেয়ে গেলাম এবং কোন লাভ ছাড়াই জালালাবাদ এসাসিয়েশানের কাছে হস্তান্তর করলাম। এখন জালালাবাদ এসাসিয়েশানের কাঙ্খিত ভবনটি হচ্ছে, তাই আমরা খুবই সন্তুষ্ঠ ও আনন্দিত।

বদরুল-মইনুল পরিষদ আগামীতেও আরও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সকল জালালাবাদবাসীদের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন।

সরকার পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে আছে: জাফরুল্লাহ চৌধুরী

(প্রথম পাতার পর)

অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে প্রতিবাদ করতে হবে। বের হয়ে দেখুন, আপনাদের জয় সুনিশ্চিত।'শনিবার বিকেলে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মরহুম কাজী জাফর আহমদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ভাসানী অনুসারী পরিষদ এই সভার আয়োজন করে।

সরকারপ্রধানের উদ্দেশে জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'দেশ এভাবে চলতে পারে না। ভুল পদক্ষেপ আর অহমিকা ছেড়ে জনগণের সঙ্গে কথা বলেন। আপনি তো আলোচনাকে ভয় পান। মুখে বলেন একটা, করেন আরেকটা। দেশে পরিবর্তন দরকার। কিন্তু বিদ্রোহ দরকার নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ কাজী জাফর নেই, কিন্তু অনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। আমরা রাস্তায় নামলে ১৫ মাসের মধ্যে দেশের পরিবর্তন আসতে বাধ্য। আমরা লড়াইয়ে আছি, থাকব ইনশাআল্লাহ।'

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) আ স ম আবদুর রব বলেন, নারায়ণগঞ্জে যুবদলের নেতা শাওনের লাশ দিতে প্রশাসনের অস্বীকৃতি আইয়ুব খানের শাসনামলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাজী জাফর আহমদের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের তাঁকে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমি প্রথম বলেছিলাম, ৭২ সালের সংবিধান বুড়িগঙ্গা নয় বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া দরকার। সমাজ পরিবর্তনের পূর্ব শর্ত হলো গণতন্ত্র। মানুষ কোনো মতাদর্শ বোঝে না। তারা চায় তাদের অধিকার।'

তিনি আরও বলেন, 'বিদেশের সমর্থনে ক্ষমতায় থাকার চেয়ে জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করা অনেক ভালো। সেটাই সম্মানজনক। বিদেশে গিয়ে সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধের কথা বলতে না পারলে দেশে আসবেন না। মরতে হলে মরব, দাবি আদায় করেই ছাড়ব। আপনাদের থাকতে দেব না। দেশও ছাড়তে দেব না।'

জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, 'কাজী জাফর আহমদ ছিলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে অনন্য। তিনি দেশের সোনালি ইতিহাসের সাক্ষী। তাঁর মতো মেধাবী রাজনীতিক বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরল।'

নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'আজ যেভাবে দেশ চলছে, তা চলতে পারে না। ওরা তস্কর, ভোট চোর, লুটেরা। আমরা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই করছি। আমরা বাংলাদেশকে বদলে দিতে পারব।'

ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সরকার বেপরোয়া হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা সারা দিন খালেদা জিয়াকে নিয়ে যে বক্তব্য দিচ্ছে তা কোনো বক্তব্য হতে পারে না। এবারের লড়াই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী বলেন, 'দেশে দৈত্যকার শাসনব্যবস্থা চলছে। আওয়ামী লীগের প্রণীত ৭২০-এর সংবিধান এই দুরবস্থায় উপনীত করেছে। বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে।'

গণ অধিকার পরিষদের সদস্যসচিব নুরুল হক বলেন, 'সরকার কতটা নিকৃষ্ট যে, তারা বিরোধী দলের মিছিলে গুলি করে মানুষ মারছে। আমরা দেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আছি। মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। দেশকে ছিনতাই হতে দেওয়া যাবে না।'

ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও হাবিবুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির (জাফর) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব কাজী নজরুল ইসলাম, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আক্তার হোসেন ও বাবুল বিশ্বাসসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

সড়ক দুর্ঘটনায় সিলেটে ৩ জন

(প্রথম পাতার পর)

বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই ইউনিয়নের বাসিন্দা লুৎফুর রহমান (৭০), তার স্ত্রী জেলি বেগম (৬০) ও জকিগঞ্জ উপজেলার কালীগঞ্জ ইউনিয়নের তুপখানা গ্রামের রাজমিস্ত্রি ইউনুস মিয়া (২৮)। লুৎফুর রহমান চারখাই ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিয়ানীবাজার থেকে যাত্রীবাহী অটোরিকশাটি সিলেটের দিকে যাওয়ার পথে ঘটনাস্থলে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন যাত্রী নিহত হন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত আরো এক যাত্রীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঝিকরগাছা (যশোর) সংবাদদাতা জানান, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল যুবদল নেতাসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের একজন ঝিকরগাছা পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক ও ঝিকরগাছা বাজারে কাঁচামাল আড়ৎ ব্যবসায়ী হাসানুল কবির রেজা ওরফে হাসান (৩৮)। নিহত অন্যজনের নাম শিহাব হোসেন (১৪)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি ভ্যানযোগে যুবদল নেতা হাসান তার নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। ওই একই ভ্যানে থাকা অন্য এক যাত্রীকে বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে ভ্যানচালক ভ্যান ঘোরানোর সময় বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা যশোরগামী একটি ট্রাকের ধাক্কায় উভয়েই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এ সময় হাসান ওই ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পুলিশ ট্রাকটিকে জব্দ করেছে।

অপরদিকে, গতকাল দুপুরে গদখালী থেকে পানিসারা যাওয়ার পথে নিমতলা এলাকায় বালুভর্তি ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক শিহাব হোসেন নিহত হন। নিহত শিহাব ঝিকরগাছা উপজেলার শংকরপুর ইউনিয়নের কুমড়ি গ্রামের বজলু শেখের ছেলে। খবর পেয়ে ঝিকরগাছা থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাশ উদ্ধার করে।

পটিয়া-চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে দাওয়াত খেয়ে গত শুক্রবার বিকেলে মোটরসাইকেলে এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আকিব উদ্দিন আল হাসান (২০) নামে অনার্স প্রথম বর্ষের এক ছাত্র নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার বন্ধু মানিক (২৪) গুরুতর আহত হন। চট্টগ্রাম-বাঁশখালী-আনোয়ারা পিএবি সড়কের শীলকুপ নাপোড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আকিব উপজেলার গণ্ডামারা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেহের আলি বাড়ির নজরুল ইসলামের ছেলে। গুরুতর আহত মানিক বর্তমানে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তার বাড়ি একই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের হলেও তার বাবার নাম নুরুল আলম।

মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার মহিষকাটা বাজারের দক্ষিণ পাশের সড়কে গতকাল সকালে গাছ বহনকারী নসিমন উল্টে মিরাজ খান (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত মিরাজ উপজেলার মাধবখালী ইউনিয়নের নতুন শ্রীনগর গ্রামের মো: মিলন খানের ছেলে। এ ঘটনায় নসিমন চালক আমিনুল ইসলামও (২২) গুরুতর আহত হন। তাকে বাকেরগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায়, নছিমনটি বাজার সংলগ্ন একটি স'মিলে আসার পথে ঘটনাস্থলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। মিরাজ নসিমনের গাছের গুঁড়ির ওপরে বসা ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, জেলার কামারখন্দে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চাপায় রুখসানা খাতুন নামে সাত বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার চর কামারখন্দ আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুটি ভ্যানচালক রফিকুল ইসলামের মেয়ে।

পুলিশ





সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় জিরো টলারেন্স নীতি

(শেষের পাতার পর)

ভ্লাদিমির ভরনকভ এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকসমূহে একথা বলেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি।

তৃতীয় জাতিসংঘ পুলিশ সামিটের সাইডলাইনে আয়োজিত এসকল বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ সদরদপ্তর ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুইমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন, সন্ত্রাস দমন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে চলমান ও ভবিষ্যত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সাফল্য ও অনুকরণীয় ভূমিকা ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি গাম্বিয়ার শান্তিরক্ষী বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেন। শান্তিরক্ষী মোতায়েন পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যাতে গাম্বিয়াকে সহযোগিতা প্রদান করে সে অনুরোধ জানান তিনি। গাম্বিয়ার শান্তিরক্ষীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের অবদানের কথা তুলে ধরেন। গাম্বিয়ার পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ সহায়তা সম্প্রসারণে বাংলাদেশের পুলিশের সক্ষমতা সম্পর্কে গাম্বিয়ান প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন আইজিপি বেনজীর আহমেদ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট) এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্পর্কে গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশেষ করে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়েরের জন্য গাম্বিয়াকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, মানবিক কারণে বাংলাদেশ সাময়িকভাবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, এ আশ্রয় আরও দীর্ঘায়িত করা অসম্ভব।







তিনি বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন অত্যন্ত জরুরি।

বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রশংসা করেন গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা করেন মন্ত্রীদ্বয়।

গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যে সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর 'জিরো টলারেন্স নীতি' পুনর্ব্যক্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে বাংলাদেশ এ বিষয়ে গাম্বিয়াকে যেকোনো সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য উল্লেখ করে গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গাম্বিয়ায় কারাগারের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এ বৈঠকে। উভয় প্রতিনিধিদল বন্ধুপ্রতীম দুই দেশের মধ্যে আরও পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণে দ্বিপাক্ষিক সফরের বিষয়ে সম্মত হন।

জাতিসংঘের সন্ত্রাস দমন বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল (ইউএসজি) এর সাথে বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত সন্ত্রাস দমন বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগ ও নীতিসমূহ তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘের এই অফিসের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করে যাবেন মর্মেও উল্লেখ করেন তিনি। ইউএসজি সন্ত্রাস দমন এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতি, উদ্যোগ এবং সফলতার প্রশংসা করেন। তিনি ২০২৩ সালের জুনে অনুষ্ঠিতব্য সন্ত্রাস-বিরোধী সংস্থাসমূহের প্রধানদের আসন্ন উচ্চ-পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশকে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত উত্তম অনুশীলন ও সাফল্যগাঁথা তুলে ধরার অনুরোধ জানান। বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল সন্ত্রাসে অর্থায়ন, পারমাণবিক সন্ত্রাসবাদ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কারিগরি সহায়তাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রসারিত করতে জাতিসংঘ প্রস্তুত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ উদ্যানে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু বেঞ্চ ও রোপনকৃত বৃক্ষ পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত এবং বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যে ৬০০ লোক হারিয়ে গেছে, তারা কোথায়?

(শেষের পাতার পর)

রাতে 'যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটি'র ব্যানারে নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে এক 'নাগরিক সংবর্ধনা'য় ড. বেনজীর আহমেদ উপরোক্ত কথা বলেন। জাতিসংঘে পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে অংশ নিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র আগমন করেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা হিন্দাল কাদিও বাপ্পা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ওবিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগ নেতা ছয়ফুল আলম সিদ্দিকী। এর আগে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সহ দলটির নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পুলিশ কর্মকর্তা ও র‍্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দাবি সহ সরকারের স্বপক্ষে তারা স্লোগান দেন। সভার একমাত্র বক্তা হিসেবে ড. বেনজীর আহমেদ বক্তব্য দেওয়ার পরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। এসময় কার আগে কে তাকে ফুল দেবেন, হ্যান্ডসেক করবেন, সেলফি তুলবেন- এমন পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে এই পর্ব বন্ধ করে দিতে হয় এবং ড. বেনজীর আহমদ সিকিউরিটি বেষ্টিত হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

সভায় ড. বেনজীর আহমেদ বলেন, 'আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের অনেক গোল (লক্ষ্য) সেট করা আছে। আমেরিকানরা সন্ত্রাসবাদের শিকার, আমরাও সন্ত্রাসবাদের শিকার। তাদের সব ঘোষণা ও নীতি রয়েছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের নীতিও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। আমেরিকারও তা-ই। তো আমাদের লক্ষ্য এক।'

ড. বেনজীর আহমেদ বলেন, 'আমেরিকা ম্যাক্সিকানদের মাধ্যমে মাদকের ভিকটিম, আমরাও মিয়ানমারের মাধ্যমে মাদকের ভিকটিম। আমরা ও আমেরিকা মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমেরিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমরাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিশ্বে আমেরিকা গণতন্ত্রের মডেল। আমরাও গণতন্ত্রে উন্নতি করেছি। এটাও আমাদের দুই দেশের একই লক্ষ্য। দুই দেশেরই এরকম অজস্র লক্ষ্য অভিন্ন। আমাদের সামাজিক উন্নয়নে আমেরিকার অবদান রয়েছে। তাই আমি বলব, এই নিষেধাজ্ঞা যেটা হয়েছে, এটা অবয়বের বাঙালীরা করেছে। তারা ফার্ম নিয়োগ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা আমাদের একক কিছু না, এটা সবার। তাই এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সবাইকে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের প্রয়োজনে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও নাগরিকদের প্রয়োজনে- একটি জেনারেশনকে দায়িত্ব নিতে হয়।'

আইজিপি বলেন, 'যে ৬০০ লোক হারিয়ে গেছে, তারা কোথায়? তাদের নাম কী? তাদের ঠিকানা কী? তাদের কবর কোথায়? মতিঝিলে হেফাজতের প্রোগ্রামে নাকি তিন হাজার লোক মারা গেছে। পরে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, যারা মারা গেছে তাদের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম দেন। তারা দিতে পারল না। আমাদের দেশের এই অধিকার, স্বাধিকার, প্রাধিকার নামের কিছু এনজিও এগুলো করেছে। এই তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সামনে কিন্তু আরও সমস্যা আসতে পারে।'

তিনি বলেন, 'বাঙালীর চার হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা নিজেরা নিজেদের কখনো শাসন করিনি। অনেকে সেন, পাল ও নবাব বংশের কথা বলেন। আসলে তারা বাঙালী ছিলেন না। অথচ এই বাংলা ছিল শস্য-শ্যামল ও শস্যভান্ডার। চার মাস কৃষকরা চাষাবাদ করত। হিমালয় থেকে আসা পলির কারণে এই জমি ছিল উর্বর। এছাড়াও ছিল মাছ। মানুষ অভাবে ছিল না।'

আইজিপি বলেন, 'বাঙালী হলো গোল্ডফিশ মেমোরি। আমাদের ১৯৭১ সালের আগের ইতিহাস কী ছিল, তা আমরা কেউ মনে করি না। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের চেহারা কেমন ছিল? যাদের মনে আছে, তারা বলতে পারবেন। ১৯৭১ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন পশ্চিমের বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদরা বলেছিলেন, এই দেশ টিকবে না। তাদের যুক্তি ছিল, সাত কোটি মানুষের খাদ্য বাংলাদেশ উৎপাদন করতে পারবে না। প্রতিবছর ৬ থেকে ১৮ লাখ টন খাবার প্রয়োজন। এজন্য ধারাবাহিকভাবে আমাদের ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ হামলা করত। কারণ আমরা উৎপাদন করতে পারতাম না। আমরা প্রকৃতির ওপর নির্ভর ছিলাম। যে বছর বন্যা হয়েছে ফসল হয়নি, যে বছর খরা হয়েছে ফসল হয়নি। তাই আমরা ১৯৭১ সাল বা তার আগে খাবার উৎপাদন করতে পারতাম না।'

পুলিশের আইজি আরও বলেন, 'সেই অর্থনীতিবিদদের আরও যুক্তি ছিল, এ দেশে রপ্তানির কোনো পণ্য নেই, শিল্প-কারখানা এবং আমাদের খনিজসম্পদ নেই। তাই এই দেশ টিকবে না। ১৯৭২ সালে যে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছিল, তা ছিল কৃষি খাতনির্ভর। কিন্তু এখন কৃষি খাতনির্ভর বাজেট কমতে কমতে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে।'

তিনি বলেন, 'সেসব অর্থনীতিবিদের মুখে ছাই দিয়ে, কেবল ছাই দিয়ে না, চুনকালি দিয়ে আমাদের অর্থনীতি কোথায় চলে গেছে। করোনা মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না এলে আমাদের জিডিপি ১০ শতাংশ থাকত এখন। কারণ করোনার আগে আমাদের জিডিপি ছিল ৭.৫ শতাংশ। এটা বিশ্বব্যাংকের কথা। ২০৩০ সালে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪০ সালে আধুনিক দেশে উন্নতি হওয়ার কথা রূপকথা না। এটা বাস্তবতা। আমরা সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। আমরা মাথা উঁচু করেই পৃথিবীতে বসবাস করব।'

আইজিপি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আরেকটি দর্শন হলো, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করা। আমরা দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছি। বিশ্বে আমরা ৩৬তম বড় অর্থনৈতিক দেশ। কয়েক বছরের মধ্যে ২৪তম দেশে রূপান্তরিত হব।'

তিনি বলেন, 'আমরা ভেতরকার একটি শত্রুতার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছি। আমাদের অন্তর্নিহিত লড়াই চলছে। এই চক্রটি দেশে ও মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তাদের লক্ষ্য কী আমি জানি না। এদের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে।'

প্রসঙ্গত, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে গত বছরের ৯ ডিসেম্বর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সাবেক মহাপরিচালক ও বর্তমান আইজিপি বেনজীর আহমেদসহ বাহিনীটির সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট (রাজস্ব বিভাগ) ও পররাষ্ট্র দপ্তর।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com



এবার বলিউডে পা রাখছেন মিমি

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে নাম আসছে আলি ফাজলের। তবে সঙ্গে আরেকটা নামও ঘোরাফেরা করছে। আর তা হল বাংলার সেই নায়ক। গান গান, অভিনয় করেন, পরিচালনাও করেন! ঠিকই ধরেছেন, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। তাকেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু সম্মতির অপেক্ষা।

'গুলাব গ্যাং', 'মহালয়া' খ্যাত বাঙালী পরিচালক সৌমিক সেনের পরিচালনাতেই আসছে সেই ওয়েব সিরিজ। আর তাতে মিমি হলেন নায়িকা। নায়ক কে হবে, সেটাই এখনো ঠিক হয়নি।

রাইমা সেন, পাওলি দাম, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়রা ইতোমধ্যে বলিউডে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন তো মিমি নিজেও। পোস্ত ছবির হিন্দি রিমেকে। যদিও এখনো তা মুক্তি পায়নি। নায়কদের মধ্যে বলিউডে পরপর কাজ করছেন পরমব্রত, শাশ্বত, যিশু, টোটা, রাজেশ শর্মারা। এই তালিকায় নতুন নাম লিখিয়েছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী আর আবির চট্টোপাধ্যায়। কাজ করেছেন অনির্বাণও 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' ছবিতে, সেটাও মুক্তির অপেক্ষায়। তবে মিমির মতো এই ওয়েব সিরিজে সম্মতি দিলেই তা হবে অনির্বাণের প্রথম হিন্দি সিরিজ। যদিও খবরে এখনো সম্মতি দেননি মিমি বা অনির্বাণ কেউই। তবে হলে মন্দ হয় না। দুজনের জুটি 'ড্রাকুলা স্যার'-এ সবাই খুব পছন্দ করেছে।

এদিকে খবর মিলছে মিমির 'বোনুয়া' নুসরতও যাচ্ছেন বলিউডে, তবে সিনেমা বা সিরিজ নয়। ভাগ নেবেন বিগ বসে। সলমন খানের রিয়েলিটি শোর অংশ হতে চলেছেন তিনি। এই খবরে অভিনেত্রীর টিম জানিয়েছে, 'আমরা সরকারি ভাবে এই বিষয়ে এখন কোনো মন্তব্য করতে পারব না। যা জানাবে, চ্যানেল জানাবে।' সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস

(শেষের পাতার পর)

যেন মোবাইল নম্বর। পাকিস্তানের বোলারদের সামনে এতটাই অসহায় ছিলেন হংকংয়ের ব্যাটাররা। ক্ষতিটা করেছেন তাদের দুই পাকিস্তানী স্পিনার।

শাদাব খান ও মোহাম্মদ নওয়াজ সাত উইকেট ভাগ করে নেন নিজেদের মধ্যে। শাদাব আট রানে চার এবং নওয়াজ পাঁচ রানে তিন উইকেট নেন। সাত রানে দুই উইকেট নাসিম শাহর। ১৫৫ রানে ম্যাচ জিতে পাকিস্তান চলে গেল সুপার ফোরে। আর এরইসঙ্গে নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে ম্যাচটিকে স্বর্ণাক্ষরে তুলে রাখল পাকিস্তান। রানের ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এটি পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় জয়।

এর আগের রেকর্ড জয় ছিল ১৪৩ রানের। ২০১৮ সালে করাচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই ব্যবধানে জিতেছিল পাকিস্তান। উইকেটের হিসেবে অবশ্য টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের ১০ উইকেটের জয়ও আছে। গত বছর দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপ ম্যাচেই এত বড় জয় পেয়েছিল বাবর আজমের দল।

ভারতের কাছে পাঁচ উইকেটে হেরে এশিয়া কাপ শুরু করা পাকিস্তান টসে হেরে অধিনায়ক বাবর আজমকে শুরুতেই হারিয়েছিল নয় রানে। দ্বিতীয় উইকেটে মোহাম্মদ রিজওয়ান ও ফখর জামানের ১১৬ রানের জুটির সহায়তায় ২ উইকেটে ১৯৩ রান করে ২০ ওভারে।

ম্যাচসেরা রিজওয়ান ৫৭ বলে ৭৮ রানে অপরাজিত থাকেন। ৪১ বলে ৫৩ রান করেন ফখর। খুশদিল শাহ ভক্তদের খুশি বাড়িয়ে দেন ১৫ বলে হার না-মানা ৩৫ রান করে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA
AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে

(শেষের পাতার পর)

থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। উৎসব উপলক্ষে নেওয়া হচ্ছে সর্বাত্মক প্রস্তুতি। আর এবার বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় এই উৎসবে আয়োজনে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। এই উৎসবকে সামনে রেখে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় গত ৩১ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায়। জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন পূজা কমিটির আহবায়ক দীনেশ চন্দ্র মজুমদার।

সংবাদ সম্মেলনে পূজা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক সনজিত কুমার ঘোষ, প্রধান সমন্বয়কারী গোপাল স্যানাল, প্রচার প্রকাশনা ও মিডিয়া কমিটির প্রধান আবদুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা প্রাঙ্গণে উৎসবের প্রথম দিন ষষ্ঠীতে পূজার উদ্বোধন করবেন বিশ্ব বাঙালী ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবক ও ধনকুবের ব্যবসায়ী ডা. কালী প্রদীপ চৌধুরী। পূজার অন্যান্য দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইউএস কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং, নি-



উইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রেমোস, অ্যাসেম্বলীওমেন ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমার, জ্যাকসন হাইটসের কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানসহ জ্যাকসন হাইটসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ সম্মেলনে দীনেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'বাঙালীর দুর্গাপূজা এখন ইউনেসকো ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির অংশ। এটি আমাদের অহংকারের এবং গর্বের। এই উপলক্ষে প্রথমবারের মতো আমরা জাতি, সম্প্রদায়, দল-মত-নির্বিশেষে সর্বজনীনভাবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শারদীয় উৎসব পালনের উদ্যোগ নিয়েছি।'

সনজিত কুমার ঘোষ বলেন, নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রথমবারের মতো দুর্গাপূজার আয়োজন হচ্ছে। এতে সর্বস্তরের মানুষের পূজা দেখার সুযোগ মিলবে।

গোপাল স্যানাল বলেন, করোনা মহামারির আগে আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা রমজান মাসে জ্যাকসন হাইটসে ইফতার আয়োজন করেছিলাম। এবার মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে পূজা আয়োজনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে এটি সর্বজনীন শারদীয় উৎসবে পরিণত হচ্ছে। এখানে দুই বাংলার বাঙালীরা থাকবেন।

আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্বের বাণিজ্যিক রাজধানী নিউ-ইয়র্ক সম্প্রীতির শহর। এ শহরে এমনও স্থান রয়েছে যেখানে মসজিদ-মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আমরা প্রথমবারের শুধু পূজার আয়োজনই করছি না, এটিকে প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন উৎসবে রূপ দিচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য দেন সংগীতশিল্পী মনিকা রায়, শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, পূজা পরিচালনা বিষয়ক সম্পাদক সনাতন শীল ও সুরুজ শীল, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছাদেক শিবলী। দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রকাশনা 'শারদ সম্প্রীতি' প্রকাশিত হবে। এর সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকী।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে বিশ্বের কয়েকটি দেশের সংস্কৃতি ইউনেসকো ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাঙালীর দুর্গাপূজা তার মধ্যে একটি।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কারণ ও পরিত্রানের উপায়

(শেষের পাতার পর)

একটার পর আরেকটা জনপদের পর জনপদকে কাঁপিয়ে তুলছে। কোভিট-১৯ ভাইরাস গত দু'বছরের অধিক সময় ধরে পৃথিবীকে অস্থির করে তুলেছে যার তা-ব এখনো থামেনি। এখন চলছে অনাবৃষ্টি ও প্রচ- গরম-তাপদাহ। ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল এবং আফ্রিকার এক বড় অংশজুড়ে চলছে তাপদাহ। তীব্র দাবদাহের ফলে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রীস, মরক্কোসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল যা সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ব্রিটেনের ইতিহাসেও এত গরম কখনো পড়েনি। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি জরুরী সতর্কতা ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও বৃষ্টিপাতের অভাবে আবহাওয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে যার ফলে গরমে হাঁসফাঁস করছে মানুষ। নজিরবীহিন এ গরমের তীব্রতায় কয়েক শ' মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আরো বহু মানুষ মারা যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কারণসমূহ:-

(১) জুলুম: যখন কোন জনপদে জুলুম-নির্যাতন বেড়ে যায়, তখন সেই জনপদে আল্লাহর আযাবসমুহ একটার পর একটা নেমে আসে। আল্লাহতা'আলা বলেন,"জালেমদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহকে উদাসীন মনে করোনা। আল্লাহ তাদের শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে, তারা মাথা নিচু করে উঠিপড়ি করে দৌড়াতে থাকবে, তাদের নিজেদের দিকে ফিরবেনা, এবং তাদের হৃদয়সমূহ দিশেহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আযাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। সেদিন জুলুমবাজরা বলবেঃ হে আমাদের প্রভু! অল্প কিছু দিন আমাদেরকে সময় দিন, তাহলে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতে না যে তোমাদের পতন নেই! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো, তোমরা তোমাদের বাসস্থানেই বসবাস করছো এবং সেই সব জালিমদের সাথে আমি কি আচরণ করেছি, তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। উপরন্তু আমি তোমাদের জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি।"(সুরা ইবরাহিমঃ ৪১-৪৫) আল্লাহতা'আলা বলেন,"শুধু তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে থাকে। জুলুমবাজরা তাদের অত্যাচারের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে।"(সুরা শুরাঃ ২২৭) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা জালিমকে দীর্ঘ সময় দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন পাকরাও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেননা। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ তোমার প্রভুর পাকড়াও এ রকমই হয়ে থাকে, যখন তিনি জুলুমরত জনপদ সমুহকে পাকড়াও করেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, অপ্রতিরোধ্য।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

(২) স্বহস্তের উপার্জন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত ফিরে আসবে।"(সুরা রুম:৪১)

মানুষের স্বহস্তের উপার্জন অর্থ হচ্ছে ফাসেকী, অশ্লীলতা, জুলুম ও নিপীড়ন এবং অবাধ্যতা, কুফরী ও পাপাচারের কারণে কখনও কখনো মহান আল্লাহ তা'আলা এসব দুযোর্গ দিয়ে সতর্ক করেন। যাতে তারা আখিরাতের শাস্তি লাভ করার পূর্বে আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত নয় বরং কিছু খারাপ কাজের ফল এ জন্য ভোগ করান যে, এর ফলে সে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবে এবং নিজের চিন্তাধারার ভ্রান্তি অনুধাবন করে সঠিক পথে চলে আসে। হযরত উম্মু সালমা রা: বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন জমিনে মন্দ কাজের প্রাবল্য দেখা দেবে. তখন আল্লাহ তা'আলা জমিনে বসবাসকারীদের উপর নিজের আযাব নাযিল করবেন। হযরত উম্মু সালমা রা বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদিও তাদের মধ্যে নেক লোক তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদিও তাদের মধ্যে নেক লোক থাকে। সাধারণ লোকদের মতো তারাও শাস্তিতে নিপতিত হবে। পরে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দিকে টেনে নিবেন।(মুসনাদে আহমাদ)

(৩) উপলব্ধি ও ফিরে আসার সুযোগ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সেই বড় আযাবের আগে আমি দুনিয়াতে তাদেরকে কোন না কোন ছোট আযাবের স্বাদ ভোগ করাতে থাকবো। হয়তো এরা তাদের বিদ্রোহত্মক আচরণ থেকে বিরত হবে।" (সুরা আস সাজদা:২১)

দুনিয়ার মাঝে ব্যক্তিগত ও জাতিগত পর্যায়ে আযাব নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, ওপরে কোন উচ্চতর শক্তি তাদের ভাগ্যের ফায়সালা করছে। তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করার শক্তি কেউ রাখে না। তবে যারা অন্ধকারে ডুবে আছে তারা এ ঘটনাবলী থেকে পূর্বেও শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো বরবে না। দুনিয়াতে যেসব বিপর্যয় আসে তারা তার অর্থ বুঝে না। তাই তারা এসব বিপর্যয়ের এমন এমন সব ব্যাখ্যা করে যা তাদেরকে সত্য উপলব্ধি করা থেকে আরো দুরে নিয়ে যায়।

(৪) কয়েকটি গুনাহ তার কুফল: হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে সম্প্রদায় মাপে কম দেয় ও ওজনে কম করে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।

আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা ও কুকর্ম বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদি লেনদেন বেড়ে যায়, আল্লাহ তাদের মধ্যে পাগলামী ও মস্তিস্ক বিকৃতি বৃদ্ধি করে দেন।

আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাপি বেড়ে যায়, তখন তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দুশমনদের চাপিয়ে দেন। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে লুত আ: এর সম্প্রদায়ের কাজ (সমকামিতা) হতে থাকে. তাদের মধ্যে ভূমিধস হওয়া ব্যাপক হয়ে যায়।

আর যে সম্প্রদায় সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ পরিত্যাগ করে, তাদের আমল ও কাজকর্মের উন্নতি হয় না এবং তাদের দু'আ কবুল হয় না। (সুনানুল কুবরা:৩/৩৪৬-৩৪৭)

(৫) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বন্ধ থাকা: হযরত আয়েশা রা: বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এমন অবস্থায় আগমন করলেন যে, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হচ্ছিল। তিনি এসে কোন কথা বললেন না। এরপর তিনি অজু করলেন এবং বাহিরে বের হলেন। আমি হুজরায় বসা ছিরাম। তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন, হে লোকসকর! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা নেক কাজের আদেশ করো আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, সেই সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা আমার কাছে দু'আ করবে আর আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো না। তোমরা আমার কাছে চাইবে আর আমি দান করবো না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে আর আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না।"(সহীহ ইবনে মাযাহ:৪০০৪)

হযরত কায়েস বিন আবু হাতিম বলেন, একবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা:এই আয়াত পাঠ করেন,"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে ভ্রান্ত পথ রয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।(সুরা মায়িদা:১০৫) এবং বলেন, লোকেরা এই আয়াতটির যথাযথ অর্থ করতে পারে না। অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে সম্প্রদায় কোন জালিমের জুলুম দেখেও তার হাতকে বাঁধা দেয় না অথবা কোন অন্যায় ও পাপ কাজ দেখেও তা প্রতিরোধ করে না. তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার শাস্তিতে নিপতিত করবেন।"(ইবনু জারির তাবারী)

(৬) পাঁচটি গুনাহের পরিণতি: হযরত ইবনে উমর রা: বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মুহাজিরদের দশজন ব্যক্তি বসা ছিল। তাদের মধ্যে আমি ছিলাম দশম ব্যক্তি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহেরা মুবারক ঘুরিয়ে আমাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন, হে মু-হাজির সম্প্রদায়! পাঁচটি স্বভাব এমন যা থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই যাতে তোমরা তাতে পতিত না হও।

এক, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সাধারণ বিষয় হয়ে যায় এবং মানুষ তা প্রকাশ্যে করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ এবং এমনসব রোগ-ব্যাধি প্রকাশ পায় যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কখনো হয়নি।

দুই, আর যে সম্প্রদায় মাপে ও ওজনে কম করবে, তারা দুর্ভিক্ষ, কষ্ট-কাঠিন্য এবং বাদশাহ ও শাসকদের অত্যাচারের শিকার হবে।

তিন, আর যে সম্প্রদায় যাকাত প্রদান করা বন্ধ করে দেয় তারা বৃষ্টির রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। যদি জন্তু-জানোয়ার না থাকতো তবে একেবারেই বৃষ্টি হতো না।

চার, আর যে সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গ করবে তাদের ওপর তাদের দুশমনদেরকে প্রবল করে দেয়া হয় যারা তাদের মাল-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়।

পাঁচ, আর যে সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের উপর আমল করে না এবং কুরআনের হুকুম-আহকামকে মূল্যায়ন করে না তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও শাস্তিতে জড়িয়ে দেন।"(মুস্তাদরাক হাকিম)

(৭) দুনিয়া হাসিল করার ধান্ধা: আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ যামানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভব ঘটবে যারা দীনের নামে দুনিয়া হাসিল করবে। লোকদের দেখানোর জন্য সুফি বেশ ধারণ করবে। তাদের জবান হবে চিনির চেয়েও মিষ্ট, অথচ তাদের অন্তর হবে নেকড়ে বাঘের মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কি আমাকে ধোঁকা প্রদান করো অথবা দু:সাহস দেখাও? আমার নিজের সত্তার কসম! আমি তাদের উপর এমন ফিতনা ছড়িয়ে দেবো যা তাদের মধ্যে সহনশীল-বুঝমান লোককেও হয়রান-পেরেশান করে তুলবে।(তিরমিযি:কিতাবুল যুহদ)

পরিত্রাণের উপায়:- খুব দ্রত তাওবা করে আল্লাহর রহমতের সীমানায় প্রবেশ করতে হবে। অবশ্যই আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। জমিনে ছড়িয়ে পড়া সকল প্রকার অশ্লীল ও বেহায়াপনার মুলোৎপাটন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় জুলুমসহ সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। করুণার আধার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফিরে আসার সদর দরজা খুঁলে রেখেছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টির সীমানায় দ্রুত চলে আসুন। তাওবা করুন, ফিরে আসুন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

১/১১-এ শুধু মাইনাস ওয়ানই হয়েছে : ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৫তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করে বলেন, ১/১১-এর সময় 'মাইনাস টু' বলে একটা কথা খুব প্রচার হয়েছিল; কিন্তু মাইনাস টু তো হয়নি, হয়েছে মাইনাস ওয়ান। কুশীলবরা ওই চক্রান্তে আবারো জড়িত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে যারা বিশ্বাস করে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে যারা বিশ্বাস করে, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাদেরকে মাইনাস করতে হবে। তাহলে সুবিধা হবে তাদের পক্ষে এখানে একটা নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করার।

মির্জা ফখরুল বলেন, তারেক রহমানকে ওই সময়ে যে বন্দী করা হয়েছিল ওইটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সামগ্রিকভাবে এ দেশের ১৮ কোটি মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুক্তির যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সে দিন বন্দী করা হয়েছিল। যে চক্রান্তের অংশ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল, যে চক্রান্তের অংশ হিসেবে ৯ বছর স্বৈরাচার এ দেশের জনগণের ওপরে নির্যাতন-অত্যাচার করেছে, যে চক্রান্তের অংশ হিসেবে ১/১১ ঘটেছে, সেই চক্রান্তের অংশ হিসেবে তারেক রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল একটি যে, এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের কথা যারা বলে, যারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়; নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এবং যারা বাংলাদেশকে সেভাবে দাঁড় করাতে চায় তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সেই কারণেই প্রথম থেকে যে কাজটা ছিল তাদের ওপরে যে, এই সমস্ত নেতা যারা জনপ্রিয়, যারা জনগণকে সংগঠিত করতে পারে, যাদের কথায় জনগণ একত্রিত হয় সেই নেতাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ফোরাম ও উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের যৌথ উদ্যোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৫তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভা হয়। ছাত্র ফোরামের উপদেষ্টা মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম খান আলিমের পরিচালনায় সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় নেতা শামা ওবায়েদ, শাম্মি আখতার, তাইফুল ইসলাম টিপু, কাদের গনি চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের মোস্তাফিজুর রহমান, গোলাম সারওয়ার, নাজমুল হাসান, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালের ৭ মার্চ গ্রেফতারের পর প্রায় ১৮ মাস কারান্তরীণ শেষে ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সবগুলো মামলায় তারেক রহমান জামিন লাভ করেন ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুক্তি লাভ করেন। এরপর ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসার সুবিধার্থে তিনি সপরিবারে বসবাস করছেন।

তারেক রহমানের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রশংসা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ২০০৬ সালের আগে থেকে তিনি যে তৃণমূলে সংগঠনের সম্মেলনগুলো করছিলেন, ওই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তিনি বিএনপিকে একেবারে মাঠপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বিএনপির নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন। তার অনেকগুলো বক্তব্যে ওই সময়ে তিনি কিভাবে দেশকে দেখতে চান, কিভাবে দেশের অর্থনীতি পরিবর্তন করতে চান, কিভাবে আর্থসামাজিক পরিবর্তন আনতে চান- এই কথাগুলো কিন্তু তখন থেকে বলে আসছিলেন। তার একটা অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা আছে। এই কয়েক বছরে আমরা যেটা দেখলাম; দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে নেয়ার পর থেকে অতিদ্রুত তিনি গোটা সংগঠনকে একটা কাঠামোর মধ্যে আনার পথ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। অঙ্গসংগঠনগুলো গুছাচ্ছেন, বিএনপিকে গুছাচ্ছেন। এখানেই হয়েছে কাল। যেহেতু বিএনপি আবার জেগে উঠছে, বিএনপি আবার ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠছে- সুতরাং তাকে আবার দমিয়ে ফেলতে হবে, তাকে আবার ফেলে দিতে হবে- এটাই হচ্ছে তাদের (সরকার) লক্ষ্য।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা এ দেশের মানুষের যে স্বার্থ, তাদের যে তেল-ডাল-লবণ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তারা যখন আন্দোলন শুরু করেছে সেই সময়ে ওরা (সরকার) আঘাত হানতে শুরু করেছে। ওরা চেষ্টা করছে এই আন্দোলনটাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তারা আবারো আগের মতো আগুন সন্ত্রাস, ওমুক সন্ত্রাস দিয়ে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করে...। গতকাল বলেই ফেলেছেন তথ্যমন্ত্রী যে, আমরা বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চিত্র নিয়ে বহির্বিশ্বে যাবো। তবে বহির্বিশ্ব এখন আর ওদের সেই প্রোপাগান্ডা মানছে না। সে জন্য আমাদেরকে সব পদক্ষেপ খুব সতর্কভাবে নিতে হবে। আমরা যেন নতুন কোনো চক্রান্তের মধ্যে না পড়ি। তিনি বলেন, আমরা এবার কোনোমতেই পরাজিত হবো না। কারণ আমরাও বলেছি, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও বলেছেন, আমাদেরকে এবার বিজয় লাভ করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। নুরে আলম, আব্দুর রহিম, শাওন প্রধানের আত্মাত্যাগ কোনো মতেই বৃথা যেতে দেয়া হবে না।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

জাতীয় সংসদে আলোচনা

শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত হচ্ছে, দলের লোকও জড়িত

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত হচ্ছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। তাঁর দাবি, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সরকারি দলের লোকজনও জড়িত। বুধবার (৩১ আগষ্ট) জাতীয় সংসদে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড নিয়ে আনা একটি সাধারণ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সরকারি দলের এই সংসদ সদস্য বলেন, কী ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে, তা তিনি সংসদে বিস্তারিত বলতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারলে তাঁকে বলতে পারতেন। ওই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের লোকও জড়িত।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিবিসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অনেক সময় সঠিক তথ্য দেয় না। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাধ্যমে নিজস্ব ম্যাকানিজমে (উপায়ে) তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দেন।

'জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার নীলনকশা করেন'

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যার নীলনকশা করেছিলেন বলে দাবি করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, তাঁর দল এখনো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছে। বিএনপির বিরুদ্ধে প্রতিদিন যুদ্ধ করতে ভালো লাগে না জানিয়ে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার কাছে এই যুদ্ধের অবসান চান তিনি।

বুধবার জাতীয় সংসদে ১৪৭ বিধির ওপর আনীত সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ওই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

প্রস্তাবে বলা হয়, 'এই মহান সংসদের অভিমত এই, যে ঘৃণ্য খুনিচক্র ও চক্রান্তকারী গোষ্ঠী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জানাচ্ছি। কিন্তু চক্রান্তকারীদের প্রেতাত্মারা এখনো ক্ষান্ত হয়নি। আজও তারা ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে এসে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে। তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে সফল হতে দেওয়া যায় না।'

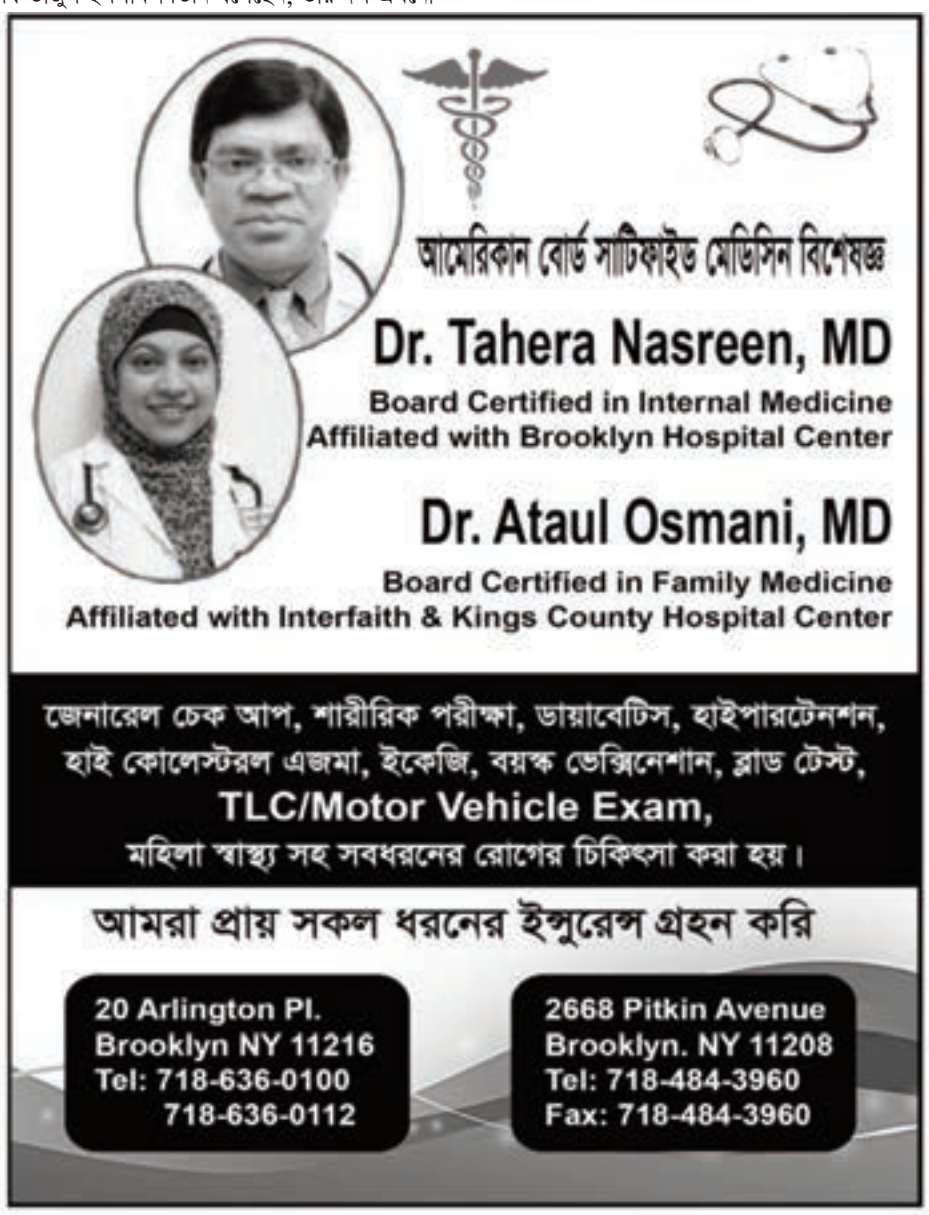
ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এ বি তাজুল ইসলাম বলেন, 'এখনো পাকিস্তানি প্রেতাত্মা ও জিয়াউর রহমানের দল স্বপ্ন দেখছে। আমাদের নেত্রীর নির্দেশ দেওয়া উচিত, একটা শেষ যুদ্ধের খবর দেন, এই যুদ্ধে হয় তারা থাকবে, না হয় আমরা থাকব এই দেশে। আর কোনো বিকল্প নেই। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে আর ভালো লাগে না।'

পাকিস্তান আমলে জিয়াউর রহমান দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ে কর্মরত ছিলেন জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম ছিল। সেই সুবাদে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নীলনকশা করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটনে জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি করেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'আইনমন্ত্রী বারবার তদন্ত কমিশনের কথা বলেছেন। তবে আমরা এটা বাস্তবে দেখতে চাই।'

৩১ ডিসেম্বরের আগে কমিশন

এদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের আগে কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল, তারা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও হত্যা করেছিল। যারা বঙ্গবন্ধুকে প্রত্যক্ষভাবে হত্যা করেছে তাদের বিচার হয়েছে। এখানে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কারা জড়িত ছিল, তা খুঁজে বের করতে কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে। আমি আজ বলতে চাই, আগামী ১৬ ডিসেম্বরের পরে আমরা একটি কমিশন গঠন করব।







BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

দুটি রুম ভাড়া

১ আগস্ট থেকে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ৯ স্ট্রিটের একটি এপার্টমেন্টে সাবলেট একটা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে (দুইটা রুম) শেয়ারে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট। **যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী পরিবারের একটি ১০ বছরের স্পেশিয়াল বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন বাঙালী মহিলা প্রয়োজন। আগ্রহীকে ইংরেজী জানতে হবে এবং বয়স ৩৫-৪০ হতে হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
সে-০৫/০৬

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

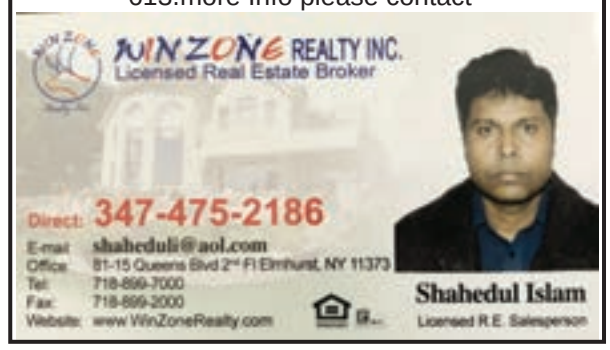
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের 'ওয়েল কাম সমাবেশ'

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশ দলে নেতৃত্বে দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল। তার সাথে আইজিপি ড. বেনজীর আহমদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ৭৭তম জাতিসংঘ সাধারন অধিবেশন। অধিবেশনে হাই লেবেল অধিবেশন চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের অধিবেশনে যোগ দিতে ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান তুলে সমাবেশস্থল মুখরিত করে তুলেন। সমাবেশে অংশগ্রহনকারী উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, সহ সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ, আবুল কাশেম, লুৎফুল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, আওয়ামী লীগ নেতা সোলায়মান আলী, রফিকুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা তরিকুল হায়দার চৌধুরী, সেবুল মিয়া সহ মোর্শেদা জামান, সাইকুল ইসলাম, জয় চৌধুরী, আব্দুল কাদের মিয়া প্রমুখ।









জাতিসংঘের সামনে এইআরডিবি'র বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলে এই সমাবেশ। উল্লেখ্য, জাতিসংঘে পুলিশ প্রধানদের সম্মেলন চলাকালে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বে দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল। তার সাথে আইজিপি ড. বেনজীর আহমদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

জাতিসংঘ সদর দফতরের মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলমেন্ট ফর বাংলাদেশ (এইআরডিবি) এবং বাংলাদেশী আমেরিকান কনসার্নড সিটিজেন এর ব্যানারে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে কোয়ালিশন ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ, সাউথ এশিয়ান পলিশি ইনিশিয়েটিভ, গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' প্রভৃতি সংগঠনও এতে যোগ দেয়। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ও জসিম ভূইয়া'র নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরাও সমাবেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এতে যোগ দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এইচআরডিবি'র সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, সিএইচআরডি বাংলাদেশের সেক্রেটারি ইমরান আনসারী, বোর্ড মেম্বার রীটা রহমান, বিশিষ্ট লেখিকা মিনা ফারাহ, সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দিপু, বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, জসিম ভূইয়া, গোলাম ফারুক শাহীন, মাওলানা অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, আহবাব চৌধুরী, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা প্রমুখ। সমাবেশে গুম হওয়া ব্যারিষ্টার আরমানের পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভিকটিমের চাচা মীর মাসুম আলী। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন মাহবুবুর রহমান।

সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন ছাড়াও 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর', 'সন্তান হারা মায়ের ডাক, ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক', 'গেট ব্যাক মাই ব্রাদার' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে জাতিসংঘ ভবনের সম্মুখ রাজপথ।

সমাবেশে বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সকারের সমালোচনা করে বলেন, অবৈধ ভোটের এই সরকার স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে, কোথাও গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই, সরকার দেশের সর্বত্রই ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। বক্তারা অবিলম্বে বাংলাদেশে গুম, খুন বন্ধ, ইতিমধ্যে গুম হওয়া স্বজনদের অবিলম্বে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুম তদন্তে জাতিসংঘকে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে। সমাবেশ শেষে সিএইচআরডি বাংলাদেশ এর পক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব সমীপে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়।

বেগুনের বহু গুণ

(শেষের পাতার পর)

মালয়েশিয়াতে বলা হয় ব্রিনজাল।

বেগুনকে অনেকে বলে সবজির রানী। এটি জনপ্রিয় আশ্চর্য পার্পল আবরণ আর প্রচুর পুষ্টি উপকরণের জন্য। নানাভাবে রান্না হয় বেগুন। বেগুন ভর্তা, বেগুন ভাজি, এমনকি তরকারিতে বেগুন দিলে হয় আলাদা স্বাদ। বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল, বেগুন দিয়ে টাকি মাছের রান্না খেতে দারুণ।

বেগুন ভিটামিন আর খনিজেও ভরপুর। এতে আছে ভিটামিন সি, কে, বি৬, থিয়ামিন, নিয়াসিন, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, ফাইবার, ফলিক এসিড ও পটাসিয়াম। এতে আঁশ বেশ থাকাতে হজমেও সুবিধা হয়। বেগুনে আছে কিছু ফাইটোনিউটরিয়েনটস যা মজবুত করে স্মৃতি শক্তি।

বেগুনে থাকা আয়রন ও ক্যালসিয়াম উন্নত করে হাড়ের স্বাস্থ্য। রক্তস্বল্পতা দূরীকরণেও সহায়ক ভূমিকা রাখে বেগুন। এতে আছে নানা রকম এন্টি অক্সিডেন্ট, আছে ক্যান্সাররোধী গুণ। আছে অনেক আঁশ যা হার্টের জন্য ভালো। কোলেস্টেরল কমায় বেগুন।

ওজন কমাতে দারুণ উপকারী। বেগুনে ক্যালরি কম, ফ্যাট কম, আঁশ থাকাতে পেট থাকে ভরা অনেকক্ষণ। তাই অন্য খাবার খাওয়া হয় কম। শুধু পার্পল নয়, সাদা রঙের বেগুনও আছে। আছে থাল বেগুন, গফরগাঁওয়ের বেগুনও প্রসিদ্ধ। লম্বা বেগুন, গুটি বেগুন আছে। শিমের ডালে লতা বেগুনও মিলে, এই বহু ভ্রমণকারী সবজির উৎস ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

মিয়ানমার রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হবে

কূটনৈতিক প্রতিবেদক জানান, সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে গিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মিয়ানমারের যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া গোলা এসে পড়ার ঘটনায় দেশটির রাষ্ট্রদূতকে আজ রোববার আবারো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হবে। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মর্টার শেল পড়ার ঘটনায় রাষ্ট্রদূতকে দুইবার তলব করা হয়েছিল।

এর আগে গত ২০ ও ২৮ আগস্ট মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টার শেল বাংলাদেশে এসে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২১ ও ২৯ আগস্ট মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে প্রতিবাদ জানানো হয়। সীমান্তের ঘটনায় এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতে নতুন করে শরণার্থীদের ঢল ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (বিজিবি) সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। তিনি বলেন, মিয়ানমারের কোনো উসকানিতে আমরা পা দেবো না।

ফাঁড়িতে আক্রমণের জেরে বিমান হামলা : মিয়ানমারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইরাবতীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরাকান আর্মি উত্তর রাখাইন রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তে মংডু টাউনশিপে একটি পুলিশ ফাঁড়ি দখল করার পর জান্তা সরকার বিমান হামলা শুরু করেছে। গত বুধবার আরাকান আর্মি ফাঁড়িটি দখল করে ১৯ জন জান্তা পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম লুট করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার সরকার জেট ফাইটার এবং হেলিকপ্টার ব্যবহার করে তিন দফা বিমান হামলা চালায়। একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, সকালে দু'টি বিমান এবং একটি হেলিকপ্টার আক্রমণ করে এবং বিকেলে দু'টি জেট এবং দু'টি হেলিকপ্টার বোমাবর্ষণ করে। সরকার ওই দিন বলেছে যে, তার সৈন্যরা শক্তিবৃদ্ধি এবং কামান ব্যবহার করে ফাঁড়িটি পুনরায় দখল করতে চলেছে।

২ আগস্ট থেকে আরাকান আর্মি সীমান্তসহ ওই এলাকায় আক্রমণ শুরু করার পর পাশের পালেতোয়া টাউনশিপ, চিন রাজ্যে লড়াই শুরু হয়। এএ'র হামলার জেরে সীমান্তের ছয়টি সেনা ঘাঁটি থেকে জেট ও হেলিকপ্টার দিয়ে নিয়মিত বিমান হামলায় প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ শেল নিক্ষেপ করছে জান্তা সরকার। স্থানীয় বাসিন্দারা মংডু শহর এবং পাশের বুথিডাং টাউনশিপে পালিয়ে গেছে।

এএ দাবি করেছে, বুধবার পালেতোয়ার মায়েক ওয়া গ্রামের কাছে একটি লড়াইয়ের সময় ১০ জন জান্তা সৈন্যকে তারা হত্যা করেছে। রাখাইনের সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই রাজ্যের অ্যান টাউনশিপে আরাকান আর্মি একটি জান্তা কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালালে বেশ কয়েকজন সেনা নিহত হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে একটি সরকারি গাড়ি একটি রাস্তায় জ্বলছে। বর্তমানে জান্তা সারা দেশে প্রতিরোধ বাহিনী এবং জাতিগত সশস্ত্র সংগঠনগুলোর হাতে প্রতিদিন আক্রমণের মুখে পড়ছে।









যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বরমচাল প্রবাসীদের বনভোজন সম্পন্ন

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বরমচালের প্রবাসীদের নিয়ে প্রথমবারের মত ,বরমচাল এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ 'র উদ্যোগে ২৮ শে আগষ্ট ২০২২ রবিবার নিউইয়র্কের ফেরি পয়েন্ট পার্কে বর্ণিল এক বনভোজন ও মিলন মেলার আয়োজন করা হয় । নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে ভরপুর আনন্দঘন নির্মল পরিবেশে ফেরী পয়েন্ট পার্কে বনভোজন ও মিলন মেলার উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ময়নুল হক তারেক । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রুমন আহমদ । অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ খাইরুল ইসলাম এবং শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ময়নুল হক তারেক ।বনভোজন ও মিলন মেলার সার্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরমচালের সন্তান যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তণ সহ সাধারণ সম্পাদক ও কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইন্ ক এর উপদেষ্টা সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ) ।শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ এর প্রাক্তণ সহ সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াছ খসরু, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ ও প্রাক্তণ সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম রেনু । আরও বক্তব্য রাখেন সামির শাহ (জুয়েল), আজাদ আলী সিপু, নিতা হক মুঠি, আজমল হোসেন খান(খয়রু), লুতফুর রহমান, খাইরুল ইসলাম, আশরাফ খান সুমন প্রমুখ ।

বনভোজন ও মিলন মেলায় সমবেত সকলেই ব্যস্হ হয়ে পড়েন পুরো সময়টাকে উপভোগ করার জন্য । আনন্দ উল-াস , গান গল্প আড্ডা, বিভিন্ন রকমের খেলাধূলা, কুইজ প্রতিযোগিতা, হরেক রকম বাঙ্গালি খাবার, এমনকি ঝালমুরি পান সুপারি এক কথায় আয়োজনে কোন প্রকার কমতি ছিলোনা । সব কিছুর মাঝে দশটি আকর্ষনীয় পুরস্কার জিতে নেবার প্রত্যাশায় রাফেল ড্র এর কুপন ক্রয় বিক্রয়ের একটা হিড়িক বিরাজমান ছিলো । দিনভর আনন্দ বিনোদনের শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার তুলেদেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও আয়োজক কর্মকর্তাবৃন্দ । বনভোজন ও মিলন মেলা আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্হাপনায় ছিলেন - সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ), ময়নুল হক তারেক, সামির শাহ জুয়েল, আজাদ আলী সিপু, নিতা হক মুটি, রুমন আহমদ, ইপা চৌধুরী, আজমল খান খয়রু, লুতফুর রহমান, খাইরুল ইসলাম, আশরাফ খান সুমন, রুহিন মিয়া, আব্দুল-াহ মান্নান, জুমন হোসেন, রুবেল মিয়া, ফাহিম চৌধুরী, সোয়েব আহমদ চৌধুরী, নিপা চৌধুরী ও নিলুফার সুলতানা লিনু প্রমুখ ।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সাহেদ দেলওয়ার চৌধুরি , সাবেক সভাপতি আশরাফ আহমদ ইকবাল , সাবেক সহ সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খছরু , কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন আহমদ লিটন , কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক মহিলা সম্পাদিকা জাহানারা আহমেদ লক্ষী ,কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক কয়ছর রশিদ , কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক জাবেদ আহমদ , কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম রেনু, এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম , সাহিদ চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম, বেলাল আহমদ, বাবু আহমদ, সিতাব আহমদ, ইমরুল কয়েছ ও মান্নান আহমদ ।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 5 // 2022

জাতিসংঘে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি

টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ পুলিশের যেকোনো উদ্যোগে অবদান রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত

নিউইয়র্ক: 'জাতিসংঘ পুলিশ (UNPOL) এর গর্বিত সদস্য হিসেবে, টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য এর যেকোনো উদ্যোগে অবদান রাখতে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি'। গত ১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে জাতিসংঘ পুলিশ প্রধানদের সম্মেলন (UNCOPS 2022) উপলক্ষে আয়োজিত 'জাতিসংঘ পুলিশ এর অংশগ্রহণে টেকসই শান্তি ও উন্নয়ন' (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)









আন্তজাতিক গুম খুন প্রতিরোধ দিবস

জাতিসংঘের সামনে এইআরডিবি'র বিক্ষোভ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আন্তজাতিক গুম খুন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। সমাবেশ থেকে বাংলাদেশে গুম হওয়া স্বজনদের ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ সরকারের বিভিন্ন সমালোচনা করে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়। মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) অপরাহ্নে জাতিসংঘ ভবনের সামনে ফাস্ট এভিনিউ ও ৪৩ স্ট্রীটস্থ পার্কে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলে এই সমাবেশ। উল্লেখ্য, জাতিসংঘে পুলিশ প্রধানদের সম্মেলন চলাকালে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বে দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল। তার সাথে আইজিপি ড. বেনজীর আহমদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

জাতিসংঘ সদর দফতরের মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলমেন্ট ফর বাংলাদেশ (এইআরডিবি) এবং বাংলাদেশী আমেরিকান কনসার্নড সিটিজেন এর ব্যানারে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে কোয়ালিশন ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ, সাউথ এশিয়ান পলিশি ইনিশিয়েটিভ, গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' প্রভৃতি সংগঠনও এতে যোগ দেয়। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ও জসিম ভূইয়া'র নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরাও সমাবেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এতে যোগ দেন।



বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এইচআরডিবি'র সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, সিএইচআরডি বাংলাদেশের সেক্রেটারি ইমরান আনসারী, বোর্ড মেম্বার রীটা রহমান, বিশিষ্ট লেখিকা মিনা ফারাহ, সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দিপু, বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, জসিম ভূইয়া, গোলাম ফারুক শাহীন, মাওলানা অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, আহবাব চৌধুরী, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা প্রমুখ। সমাবেশে গুম হওয়া ব্যারিষ্টার আরমানের পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভিকটিমের চাচা মীর মাসুম আলী। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন মাহবুবুর রহমান।

সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন ছাড়াও 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর', 'সন্তান হারা মায়ের ডাক, ফ্যাসিবাদ নিপাদ যাক', 'গেট ব্যাক মাই ব্রাদার' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে জাতিসংঘ ভবনের সম্মুখ রাজপথ।

সমাবেশে বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সকারের সমালোচনা করে বলেন, অবৈধ ভোটের এই সরকার স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে, কোথাও গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই, সরকার দেশের সর্বত্রই ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। বক্তারা অবিলম্বে বাংলাদেশে গুম, খুন বন্ধ, ইতিমধ্যে গুম হওয়া স্বজনদের অবিলম্বে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুম তদন্তে জাতিসংঘকে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে। সমাবেশ শেষে সিএইচআরডি বাংলাদেশ এর পক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব সমীপে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়।





বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

(৪ পাতার পর)

তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কোর-আন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। দোয়ায় বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ সহ করেনানায় নিহতদের আত্মার মাগফিরাত এবং কমিউনিটির কল্যাণ কামনা করা হয়। এরপর নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এসোসিয়েশনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শাহীন কামালী। এরপর অতিথিবৃন্দ ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রেজাউল করীম চৌধুরী, মিসবাহ আহমেদ, সংগঠনের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ জামাল হোসাইন, রোকন হাকিম।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য মিনহাজ আহমেদ। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোশাররফ হোসেন ও সাব্বির হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। কমিশনের অপর সদস্য আহমেদ এ হাকিম ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। এই পর্বে প্রথমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নবনির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন খানকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর সভাপতি বদরুল হোসেন খান নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম সহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথে নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা গঠনতন্ত্র মোতাবেক নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও জালালাবাদ ভবন নির্মাণ, নতুন ইমিগ্র্যান্টদের সহযোগিতা, বৃহত্তর সিলেটবাসীর অধিকার রক্ষা সহ জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে প্রবাসে মডেল সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অভিষিক্তরা হলেন: সভাপতি- বদরুল হোসেন খান, সহ সভাপতি (সিলেট)- মো: লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি (সুনামগঞ্জ)- মোহাম্মদ শাহীন কামালী, সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)- মো: শফি উদ্দিন তালুকদার, সহ সভাপতি (মৌলভীবাজার)- বশির খান, সাধারণ সম্পাদক- মইনুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক- রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আলীম, সাংগঠনিক সম্পাদক- ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- হোসেন আহমদ, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- ফয়ছল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক- মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জাহিদ আহমেদ খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- সুতিপা চৌধুরী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে হেলিম উদ্দিন (সিলেট), শামীম আহমেদ (সুনামগঞ্জ), দেলোয়ার হোসেন মানিক (হবিগঞ্জ) ও মিজানুর রহমান (মৌলভীবাজার)। উল্লেখ্য, শপথ গ্রহনের আগে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। উল্লেখ্য, এবার নিয়ে বদরুল হোসেন খান এসোসিয়েশনের তিনবার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইতিপূর্বে তিনি পর পর দু'বার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।





অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা দেশ-প্রবাসের কল্যাণে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং যেকোন প্রয়োজনে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি অভিষিক্ত কর্মকর্তাদেরও শুভেচ্ছা জানান।

নবনির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন খান এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বিদায়ী কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আগামী ৯০ দিনের মধ্যে নিউইয়র্কে 'জালালাবাদ ভবন' প্রতিষ্ঠা, বৃহত্তর সিলেটবাসী সহ প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বদরুল হোসেন খান এ অভিষেক অনুষ্ঠানকে সংগঠনের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অভিষেক অনুষ্ঠান বলে মন্তব্য করেন।

শপথ গ্রহণ শেষে নবনির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম ও সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়। এই পর্যায়ে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন ও আব্দুর রব মিয়া, নির্বাচন কমিশনার কাউছারুজ্জামান কয়েস, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, কবি ফকির ইলিয়াস, ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

এসোসিয়েশনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুতিপা চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী বাউল কালা মিয়া, কলকাতার মহুয়া ব্যানর্জী, প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব সহ অন্যান্যরা এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত ৯টার দিকে এবং অনুষ্ঠান চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। এতে অনেক দর্শক-শ্রোতাকে বিরক্ত বোধ হতে দেখা যায় এবং অনেকেই অনুষ্ঠানের মাঝে জয়া হল ত্যাগ করেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান
সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার



নিউইয়র্ক: 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদ এবং এর যে কোনো ধরন এর মোকাবিলায় জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে বাংলাদেশ সরকার'। গত ৩১ আগস্ট জাতিসংঘ সদরদপ্তরে গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেইয়াকা সনকো এবং জাতিসংঘের সন্ত্রাস দমন বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



প্রাকৃতিক বিপর্যয় কারণ ও পরিত্রানের উপায়
জাফর আহমাদ

একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় পৃথিবীতে নেমে আসছে। মহামারী, বন্যা, জলোচ্ছাস,সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও তাপদাহ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

নিউইয়র্কে সংবর্ধনা সভায় আইজিপি'র প্রশ্ন
যে ৬০০ লোক হারিয়ে গেছে, তারা কোথায়?

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তার নেপথ্যে তিন বছর ধরে বাংলাদেশীদের একটি চক্রের নিয়োগ দেওয়া চারটি লবিং ফার্ম কাজ করেছে। এসব বাংলাদেশী অবয়বে বাঙালী হলেও তারা প্রকৃত বাঙালী না। তারা আর্টিফিসিয়াল বাঙালী। তারা দেশ ও দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবেই ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।গত ১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



জালালাবাদ এসোসিয়েশানের ভবন ক্রয়

অভিষিক্ত জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): উত্তর আমেরিকা প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী 'নিউইয়র্কে নিজস্ব জালালাবাদ ভবন' ক্রয়ের (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও সদ্য সাবেক কমিটির কোষাধ্যক্ষ, কম্যুনিটির পরিচিত মুখ এবং বিশিষ্ট রিয়েলটর মইনুল ইসলাম নির্বাচনের পুর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা (বাকি অংশ ০০ পাতায়)



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে
জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের 'ওয়েল কাম সমাবেশ'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ 'ওয়েল কাম সমাবেশ' করেছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের পুলিশ প্রধানদের সম্মেলন চলাকালীন সময়ে মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ ও দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এই সমাবেশে অংশ নেন। উল্লেখ্য, পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে (বাকি অংশ ৩৮পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৮পাতায়)

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজা আয়োজনের উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি: শারদীয় দুর্গাপূজা এখন ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। আর আনন্দঘন এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নিউইয়র্কে এবারই প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে হতে যাচ্ছে দুর্গাপূজা। বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএর আয়োজনে আগামী ১ অক্টোবর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসব শুরু হচ্ছে। ৫ অক্টোবর পর্যন্ত যা চলবে প্রতিদিন বেলা ১২টা(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

আন্তজাতিক গুম খুন প্রতিরোধ দিবস
জাতিসংঘের সামনে এইআরডিবি'র বিক্ষোভ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আন্তজাতিক গুম খুন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। সমাবেশ থেকে বাংলাদেশে গুম হওয়া স্বজনদের ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ সরকারের বিভিন্ন সমালোচনা করে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়। মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) অপরাহ্নে জাতিসংঘ ভবনের সামনে ফাস্ট এভিনিউ ও ৪৩ স্ট্রীটস্থ পার্কে এই (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস গড়ল পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক: আর মাত্র চার বল কম খেললেই ম্যাচটা টি ১০ হয়ে যেত হংকংয়ের জন্য। পাকিস্তানের ১৯৩ তাড়া করতে নেমে ৩৮ রানেই গুটিয়ে গেল তারা ১০.৪ ওভারে। দুই অঙ্কের রান কারও নেই। ৮, ২, ০, ৬, ১, ৪, ৩, ৩, ০, ১, ০- স্কোরকার্ড ছিল (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

হেলথ টিপস

বেগুনের বহু গুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বেগুন মোটেই নয় নির্গুণ। সবজি হিসেবে এর বেশ কদর আছে দেশে-বিদেশে। নাইট সেড পরিবারের উদ্ভিদ এটি। অস্ট্রেলিয়া আর কানাডাতে বেগুন এগ প্লান্ট হিসেবে পরিচিত। ওবারগিন বলা হয় যুক্তরাজ্যে। এই উপমহাদেশ, সিঙ্গাপুর, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

এবার বলিউডে পা রাখছেন মিমি

বিনোদন ডেস্ক: টলিউডের অভিনেতাদের বলিউড যাত্রা বেড়েই চলেছে। এবার হিন্দি ওয়েব সিরিজে কাজ করতে চলেছেন বাংলার হার্টথ্রব মিমি চক্রবর্তী। শোনা যাচ্ছে- কথাবার্তা মোটামুটি পাকা। বিপরীতে নায়ক (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com